চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 33 Tuesday, 2 January, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা ❋ ১৬ পৌষ, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ২ জানুয়ারি, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

'দলে পুরনোদের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। ওল্ড ইস গোল্ড, যেটা আমরা বলি। কিন্তু নতুনদেরও প্রয়োজন আছে।' বললেন অরূপ রায়। ...বিস্তারিত পাতা ৩

নতুন বছরের প্রথম দিনে তারাপীঠে উপচে পড়া ভিড় পুর্ণার্থীদের। 'সারা বছর ভালো ভাবে কাটুক', এই কামনায় সোমবার তারা মা-কে পুজো দেন ভক্তরা। ...বিস্তারিত পাতা ৫

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ২ জানুয়ারি নয়াদিল্লিতে জম্মু-কাশ্মীরের রাজৌরি এবং পুঞ্চ জেলার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে উচ্চস্তরের বৈঠক করবেন। ...বিস্তারিত পাতা ৬

সিডনিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে ক্যারিয়ারের শেষ টেস্ট খেলার অপেক্ষায় থাকা ওয়ার্নার জানিয়েছেন, ওয়ানডে ক্রিকেটও আর খেলবেন না। ...বিস্তারিত পাতা ৮

মমতার কালীঘাটের বাড়িতে অভিষেক-ফিরহাদ

পুরনো-নতুনের দ্বন্দ্ব মিটবে এবার?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারিঃ তৃণমূলের প্রবীণ-নবীন টানাপোড়েনে প্রবল অস্বস্তিতে দল। পরিস্থিতি সামাল দিতে ময়দানে নামতে হয়েছে দলনেত্রীকে। প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে তাঁকে বার্তা দিতে হয়েছে, পুরনো চাল ভাতে বাড়ে, নতুন চাল আগে বাড়ে। কিন্তু পুরনো চাল ভাতে কি বাড়ল তৃণমূলে নাকি নবীনরাই শুধু আগ বাড়িয়ে চলছে, এ প্রশ্ন আরও জোরাল। এরইমধ্যে ইংরাজি বছরের প্রথম দিন কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহলে কি নবীন-প্রবীণ বিতর্ক এবার সুরাহা পাবে? এদিন বিকালে কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে অভিষেক সাক্ষাৎপর্বের মাঝেই সেখানে পৌঁছন ফিরহাদ হাকিম। তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ মনে করছেন, যাবতীয় টানাপোড়েনের অবসান হতে চলেছে। কারণ এবার ময়দানে খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের নেতারা দলনেত্রীর বাড়িতে যাবেন, এতে নতুন কিছু নেই। কিন্তু নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্বে যে মুখগুলি বারবার প্রচারের আলোতে, এরকমই দু'জন এদিন দলনেত্রীর বাড়িতে এবং একই সময়ে।

সময়ের গুণে তা আলাদা গুরুত্বের দাবি রাখে। নিউজ চ্যানেলগুলির পর্দায় সেটাই ব্রেকিং নিউজ বা নিউজ ফ্ল্যাশ হল। সংবাদমাধ্যমের এক্ষেত্রে কোনও দোষ নেই। কারণ, সোমবার সকাল থেকে শাসক দলের অন্দরে যে ছবিটা দেখা গিয়েছে, তাতে 'যেখানে দেখিবে ছাইয়ের' মতো অবস্থা। কে বলতে পারে, এদিন বিকেলে অভিষেক যে দিদির বাড়িতে গিয়েছিলেন, তা আর পাঁচটা দিনের মতো ছিল না। হয়তো দুজনে দলের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে জানিয়ে রাখা ভাল, গত পরশু বিকেলেও অভিষেক দিদির বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেদিন দুপুরে আবার কালীঘাটে অভিষেক তাঁর বাসভবনে দলের কয়েক জন নেতা-মন্ত্রীকে মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ডাল ভাত, ডিম পোস্ত, চিকেন ইত্যাদি ছিল মেনুতে। তারপর ওই নেতাদের অভিষেক পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, লোকসভা ভোটে তিনি ডায়মন্ড হারবারের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবেন। তবে সোমবার যে ছবিটা দেখা গিয়েছে যে, তৃণমূলের মধ্যে এখন চরম বিরোধ ও কলহের পরিস্থিতি। এদিন তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ছিল। এজন্য আয়োজিত দলীয় অফিসে এক অনুষ্ঠানে রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর একটি মন্তব্য নিয়ে আবার দলের মধ্যেই তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছে। প্রসঙ্গত, এদিনই দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ একাধিকবার বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখেই বাকিরা সংগঠন করছেন। অভিষেকই মমতার ব্যাটন হাতে তুলে নেওয়ার যোগ্যতম। তাই দল নিয়ে অভিষেকের পরামর্শ দেওয়ার থাকতেই পারে।'' তাতে দলেরই ভাল হবে বলেও মন্তব্য করেন কুণাল। এদিন অভিষেক কালীঘাটে যাওয়ার পর সে প্রশ্ন আরও জোরাল, তবে কি বিশেষ কোনও পরামর্শ নিয়েই দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে দলনেত্রীর বাড়িতে তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড?

ডেডলাইন পার! বছরের শুরুতেই কি শেষ নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারিঃ নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। ৩১ ডিসেম্বর ছিল ডেডলাইন। সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া ২ মাসের সময়সীমাও শেষের পথে। এই পরিস্থিতিতে কোথায় দাঁড়িয়ে দুই তদন্তকারী সংস্থা ইডি ও সিবিআই? লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস নিয়ে মুখ বন্ধ খামে বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে মুখ বন্ধ খামে রিপোর্ট জমা দেয় ইডি। ঠিক ছিল ২০ ডিসেম্বর এই রিপোর্টই সিবিআই-এর তরফে বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে জমা দেওয়া হবে। কিন্তু এখন তদন্ত কতটা এগল? প্রশ্ন উঠছেই। রাজপথে এখনও বসে রয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা। নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার হয়েছে একের পর এক রাঘব বোয়াল। কিন্তু এখনও এই মামলার ক্লাইম্যাক্স দেখতে পারেননি চাকরিপ্রার্থীরা তথা বঙ্গবাসী। এই পরিস্থিতিতে কলকাতা হাইকোর্টেও বারবার এই প্রশ্ন উঠে এসেছে, কোথাও কি তদন্তের গতি শ্লথ হচ্ছে। কলকাতা হাইকোর্টের একাধিক বিচারপতি এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। জল গড়িয়েছিল সুপ্রিম কোর্টেও। কিন্তু শীর্ষ আদালতের তরফে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা ফের কলকাতা হাইকোর্টে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম একটি বেঞ্চ গঠন করে দেন। বিচারপতি দেবাংশু বসাকের বেঞ্চ সেই মামলাটি শুনছে। সেটি ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা। তদন্ত শেষ করার ডেডলাইন বেঁধে দেওয়া পর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে অনেক বেশি তেড়েফুঁড়ে উঠতে দেখা যায়। বেশ কয়েকজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের বাড়িতে তল্লাশি চলে। এদিকে, পুজোর আগে বিচারপতি সৌমেন সেনের বেঞ্চ লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের মামলাটি শুনছিল। সে সময়ে সিঙ্গল বেঞ্চ তদন্তকারীদের ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে একটি টাইম লাইন বেঁধে দেন। তার মধ্যেই দুই তদন্তকারী সংস্থার রিপোর্ট জমা দিতে হবে। কিন্তু বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে সিবিআই-এর তরফে সে রিপোর্ট জমা পড়েনি। ফলে সিবিআই কী তদন্ত করছে, সেটি এখনও স্পষ্ট হয়নি। মনে করা হচ্ছে, আগামী ৫ জানুয়ারি যখন হাইকোর্ট খুলবে, তখন ফের এই মামলাটি উঠে আসতে পারে। সূত্রের খবর, সিবিআই-এর বক্তব্য, নিয়োগ দুর্নীতির জাল অত্যন্ত গহীন। এমন কিছু তথ্য উঠে আসছে, সেগুলি চমকে যাওয়ার মতো। তাই সেগুলিকে ভালভাবে যাচাই করে নেওয়া হচ্ছে। সিবিআই-এর একাংশের বক্তব্য, এমন দুর্নীতি হয়েছে, তা নিয়ে সিনেমাও তৈরি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যে তদন্ত শেষ হল না, তার কী? সে প্রসঙ্গে বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ''যদি তদন্ত শেষ করতে না পারে, তাহলে আদালতের কাছে আবার সময় চাইবে। এটা নতুন কিছু নয়। জটিল তদন্ত। সভাবে করলে সময় লাগবে। তবে তাড়াহুড়ো করে তদন্ত করে অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করলে সমস্যা।''

'অভিষেক ময়দান ছেড়ে যাবেন না, জোড়াফুল সামনে রেখে লড়বেন'

'নিশ্চিত' সুব্রত বক্সী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারিঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতিটি বক্তৃতাতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব ও আদর্শে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। এর অন্যথা কখনও হয়নি। কিন্তু কী এমন পরিস্থিতি হল যে সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে বলতে হল যে, ''এই নির্বাচনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যদি লড়াই করেন, তাহলে নিশ্চিতভাবেই লড়াইয়ের ময়দান থেকে পিছিয়ে যাবেন না। যদি লড়াই করেন, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখেই তিনি লড়াই করবেন। জোড়াফুলকে সামনে রেখেই তিনি লড়াই করবেন, এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'' সুব্রত বক্সীর এই কথাটা এদিন তৃণমূলের অনেকেরই কানে বেঁধেছে। এক 'যদি লড়াই করেন'। এবং দুই ''জোড়াফুলকে সামনে রেখেই তিনি লড়াই করবেন, এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'' পুজোর পর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক সম্পর্কে একটা শৈত্য দেখা যাচ্ছে বলে অনেকে মনে করছেন। অভিষেক দলে তাঁর ঘনিষ্ঠদের এও জানিয়ে দিয়েছেন যে, লোকসভা ভোটে তাঁর নির্বাচন কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের বাইরে তিনি বেরোবেন না। অভিষেক দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। গত দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি সংগঠনের বিষয়আশয় দেখেন। হঠাৎ তিনি যদি নিজেকে গুটিয়ে নেন তাহলে ভোট ব্যবস্থাপনার কী হবে তা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে দলের মধ্যেই। তবে এখনও পর্যন্ত অন্তত এই সংশয়

তৈরি হয়নি যে জোড়াফুলের বাইরে অন্য প্রতীক নিয়ে অভিষেক লড়বেন। কিন্তু সুব্রত বক্সী, 'আমি নিশ্চিত' এই কথা বলাতেই যেন অন্যরকম লাগছে অনেকেরই। বক্সীর এ কথা নিয়ে দলের মধ্যে অভিষেক ঘনিষ্ঠরা প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করেছেন। তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে দলীয় কার্যালয়ে অভিষেক এদিন যাননি। তবে সকালে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, 'নব উদ্যমে আগামী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হন, ক্লেদ, বিষাদ, গ্লানি মুছে যাক। একসঙ্গে সততা ও সংহতির সঙ্গে দেশের সেবায় নিয়োজিত থাকব।' অভিষেক ঘনিষ্ঠদের বক্তব্য, সুব্রত বক্সী অহেতুক মন্তব্য করেছেন। অভিষেক যদি লড়াইয়ের ময়দানে থাকেন, বলাটা অর্থহীন এবং প্রসঙ্গ বহির্ভূত। কারণ, অভিষেক লড়াইয়ের ময়দানে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। বরং আসল কথা হল, সংগঠনে যে সংস্কার চাইছেন অভিষেক, একাংশ নেতার মৌরসীপাট্টা ভাঙার কথা বলছেন, সে ব্যাপারে প্রতিষ্ঠা দিবসে কেন কোনও বার্তা দিলেন না রাজ্য সভাপতি! সুব্রত বক্সী বরাবরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আস্থাভাজন। দল তৈরি হওয়ার পর থেকেই তিনি রাজ্য সভাপতি পদে রয়েছেন। কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবার অচলায়তন ভাঙতে চাইছেন বলেই মনে করা হচ্ছে। আর সেই কারণেই দলের মধ্যে প্রবীণ বনাম নবীনের সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অভিষেকের স্পষ্ট বক্তব্য, শুধু মাত্র পুরনো নেতা বলেই কেউ পদ বা দফতর আগলে বসে থাকবেন বা সাংসদ-বিধায়ক হবেন তা চলবে না। দলে আরও অনেক দক্ষ ও পরিশ্রমী নেতা কর্মী রয়েছেন। মেধার ভিত্তিতে, যোগ্যতার ভিত্তিতে পদ ও টিকিট দেওয়া জরুরি। নইলে কারও দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত থাকছে না। প্রোডাক্টিভিটিও থাকছে না।

ব্যর্থ হবে কি 'ইন্ডিয়া' জোটের 'বিহার মডেল'? লালু-নীতীশে ধরল ফাটল?

পাটনা, ১ জানুয়ারিঃ বিহারের রাজনীতিতে ঘটবে বড় বদল? নীতীশ কুমারের বদলে মুখ্যমন্ত্রী হবেন লালুপ্রসাদ যাদবের পুত্র তেজস্বী যাদব? গত কয়েকদিন ধরেই এই ধরনের একটা গুজব শোনা যাচ্ছে বিহারের রাজনৈতিক মহলে। বিশেষ করে, জেডিইউ-এর সর্বভারতীয় সভাপতি পদ থেকে রাজীব রঞ্জন সিং ওরফে লালন সিং-এর সরে যাওয়া এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার সেই পদে আসার পর এই গুঞ্জন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। লালন সিং এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে এই আলোচনা বন্ধ করতে চেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু, বিহারের শাসক জোটের অন্দরে বড় অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। যা সামগ্রিকভাবে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে ইন্ডিয়া জোটের উপরও, এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। সদ্য, জেডি (ইউ) দলের সর্বভারতীয় সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন লালন সিং। তারপর থেকেই, জিতনরাম মাঝি-সহ রাজ্যের বিজেপি নেতারা দাবি করা শুরু করেছেন, লালু যাদব এবং তেজস্বী যাদবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে নীতীশকে সরাতে চেয়েছিলেন লালন সিং। তাঁর বদলে তেজস্বী যাদবকে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন। এর জন্য জেডি (ইউ)-এর সিংহভাগ বিধায়ককে ভাঙিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। এই সকল জল্পনার মধ্যেই রবিবার থেকে লালুপ্রসাদের বাড়িতে বাড়তি রাজনৈতিক তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া সফর বাতিল করে পাটনায় ফিরে এসেছেন তেজস্বী। লালুর সঙ্গে দেখা করেছেন বিধানসভার অধ্যক্ষও। গভীর রাত পর্যন্ত দলের বিধায়কদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন লালুপ্রসাদ। সব মিলিয়ে বিহারের শাসক জোটের অন্দরে এক গভীর অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আর এর আঁচ পড়তে পারে ইন্ডিয়া জোটেও।

'মমতাকে জেতাতে পারেন না, তাঁরা আবার রাজ্য চালাবেন', কারা কুণালের নিশানায়?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারিঃ তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে দলের রাজ্য সভাপতিকে কড়া ভাষায় সমালোচনা দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের। সুব্রত বক্সির একটি বক্তব্যকে সামনে রেখে তাঁকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন কুণাল ঘোষ। তুলে আনেন ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রাম আসনের ফলাফলের কথাও। কুণাল বলেন, ''নন্দীগ্রামে মমতাকে যাঁরা জেতাতে পারেনি, তাঁরা রাজ্য চালাবেন?'' কুণালের দাবি, মমতার পর অভিষেকই তাঁর ব্যাটন হাতে নেওয়ার যোগ্য। তাই মমতার কাছে আনুগত্য দেখাতে গিয়ে মমতা অভিষেকের মাঝখানে কেউ যেন ঢুকে না পড়েন। একুশের বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রামে প্রার্থী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সে বছর জানুয়ারিতে নন্দীগ্রামে গিয়ে মমতা বলেছিলেন, ''আমি নন্দীগ্রামকে ভালবাসি। আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়? আমি নন্দীগ্রাম থেকে লড়ব। সুব্রত বক্সিকে বলব আমার নাম রাখতে।'' নন্দীগ্রাম থেকে নতুন করে জন্ম হল তৃণমূলের। রাজ্যস্তরের নেতাদের মধ্যে থেকে নন্দীগ্রামের ভোটের ভার সুব্রত বক্সির হাতেই সঁপেছিলেন 'মমতাদি'। তবে জয় আসেনি। এদিন কুণাল ঘোষ বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের নন্দীগ্রাম ভোট জিততে পাঠিয়েছিলেন। কারা ছিলেন ভোটের দায়িত্বে? কেন মামলার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মুখ বিক্রি করতে পারেন না জনতার দরবারে। নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ ঘরে ঘরে রয়েছে। অথচ সেই ভোটও করাতে পারেননি। কারা ছিলেন দায়িত্বে? তাঁদের হাতে রাজ্যের দল নিরাপদ, হয় নাকি কখনও?'' কুণালের কথায়, তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা এই বিভাজন পছন্দ করছেন না। তাঁরা জানেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ, তার পর তাঁর ব্যাটন ধরার ক্ষমতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রয়েছে। নাম না করেই বক্সিকে খোঁচা দিয়ে কুণাল বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামে প্রার্থী ছিলেন। যাঁরা নন্দীগ্রাম ভোটের দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরা একটা ক্লিয়ার জয় দিতে পারলেন না। তাঁরা রাজ্য সংগঠন নিয়ে কী মাথা ঘামাচ্ছেন?''

কুণাল এদিন আরও বলেন, ''মমতাদি যখন তৃণমূল কংগ্রেস করেছিলেন, রাজ্য সভাপতি হয়েছিলেন সুব্রত বক্সি। তেমনই সঞ্জয় বক্সিও কিন্তু তৃণমূল যুব কংগ্রেসের প্রথম রাজ্য সভাপতি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আজকের সঙ্গী নন। পুরনো চাল ভাতে বাড়ে, মমতাদি বলে রেখেছেন। আমরা মুখে বলব পুরনোদের, আর সঞ্জয় বক্সির মতো নেতারা পিছনের সারিতে চলে যাবেন? তাহলে পুরনো বলতে কারা? তাহলে কি পুরনো বলতে ৩-৪ জন শুধু? এভাবে হয় নাকি?'' একইসঙ্গে কুণালের খোঁচা, ''মমতাদিকে নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বারবার কুৎসা করছেন। আমাদের কয়েকজন অ্যাটাক করছি। বাকি নেতারা যাঁরা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন, যাঁরা সকাল বিকাল মমতাদির সঙ্গে থাকেন, তাঁরা কি আঙুল চুষছেন? এরকম কয়েকজন সিনিয়র লিডার আজ শপথ নিন বিভিন্ন দিকে ভাল সেজে না থেকে আক্রমণাত্মক হবেন। আমি সরকারের সমস্ত সুবিধা নেব, একাধিক পদ নিয়ে বসে থাকব আর গোল গোল বক্তৃতা করব, হতে পারে না।''

'চুরি হয়েছে' স্বীকার করলেন ফিরহাদ! বছরের প্রথম দিনই বোমা ফাটালেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারিঃ বছরের শুরুতেই বিস্ফোরক পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। চাকরি চুরি হয়েছে, মানলেন ফিরহাদ। তিনি বললেন, ''চাকরির জন্য টাকা দেওয়া আর মায়ের শরীর থেকে মাংস কেটে নেওয়া এক।'' তিনি আরও বলেছেন, ''স্বীকার করতে বাধা নেই, দলের একাংশ দুর্নীতি করেছে।'' তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে এমনই বিস্ফোরক রাজ্য মন্ত্রীসভার নম্বর টু-র। দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যেই ফিরহাদ বললেন, ''আমরা তৃণমূল কংগ্রেস একটা সংসার। কিছু মানুষ নিশ্চিত ভাবে অন্যায় করেছেন। দুর্নীতি জড়িয়ে পড়েছেন। কিন্তু তা বলে আমরা সবাই নই। হ্যাঁ, আমার বাড়িতেই সিবিআই তল্লাশি চালিয়েছে। তবে চেতলার বুকে কোনও মানুষ দাঁড়িয়ে আজ বলতে পারবে, ফিরহাদ হাকিম কোনও দুর্নীতি করেছেন। ২৫ বছরে কোনও কাউন্সির, কোনও প্রমোটার, কারোর কাছ থেকে হাত পেতে একটা পয়সা নিয়েছেন।'' দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনই ফিরহাদের গলায় শোনা গেল অনুশোচনার সুর। তিনি বললেন, ''চাকরির জন্য টাকা দেওয়া আর মায়ের শরীর থেকে মাংস কেটে নেওয়া একই বিষয়।'' অর্থাৎ চাকরি ক্ষেত্রে দুর্নীতি ঠিক কতটা গুরুতর অপরাধ, সেটাই বোঝালেন তিনি। পাশাপাশি এটাও স্পষ্ট করে দেন, চাকরিতে দুর্নীতি দল কোনও ভাবেই বরদাস্ত করবে না। ইতিমধ্যেই নিয়োগ দুর্নীতিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জালে দলের একাধিক হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রী বিধায়ক, এমনকি সরকারি আমলারাও। তবে এ বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি নিজেকে ক্লিনচিটও দেন তিনি। ফিরহাদের এই বক্তব্যের পরই সরব বিজেপি। বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ''তৃণমূল মানেই চোর। যে ফিরহাদ আজকে বলছেন, দলের কয়েকজন দুর্নীতি করেছেন, সেই ফিরহাদই পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেফতারির কয়েকদিন পর বলেছিলেন, যে ভুল হয়েছে পার্থদার একার ভুল নয়, কালেক্টিভ রেসপন্সিবিলিটি। এই দুর্নীতি তৃণমূলের সবার দুর্নীতি। ইডি-সিবিআই-এর কথা আদালতে গিয়ে বলছেন না কেন মুখ্যমন্ত্রী? আদালতে তো মানুষের টাকা খরচ করে বারবার যাচ্ছেন। আবার পরাজিত হয়ে ফিরেও আসছেন।'' প্রসঙ্গত, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দাবি করে আসছিলেন, ইডি-সিবিআই- রাজনৈতিক কারণেই সক্রিয়। কিছুদিন আগেই গত বছরের আগস্ট মাসে একটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ''পার্থ যদি চোর হয়, তাহলে আইন বিচার করবে। কিন্তু পার্থও চোর, কেষ্টও চোর, ববিও চোর, অভিষেকও চোর, মমতাও চোর? সবাই চোর আর আপনারা সাধু? এই নিয়ে জীবন চলবে না। পার্থর ব্যাপার হলেও মমতাকে টেনে আনা হয়, ববির ব্যাপার হলেও মমতাকে টেনে আনবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি মাথা নত করে রাজনীতি করতে এসেছে? সমাজসেবা করতে এসেছে।'' দলের নেত্রী যখন এই ধরনের কথা বলেছেন, তার কিছুদিনের মধ্যেই দলের একাংশ যে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, তা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন ফিরহাদ। স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে।

নতুন বছর আবাহনে দেদার বেলেল্লাপনা শহরে, কলকাতা পুলিশের গারদে ২৯৭ জন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারিঃ বর্ষবরণের রাত। নতুন বছরকে (২০২৪) আবাহন করতে নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা রাস্তায় নেমে পড়েছে। রাত যত বেড়েছে ততই হই-হুল্লোড়ে মত্ত হয়েছে তারা। আর তার জেরে ভেঙেছে একের পর এক আইন। খোলামেলা পোশাকে মদ্যপ অবস্থায় তখন কথা জড়িয়ে যাচ্ছে তাদের। ট্রাফিক আইন বলে যে শহরে কিছু আছে তা মানতে রাজি নয় তারা। বেলেল্লাপনায় চরমে উঠেছে উশৃঙ্খলতা। আর তা কড়া হাতে দমন করেছে কলকাতা পুলিশ। বড় কোনও বিপদ যাতে নেমে না আসে তাদের জীবনে তাই গারদে ভরতে হয়েছে ২৯৭ জনকে। এদিকে নতুন বছরকে স্বাগত জানাবার উৎসবে আইন ভাঙার ধুম পড়ে গিয়েছিল শহর কলকাতার বুকে। পুলিশ এবং আইনকে থোরাই কেয়ার এমন মেজাজ দেখিয়ে আইন ভেঙেছে নগরবাসী বলে অভিযোগ। আর এই মেজাজ নিয়েই রাতের শহরে আনন্দ হুল্লোড়ে মত্ত হয়ে উঠেছে সবাই। রবিবার রাত যত বেড়ে সোমবারের দিকে এগিয়েছে তত কলকাতার রাজপথে মানুষের ঢল নেমেছিল। তাঁদের সামলে শহরের

আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা কার্যত চ্যালেঞ্জে পরিণত হয় কলকাতা পুলিশের কাছে। কারণ কেউ পুলিশের সতর্কতা শুনতে রাজি নন। ফলে পুলিশকে নরমে-গরমে সবটা করতে হয়েছে খুব সাবধানে। অন্যদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার রাতের শহরে ৪৭.৪ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করেছে কলকাতা পুলিশ। আর শহরের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়ম ভাঙার অভিযোগে ২৯৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে রাতের রাস্তাঘাটে ব্যাপক জনসমাগম হয়। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে উন্মত্ততা। সেটাকে লাগাম পরাতে মরিয়া হয়ে ওঠে পুলিশ। পার্ক স্ট্রিট, মির্জা গালিব স্ট্রিট, রাসেল স্ট্রিট, মিডলটন রো-সহ শহরের নানা পথে এই বছর পুলিশের নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। শ্লীলতাহানির চেষ্টা, গণ্ডগোল পাকানো, মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো-সহ নানা অপরাধের অভিযোগ উঠেছে। তাই আরও কড়া হয়েছে লালবাজার। এছাড়া ট্রাফিক আইন ভাঙার অভিযোগ তো আছেই। আর তাই জন্য বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, নতুন বছরের রাতে যখন সকলে 'পার্টি' করতে ব্যস্ত, তখন একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালায় পুলিশ। আর তাতেই মোট ৪৭.৪ লিটার বেআইনি মদ উদ্ধার হয়েছে। একাধিক আইন লঙ্ঘনের ঘটনায় ২৯৭ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে আইন ভাঙার অভিযোগের সংখ্যাটা অনেক বেশি। গ্রেফতারির সংখ্যা কিছু কমলেও অভিযোগের সংখ্যা পাহাড় সমান। তার সঙ্গে বেআইনি মদ উদ্ধারের পরিমাণও দেদার বেড়েছে বলে খবর।

জলপথেও বাজতে চলেছে যুদ্ধের দামামা, আরব সাগরে রণতরী পাঠাল ভারত

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারিঃ একদিকে রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ অব্যাহত তো অন্যদিকে ইজরায়েল-হামাস বাহিনীর যুদ্ধে উত্তপ্ত মধ্য প্রাচ্য। ইতিমধ্যে রাশিয়া-ইউক্রেন ও ইজরায়েল-হামাসের যুদ্ধে কয়েক হাজার নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যেই যুদ্ধের দামামা বাজল লোহিত সাগরে। এবার জলপথে যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিচ্ছে হুতি বাহিনী। আগাম সতর্কতা হিসাবে ইতিমধ্যে আরব সাগরে ৩টি রণতরী পাঠিয়েছে ভারত। তাহলে কি যুদ্ধ লাগল বলে? এমনই আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। গত রবিবারই আরব সাগরে এক পণ্যবাহী জাহাজে হামলার চেষ্টা করে হুতি বাহিনী। ৪টি নৌকা নিয়ে হামলা চালায় তারা। যদিও সেই হামলা কড়া হাতে প্রতিহত করে মার্কিন রণতরী। হুতি বাহিনীর ৩টি নৌকা নষ্ট করা হয়েছে এবং ১০ হুতি সদস্যের মৃত্যু হয়েছে বলে মার্কিন সেনার দাবি। তবে সেই হামলা প্রতিহত করলেও বারবার পণ্যবাহী জাহাজে হামলার চেষ্টা শুরু করেছে ইরান-সমর্থিত হুতি বাহিনী। গত ১৯ নভেম্বর থেকে এখনও পর্যন্ত মোট ২৩ বার পণ্যবাহী জাহাজে হুতি হামলার চেষ্টা করেছে বলে খবর। এদিকে, গোটা বিশ্বের ১২-১৪ শতাংশ পণ্য পরিবহণ হয় আরব সাগরের লোহিত সাগর, ভূমধ্যসাগর, সুয়েজ খালের মধ্য দিয়ে। যার মধ্যে খাদ্যশস্য ছাড়াও প্রায় মোট জ্বালানি তেলের ৩০ শতাংশ এই পথ দিয়ে যায়। সুয়েজ খালের মধ্য দিয়ে ইউরোপের দেশগুলিতে তেল সরবরাহ হয়। ফলে জলপথের এই সমস্ত এলাকায় বারবার হুতি বাহিনীর হামলা স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন দেশের উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

দেশবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার দেশবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২৪ সাল সবার জীবনে বয়ে আনুক সমৃদ্ধি, শান্তি ও সুস্বাস্থ্য।কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াও তার এক্স হ্যান্ডেলে ২০২৪ সালের শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং দেশবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন।

রেল লাইনে ফাটল, হাওড়া ব্যান্ডেল শাখায় ট্রেন চলাচলে বিপত্তি

হুগলি, ১ জানুয়ারি ঃ বছরের প্রথম দিনেই রেল লাইনে ফাটল। যার জেরে সোমবার সকালে হাওড়া ব্যান্ডেল শাখায় ট্রেন চলাচলে বিপত্তি।এদিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ শেওড়াফুলি স্টেশনের কাছে ছাতুগঞ্জ ময়লাপোতা সংলগ্ন এলাকায়. ছ'নম্বর লাইনে পেট্রোলিংয়ের সময় ফাটল দেখতে পান রেল কর্মীরা। ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ডাউন লাইনে শেওড়াফুলি স্টেশনে বেশ কয়েকটি ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ে।রিভার্স লাইন দিয়ে ধীর গতিতে ট্রেন চালু থাকে। ইতিমধ্যেই রেলের ইঞ্জিনিয়ার কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। লাইন মেরামতি চলছে। ফাটল ধরা রেলের পাত বদল করার কাজ শুরু হয়েছে। তবে ঘটনার জেরে ওই লাইনে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে।বছরের প্রথম দিন সকালেই এই ভাবে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটায় সমস্যায় যাত্রীরা।রেল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, দ্রুত মেরামতির চেষ্টা চলছে। ট্রেন চলাচল তাড়াতাড়িই স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আপাতত হাওড়াগামী ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একাধিক ট্রেন দেরিতে

দলের প্রতিষ্ঠা দিবস ঘিরে দিনভর কর্মসূচিতে তৃণমূল

কলকাতা, ১ জানুয়ারি ঃ ২৬ পেরিয়ে সাতাশ বছরে পা দিল তৃণমূল কংগ্রেস। পয়লা জানুয়ারি দলের প্রতিষ্ঠা দিবস ঘিরে দিনভর কর্মসূচিতে থাকে শাসকদল।প্রথম কর্মসূচি দলের সদর দফতর তৃণমূল ভবনে। বাইপাসের ধারে মেট্রোপলিটানে দলের সেই দফতরে সকালে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করে যার সূচনা করেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। দেন বক্তৃতাও। তিনি বলেন, '' নির্বাচনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যদি লড়াই করেন, নিশ্চিতভাবেই তিনি লড়াইয়ের ময়দান থেকে পিছিয়ে যাবেন না। যদি লড়াই করেন, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখেই তিনি লড়াই করবেন। জোড়াফুলকে সামনে রেখেই তিনি লড়াই করবেন, এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত''।এদিন তৃণমূলের তরফে শ্রদ্ধা জানানো হয় বাংলার মনীষীদের প্রতিকৃতিতে। সেই সঙ্গে এই দিনটি নতুন করে দলের শপথ নেওয়ার দিন। নতুন লড়াইয়ের অঙ্গীকারের দিন। এর পাশাপাশি নিয়মমাফিক হাসপাতালে রোগী ও দুস্থদের ফল বিতরণ কর্মসূচি ছিল তৃণমূলের। এই কর্মসূচি রাজ্য জুড়ে দলের প্রত্যেক নেতা-কর্মীকে পালন করার কথা বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিয়েছিলেন রাজ্য সভাপতি।

কল্পতরু উৎসবে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে ভক্তদের সমাগম

কলকাতা, ১ জানুয়ারি ঃ নতুন বছরের শুরুর দিন অর্থা পয়লা জানুয়ারি পালিত হয় কল্পতরু উসব। এদিন ভারত ও বিদেশের হাজার হাজার ভক্ত কাশীপুর উদ্যানবাটিতে পৌঁছেছেন।স্বামী রামকৃষ্ণ পরমহংস সেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। সারা বছর যাতে ভালো কাটে, সেজন্য ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে প্রার্থনা জানান অগনিত ভক্তবৃন্দ।এছাড়াও বেলুড় মঠ, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন, দক্ষিণেশ্বর কালী মঃদির সহ অন্যান্য মঠে ভক্তদের ভিড় জমেছে।জনমুখে প্রচলিত আছে , মহান সাধক শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর জীবনের শেষ দিনে খুবই অসুস্থ হয়ে. কাশীপুর উদ্যানবাটিতে বসবাস করতেন। এদিকে ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি তাঁর শিষ্য গিরিশ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ, রাম চন্দ্র দাস এবং আরও অনেকে দেখতে পান , কাশীপুর উদ্যানবাটির সামনের বাগান থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। ভক্তদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, আশির্বাদ করি, তোমাদের চৈতন্য হোক। সেদিন প্রচুর গৃহী মানুষ ঠাকুর আশির্বাদ পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁদের সকলের মনস্কামনা পূরণ হয়েছিল। সেই বছর থেকে প্রতিবছরই এই দিনটিকে কল্পতরু দিবস হিসাবে পালিত হয়।বেলুড় মঠ, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন এবং দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের তিনটি স্থান ছাড়াও, রাজ্য জুড়ে অবস্থিত রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ এবং মা সারদার সাথে যুক্ত তীর্থস্থানগুলিতে এই উসবের আয়োজন করা হয়েছে। ভক্তরা এখানে প্রচুর সংখ্যায়. আসেন এবং তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য প্রার্থনা করেন।

ভিন্ন রাজ্যে পাচারের আগে বিপুল পরিমাণে গাঁজা উদ্ধারে সফলতা

মালদা,১জানুয়ারিঃভিন্ন রাজ্যে পাচারের আগে বিপুল পরিমাণে গাঁজা উদ্ধারে সফলতা পেলো মালদার মানিকচক থানার পুলিশ। মানিকচকের চন্ডিপুর এলাকায় নাকা চেকিং এর সময় গাঁজা ভর্তি একটি গাড়ি সহ একজনকে গ্রেপ্তার করে সফলতা পায় পুলিশ।সোমবার ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে মানিকচক থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তির নাম প্রমোদ কুমার সিং।ঝা।খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলার মহাদেবগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা।পুলিশ উদ্ধার করেছে ২০ কেজি ১০০ গ্রাম গাজা।একটি চার চাকা গাড়িও হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।পুলিশ জানিয়েছে, বর্ষবরণের রাতে করা নিরাপত্তাকে মাথায় রেখে মানিকচকের বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিং চালাচ্ছিল পুলিশ।চন্ডিপুর এলাকায় নাকা চেকিংয়ে একটি চারচাকা গাড়ি আসলে পুলিশ দাঁড় করিয়ে তল্লাশি শুরু করে। গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণে গাঁজা। তারপরই গাড়িতে থাকা ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মালদা শহরের দিক থেকে আসা এই গাড়িটি মানিকচকের গঙ্গা নদীর ঘাট হয়ে ঝাড়খণ্ডে যেত বলে জানাচ্ছেন পুলিশ। তাই ভিন রাজ্যে পাচারের আগে গাঁজা উদ্ধার করে সফলতা পেয়েছে পুলিশ। জিতুকে আদালতে পাঠিয়ে গোটা গাঁজা পাচার চক্র আরো কারা যুক্ত রয়েছে তাদের খুঁজতে তদন্ত শুরু করেছে মানিকচক থানার পুলিশ

প্রধানমন্ত্রী মোদী জনগণকে যে গ্যারান্টি দিয়েছেন তা পূরণ করতে সরকার বদ্ধপরিকরঃমুখ্যমন্ত্রী সাই

রায়পুর, ১ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জনগণকে যে গ্যারান্টি দিয়েছেন তা পূরণ করতে সরকার বদ্ধপরিকর, সোমবার এই মন্তব্য করেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই। তিনি সোমবার ছত্তিশগড়বাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, নতুন বছর সকল মানুষের জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ ও সমৃদ্ধি। মুখ্যমন্ত্রী সাই নববর্ষের বার্তায় বলেছেন, নতুন বছর নতুন প্রত্যাশা নিয়ে আসে। ছত্তিশগড়ের নতুন সরকার রাজ্যের মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ইতিবাচক শক্তি নিয়ে এসেছে। ছত্তিশগড়ের জনগণকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে গ্যারান্টি দিয়েছেন তা পূরণ করতে সরকার বদ্ধপরিকর। সাই আরও বলেন, আমি খুশি যে ২৫ ডিসেম্বর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন উপলক্ষে দুবছরের বকেয়া ধান ছত্তিশগড়ের ১২ লক্ষ কৃষককে দেওয়া হয়েছে। কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৩৭১৬ কোটি টাকার বেশি স্থানান্তর করা হযেছে। সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দরিদ্রদের জন্য ১৮ লক্ষ ঘর তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা দরিদ্র ভূমিহীন শ্রমিকদের বার্ষিক ১০,০০০ টাকা করে দেব। মাতৃ বন্দনা যোজনার আওতায় বিবাহিত মহিলাদের প্রতি মাসে এক হাজার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। এখন মা-বোনেরা এক বছরে অ্যাকাউন্টে ১২ হাজার টাকা পাবে।

ধর্মঘটের ডাক গৌড়বঙ্গ বাস ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের

মালদা, ১ জানুয়ারি ঃ সোমবার থেকে মালদা জেলায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে গৌড়বঙ্গ বাস ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। স্বাভাবিকভাবেই, চূড়ান্ত দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে সাধারণ যাত্রীদের। স্থানীয় তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের উপরে অভিযোগের আঙুল তুলেছে ওই সংগঠন।মালদা জেলার তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের বিরুদ্ধে বাস মালিকদের হেনস্থার অভিযোগ। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও দুর্ব্যবহার করার প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁরা।গৌড়বঙ্গ বাস ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অনন্ত চক্রবর্তী জানান, দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতারা শ্রমিকরা বাস মালিকদের সঙ্গে অসভ্য আচরণ করছে। পাশাপাশি আরটিওর নিয়ম মত বাস চালানোর ক্ষেত্রে যে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সেটা লঙ্ঘন করে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন ইচ্ছেমতো বাস চালাচ্ছে। যার ফলে সরকারের নিয়ম কেউ তাঁরা মানছে না বলে দাবি। বাস মালিকদের গৌড়কন্যা বাসস্ট্যান্ডেও যেতে দিচ্ছে না। এর বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করলে বাস মালিকদের হেনস্থার মুখে পড়তে হচ্ছে।গৌড়বঙ্গ বাস ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের আরও দাবি, এই বিষয়ে. বহুবার জেলা তৃণমূলের নেতৃত্বকে বাস মালিকরা অভিযোগ জানিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা থেকে শ্রমিকদের 'বাড়বাড়ন্ত' কমছে না বলে দাবি তাঁদের। এই ' জুলুমবাজির' কারণে বাস মালিকরা

নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে দেদার উল্লাস!গ্রেফতারের সংখ্যা একশোর গন্ডি ছাড়ালো

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বর্ষশেষের দিন আইন উলঙ্ঘণ করা চলবে না, মদ্যপান করে গাড়ি চালানো চলবে না, কলকাতা পুলিশের বারংবার নিষেধ সত্বে ও শহরবাসীর কানে যেন সে কথা পৌঁছয়নি। আর তারপরই যেমনটা হওয়ার তেমনই হল। বর্ষবরণের রাতে শহরে বিভিন্ন অভিযোগে গ্রেফতার মোট ৪৫৭ জন।ন্ডকলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, রাত্রিবেলা রাস্তায়. বেরিয়ে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করায় মোট ১ হাজার ৫৭০ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তরফে। এরমধ্যে বিনা হেলমেটে বাইক চালানোর অভিযোগ রয়েছে ৫৫৭টি। এছাড়াও বাইকে বসা অনেক সওয়ারি হেলমেট ছাড়াই যাতায়াত করছেন। সেই অভিযোগ রয়েছে ২১৬টি।ন্ডতবে শুধু হেলমেট নয়। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর অভিযোগ জমা পড়েছে ৩১১টি। এছাড়াও, মদ্যপান করে বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানোর জন্য ২৮৭ টি এবং অন্যান্য কারণে ট্রাফিক আইন ভাঙার অভিযোগ ১৯৯ জনের বিরুদ্ধে। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তরফে এদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, করোনার জেরে দু'বছর চুটিয়ে হইহুল্লোড় করতে পারেনি এ শহর। এ বছরও করোনার খবর সামনে আসছে কিন্তু রোগভোগকে থোড়াই কেয়ার বাঙালির! চার্চ থেকে চিড়িয়াখানায় ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। হোটেল রেস্তোরাঁগুলিতে তিল ধারনের জায়গা নেই। আর শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থাকে সচল রাখতে সারা রাত চলেছে পুলিশের নজরদারি।

স্কুলের কী মান!এবার থেকে তা ঠিক করবে স্কোয়া

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দেশ জুড়ে সিবিএসই স্কুলগুলির মূল্যায়নের জন্য শুরু হতে চলেছে ' (এসকিউএএ) বা ' কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাশিয়োরেন্স'। সিবিএসই স্কুলগুলির মূল্যায়নের জন্য বেশ কিছু মাপকাঠির মাধ্যমে স্কোয়া-র নম্বর নির্ধারণ হবে। অর্থা, স্কোয়া-য় প্রাপ্ত নম্বর বলে দেবে সেই স্কুলের মান কেমন। সেই নম্বর অনুযায়ী দেশ জুড়ে সিবিএসই স্কুলগুলির ' নির্ধারিত হতে পারে বলে জানাচ্ছেন বিভিন্ন স্কুলের অধ্যক্ষেরা। কয়েকটি স্কুল তাদের এই মান নির্ধারণের প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রতিটি স্কুলের তাদের স্কোয়া-র মান নির্ধারণ করে সিবিএসই বোর্ডকে পাঠানোর কথা।সিবিএসই স্কুলগুলির অধ্যক্ষেরা জানাচ্ছেন, শুধু পড়াশোনার মান নয়, স্কুলের সার্বিক মানের উপরে এই স্কোয়া-র পয়েন্ট নির্ধারিত হবে। সিবিএসই তৈরি করে দিয়েছে ' পেডাগজিক্যাল প্ল্যান'। সেই সঙ্গে প্রতিটি স্কুলকে নিজেদের স্কোয়া-র জন্য একটিরূপরেখা তৈরি করতে হবে। স্কুলের প্রশাসনিক কাজকর্মের মান থেকে শুরু করে খেলাধুলো- বিচার্য হবে সবই। পড়াশোনার বাইরে আর কী কী স্কুলের পড়ুয়াদের শেখানো হয়, তাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ করানো হয় কি না, পড়ুয়াদের চরিত্র গঠনন্ডকী ভাবে করা হচ্ছে, স্কুলের নানা ধরনের কর্মসূচিতে সমস্ত পড়ুয়াকে নেওয়া হয় কি না, সব কিছুর উপরেই নম্বর থাকবে। এ সবের সার্বিক মানের উপরে একটি স্কুলের স্কোয়া-র মান নির্ধারিত হবে।শিক্ষকদের একাংশ জানাচ্ছেন, স্কুলগুলির এই ধরনের মূল্যায়ন করার কথা নতুন জাতীয় শিক্ষা-নীতিতে বলা হয়েছে। নতুন বছর থেকেই দিল্লির সিবিএসই বোর্ডের প্রতিনিধিরা এসে এই স্কোয়া-র নম্বর নির্ধারণের পদ্ধতি যাচাই করে যাবেন। যেহেতু পুরোটাই সিবিএসই বোর্ডের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে, তাই স্কোয়া-র নম্বর নিয়ে প্রশ্ন ওঠার কারণ নেই বলেই মনে করছেন অধ্যক্ষেরা।

ইঁদুরের উপদ্রব কমাতে এবার শব্দতরঙ্গ প্রয়োগ করবে কলকাতা পুরসভা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কলকাতা শহরে যে ভাবে ইঁদুরের উপাত বেড়ে চলেছে, তাতে সম্প্রতি সাধারণ মানুষকে বার বার সাবধান করেছেন খোদ মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ' মেয়র টু মেয়র' অনুষ্ঠানে তিনি পুর আধিকারিকদের সামনেই শুনিয়েছিলেন, কী ভাবে চেতলায় তাঁর বা।রি অফিস ঘরে ঢুকে পড়েছিল ইঁদুর। আতঙ্কিত মেয়র বলেছিলেন, ' ভাবে ইঁদুর বাস করছে, তা আগামী দিনে বোঝা যাবে। সুরাত শহর একটা সময়ে প্লেগে ছেয়ে গিয়েছিল। এখন থেকে সতর্ক না হলে ভবিষ্যতে মহামারি হতে পারে কলকাতায়।''তবে কলকাতা পুরসভা ইঁদুর না মেরে তাকে জব্দ করতে মাস দুয়েক আগে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে । আপাতত পুরসভার আলো বিভাগকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তারা পরীক্ষামূলক ভাবে চারটি জায়গায় বিশেষ যন্ত্র বসিয়েছে। ওই চার জায়গা হল মেয়রের ঘর, কনফারেন্স রুম, নতুন কন্ট্রোল রুম এবং নিউ মার্কেটে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দফতরের চারতলায় তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ।আলো বিভাগের এক ইঞ্জিনিয়ারের কথায়, ' জায়গায় কন্ট্রোল ইউনিট এবং একাধিক অ্যান্টেনা রাখা হয়েছে। কন্ট্রোল ইউনিট থেকে শব্দতরঙ্গ পাঠিয়ে ইঁদুর তাড়ানো হচ্ছে।'' কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ইঁদুর না মেরে শুধুমাত্র শব্দতরঙ্গের সাহায্যে তাদের ওই সব এলাকা থেকে তা।।নো গেলেও বাকি জায়গায় তো তারা স্বমহিমায় থাকবে? এতে তো আখেরে কাজের কাজ কিছু হবে না?এ ব্যাপারে মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) তথা ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ বলেন, ' স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশ আছে, ইঁদুর মারা যাবে না। তবে তারা যাতে বংশবিস্তার না করে, সে জন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। রাস্তার ধারে যেখানে সেখানে খাবারের উচ্ছিষ্ট ফেলা যাবে না।'' শব্দতরঙ্গের মাধ্যমে পুরসভার ভিআইপি জোনে ইঁদুরের আনাগোনা ঠেকানো গেলেও পুরকর্মীরা প্রমাদ গুনছেন অন্য জায়গায়। তাঁদের এক জনের কথায়, ' চার জায়গায় বিশেষ যন্ত্র বসানো হয়েছে, সেখানে তো ইঁদুর যাচ্ছে না। কিন্তু এর ফল হয়েছে উল্টো। যাঁরা সাধারণ কর্মী, তাঁদের পায়ের নীচে বিপজ্জনক ভাবে তারা ঘোরাফেরা করছে।''

বছরের প্রথম দিনেই সুন্দরবনে হয়রানির শিকার পর্যটকরা

সুন্দরবন, ১ জানুয়ারিঃ সুন্দরবনের শতাধিক বোটের (জলযান) লাইসেন্স বাতিল হওয়ায় নতুন বছরের প্রথম দিনেই হয়রানির শিকার সুন্দরবনে আগত পর্যটকরা। এক হাজারের বেশি পর্যটক আটকে রয়েছে সুন্দরবনের পাখিরালয়, ঝড়খালি, কৈখালী সহ একাধিক পর্যটন কেন্দ্রে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সুন্দরবন ভ্রমণে আগত পর্যটকরা হেনস্থার শিকার হচ্ছেন সকাল থেকে। সুন্দরবন ট্যুরিস্ট বোট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এর তরফ থেকে সোমবার সকাল থেকে সমস্ত জলযান বন্ধ রাখা হয়েছে সু ন্দরবন ভ্রমণের অনুমতি পাওয়ার দাবিতে। এই ঘটনায় এদিন সকাল থেকেই হয়রানির শিকার হচ্ছেন পর্যটকরা।আন্দোলনকারীদের দাবি, জেলা পরিষদের তরফ থেকে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে এই বোট গুলিকে অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু সপ্তাহে দুদিন এই অনুমতি দেওয়া হয়। সুন্দরবনের ৮৫০ র বেশি বোট রয়েছে। কিন্তু এবার জেলা পরিষদের অফিসে সঠিক ভাবে অনুমতি না মেলায়.১০০ র বেশি বোট অনুমতি পায়নি। এই বোটগুলি জেলা পরিষদের অনুমতি না পাওয়ায়.বণ দফতর এদিন সকাল থেকেই সেগুলির ই টি এস অনলাইনে বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে এই বোট গুলিতে যে সমস্ত পর্যটকরা বেড়াতে এসেছেন তারা সুন্দরবন ভ্রমণের সুযোগ পাচ্ছেন না। তাই পর্যটকরা যারা নতুন বছরের প্রথম দিনে সুন্দরবন ভ্রমণে এসেছেন তারা যাতে সকলেই সুন্দরবন ভ্রমণের সুযোগ পান সেই দাবিতেই এই বিক্ষোভ করছেন আন্দোলনকারীরা।

দেশবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারিঃরাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দেশবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি সোমবার সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্ট করে দেশবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি দেশবাসীকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখতে বলেছেন।এক্স-এ পোস্ট করে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু লিখেছেন, সবাইকে নববর্ষের উষ্ণ শুভেচ্ছা! ২০২৪ সাল সবার জন্য সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনুক। আসুন অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য নতুন বছরকে স্বাগত জানাই।

জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াকে জন্মদিনে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি ঃবেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াকে সোমবার তাঁর জন্মদিনে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ।প্রধানমন্ত্রী অভিনন্দন বার্তায় দেশে বিমান পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য সিন্ধিয়ার প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ক্যাবিনেট মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী অভিনন্দন বার্তায় তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবন কামনা করেছেন।

বছরের প্রথম দিনে সস্তা বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি ঃ নতুন বছরের ২০২৪ সালের প্রথম দিনেই কমানো হয়েছে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম। বড় ধরনের স্বস্তি দিয়ে, সরকারি খাতের তেল এবং বিপণন সংস্থাগুলি ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ১.৫০ টাকা থেকে ৪.৫০ টাকা পর্যন্ত কমিয়েছে। সোমবার থেকে নতুন দর কার্যকর হয়েছে।ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড এর ওয়েবসাইট অনুসারে, এখন রাজধানী দিল্লিতে ১৯ কেজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ১.৫০ টাকা কমে ১৭৫৫.৫০ টাকা হয়েছে। মুম্বাইতে এর দাম ১.৫০ টাকা কমে ১৭০৮.৫০ টাকা হয়েছে। চেন্নাইতে এর দাম ৪.৫০ টাকা কমে ১৯২৪.৫০ টাকা হয়েছে। কলকাতায় এর দাম ৫০ পয়সা সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৬৯ টাকা হয়েছে।

কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শিবিরে আগুন, পুড়ে ছাই ৫০টিরও বেশি ঘর

কক্সবাজার, ১ জানুয়ারি ঃ বাংলাদেশের কক্সবাজারের উখিয়ায় রোহিঙ্গা শিবির ভয়াবহ আগুন লাগে। পুড়ে গিয়েছে কমপক্ষে ৫০টি অস্থায়ী ঘর ও ছাউনি। তবে দুর্ঘটনায় এখনও অবধি হতাহতের কোনও খবর নেই।রবিবার বর্ষশেষের রাতে আনন্দ-উদযাপনে যখন মুখর দুনিয়া, সেই সময়ই পুড়ে ছাড়খার হয়ে গেল রোহিঙ্গা শিবির। জানা গিয়েছে, শনিবার, ৩১ ডিসেম্বরের রাতে ভয়াবহ আগুন লাগে বাংলাদেশের কক্সবাজারের উখিয়ায়। রাত আড়াইটে নাগাদ রোহিঙ্গা শিবিরে আগুন লেগে যায়। নিমেষেই পুড়ে যায় একের পর এক বাড়ি। কগমপক্ষে ৫০টি বাড়ি পুড়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে এখনও অবধি হতাহত্রের কোনও খবর মেলেনি।উখিয়ার দমকল বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার গভীর রাতে আগুন লাগে শরনাথী শিবিরে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌছয় দমলের তিনটি ইঞ্জিন। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। কী করে আগুন লাগল, তা এখনও জানা যায়নি। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দিল্লিতে নতুন বছরের সকালের তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি ঃ নতুন বছরে দিল্লির তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। সোমবার দিল্লিবাসী একটি উষ্ণ নববর্ষের সকাল প্রত্যক্ষ করলো। রাজধানী দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রয়েছে ১০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা মরসুমের গড় তাপমাত্রা থেকে তিন ধাপ বেশি। ভারতের আবহাওয়া বিভাগ অনুসারে জানা গিয়েছে, দিল্লির প্রধান আবহাওয়া কেন্দ্র সফদারজং-এ দৃশ্যমানতা রয়েছে ৭০০ মিটার এবং পালামে দৃশ্যমানতা ১,২০০ মিটারে দাঁড়িয়েছে।ভারতীয় রেলওয়ের তরফ থেকে জানা গিয়েছে, কুয়াশার কারণে দিল্লিগামী ২১টি ট্রেন পাঁচ ঘণ্টা দেরিতে চলছে। সোমবার সকাল সাড়ে ৮টায় দিল্লি শহরের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল ৮৮ শতাংশ।

মাথায় গ্লাস, অ্যারাবিয়ান স্টেপে ' কুদু'-র ট্রেন্ডে সামিল হলেন রচনা ও!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃবলিউড, টলিউড, ওলিউড খ্যাত বাংলার মেয়ে রচনা ব্যানার্জী! বর্তমানে টলিউডের তিনিই দিদি নম্বর ওয়ান। ভাল অভিনয়ের দাপটে বারবার সকলের নজর কেড়েছেন, একের পর এক হিট ছবি দর্শকদের উপহার দিয়ে। বর্তমানে তিনি ব্যস্ত রয়েছেন ব্যক্তি জীবন নিয়ে, এর পাশাপাশি তাঁর জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো দিদি নম্বর ওয়ান ও রমরমিয়ে চলেছে। শত ব্যস্ততার মাঝে সময় পেলেই দিদি গা ভাসিয়ে থাকেন পার্টি ও সেলিব্রেশনে। বন্ধুদের সঙ্গে ছোট্ট ট্রিপ হোক কিংবা কোনও বিশেষ দিনের সেলিব্রেশন, রচনা সময় সুযোগ পেলেই এসবে যোগ দিয়ে থাকেন। রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার তেমনই এক পার্টিতে নজরে এলেন। জন্মদিনে সেলিব্রেশনের পর ঘরোয়া পার্টিতে মেতে ওঠেন নায়িকা, সেখানেই বছরের ট্রেন্ডিং গান জামাল কুদুতে মাথায় গ্লাস নিয়ে নাচতে শুরু করে দিলেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুই হাত খুলে ববি দেওয়ালের নকল ও করলেন হুবহু। ভিডিয়ো শেয়ার করলেন নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায়। যা দেখে সকলেই মুগ্ধ।প্রসঙ্গত, এখনও তিনি পাল্লা দিয়ে বিজ্ঞাপন করছেন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন, গান গাইছেন, দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন তিনি। রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় মানেই দর্শকের মুখে হাসি। সেই সেলেবই যখন এবার চেনা গানে পা মেলালেন, তা দেখেও বেশ খুশি হলেন নেটিজেনরা। ট্রেন্ডি সেলেব সব সময় নিজেকে আপডেট করে রেখেছেন। তার প্রমাণ মিলল আরও একবার।

মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন মাইকেল শুমাখার

পশ্চিম জার্মানি, ১ জানুয়ারিঃফর্মুলা ওয়ান রেসিংয়ের কিংবদন্তি মাইকেল শুমাখার খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছেন। প্রায় এক দশক তিনি জনসমক্ষে আসেননি। এই কিংবদন্তি ফর্মুলা ওয়ান তারকা এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে চলেছেন।বরফে ঢাকা পাহাড়ে স্কিয়িং করা ছিল তাঁর নেশা। আর সেই স্কিয়িং করতে গিয়েই মাথায.গুরুতরভাবে আঘাত পান শুমাখার। তারপর থেকেই কোমায় চলে যান তিনি। তারপর২০১৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত শুমাখারকে ' মেডিক্যালি ইনডিউশড কোমাতে' রাখা

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২জানুয়ারি ঃমঙ্গলবার, ১৬পৌষ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২জানুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৬পৌষ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৬পৌষ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ১৬পৌষ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি সোমবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২১মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার রসিক আত্মীয়স্বজন আপনার দুশ্চিন্তা দূর করবে আর আপনাকে কাঙ্খিত মুক্তির স্বাদ দেবে। এরকম আত্মীয় থাকার জন্য আপনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবেন।শুভদিন **বৃষভ রাশিঃ**কোন শারীরিক যন্ত্রণায় ভোগা আজ প্রবলভাবে সম্ভাব্য। সংসারে শান্তি হবেই। **মিথুন রাশিঃ**একটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। যারা শেয়ার বাজারে তাদের অর্থ বিনিয়োগ **কর্কট রাশিঃ**বিশেষ করে খোলা খাবার খাওয়ার সময় বিশেষ সাবধানতা নেওয়া উচিত। **সিংহরাশিঃ**আপনার নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে। অর্থ সাশ্রয়ের আপনার প্রচেষ্টা আজ ব্যর্থ হতে পারে। যদিও আপনাকে এটি নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। **কন্যারাশিঃ**মেজাজের গোলমাল একটি বিতর্ক এবং বোঝাপড়ার দিকে এগোতে পারে। কোন দীর্ঘ- **তুলারাশিঃ**আপনার মানসিক স্বাস্হ্য রক্ষা করুন যা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বশর্ত।সংসারে শান্ত। **ধনু রাশিঃ** আপনার অকপট এবং নির্ভীক মতামত আপনার বন্ধুর অহংকারে আঘাত করতে পারে। যে কারও কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন তাদের যে কোনও পরিস্থিতিতে ঋণ পরিশোধ করতে হতে পারে। সংসারে শান্তি হবে। **মকর রাশিঃ**আপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার স্বাস্থ্যের পুনরায় উন্নতির জন্য সেরা দিন। আজও কাউকে অর্থ ঋণ দেওয়ার চেষ্টা করবেন না এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে সেই সময়কাল সম্পর্কে তিনি লিখিতভাবে এটি গ্রহণ করবেন যে সে কী পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করবে। **মীন রাশিঃ** নিরাপত্তাহীনতাঅস্থিতিশীলতার অনুভূতি বিহ্বলতার সৃষ্টি করতে পারে। দিনের শেষ ভাগে আর্থিক উন্নত হবে। কোন শিশুর স্বাস্হ্য কিছু উদ্বেগের সৃষ্টি করতে পারে। আপনার সঙ্গীর সাথে বাইরে যাওয়ার সময় যথাযথভাবে আচরণ করুন। আপনার

পুরনোদের অভিজ্ঞতা এবং নতুনদের লড়াই দুটোই আমাদের প্রয়োজন ঃ অরূপ রায়

শ্রেয়া াাদক, হাওড়া, ১ জানুয়ারিঃ দলে পুরনোদের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। ওল্ড ইস গোল্ড, যেটা আমরা বলি। কিন্তু নতুনদেরও প্রয়োজন আছে। বললেন অরূপ রায়। সোমবার ১লা জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে হাওড়ায় দলের সদর কার্য্যালয়ে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে এসে মন্ত্রী অরূপ রায় ওই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, অন্তর্কলহ আমাদের মধ্যে কিছু নেই। আমাদের সকল দলের কর্মীরা সকলেই উপস্থিত আছেন। এদিন প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। ওল্ড ইজ গোল্ড। দলে পুরনোদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু নতুনদেরও প্রয়োজন আছে। নিয়ম অনুযায়ী যেমন পুরনোদের অভিজ্ঞতা এবং নতুনদের লড়াই দুটোই আমাদের প্রয়োজন। এই দুটোকেই সামনে রেখে আগামী দিনে আমরা এগিয়ে যাব।দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে চলব। পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও দীর্ঘদিন আমাদের দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমরা যেন এইভাবেই সকলকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করে যাই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সহকর্মীদের এটাই অনুরোধ করব। নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, সকলের জন্য কাজ করা সেই লক্ষ্যে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এগিয়ে চলব। অন্যদিকে, অন্য এক অনুষ্ঠানে এদিন তৃণমূল নেতা

শৈলেশ রাই এর উদ্যোগে হাওড়া ময়দানে পুরনিগমের সাফাই কর্মীদের হাতে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। এদিন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প সম্বলিত একটি প্রচার পুস্তিকার প্রকাশ করা হয়। এই প্রচার পুস্তিকা নিয়ে হাওড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি সুরজিত সাহা জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে ৭১টা প্রকল্প আছে তা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে লাগে। সেই প্রকল্পের ব্যাপারে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তখন সেই ব্যাপারে কিছু বলতে পারা যায়না, না হয় পোর্টাল দেখতে হয়। এটাকে পকেট বুকের মতো করা হয়েছে। দলের কর্মীদের কখনও কোনও সময় প্রকল্প জানার প্রয়োজন হয় তখন সেই পকেট বুক দেখে সঠিক তথ্য জানাতে পারবে। এতে সকলের সুবিধা হবে।

বর্ষবরণের রাতে কসবায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারি ঃ বর্ষবরণের রাতে কসবা থানা এলাকায়. ভয়াবহ দুর্ঘটনা , একটি বিলাসবহুল গাড়ির সঙ্গে একটি বাইকের দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনার জুড়ে এক তরুণ এবং এক তরুণী আহত হয়েছে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্র মারফত খবর বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালানোর জেরে এই দুর্ঘটনা ঘটে , ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত চালাচ্ছে কসবা থানার পুলিশ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় রুবি জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ২ জনকে। দুজনেরই মাথায় গুরুতর আঘাত রয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বাইক ও গাড়ি সিগন্যাল ভেঙে এগোচ্ছিল।

বছরের প্রথম দিনে কলকাতায় ভিড়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারি ঃ আরও একটা নতুন বছর। সমস্ত খারাপের অবসান হয়ে নতুন এর শুভ সূচনা। বছরের প্রথম দিনে কলকাতার প্রায় সমস্ত দর্শনীয় স্থানে উপচে পড়া ভিড়। আলিপুর চিড়িয়াখানায়ও সকাল থেকে ভিড় পর্যটকদের। সকাল সাড়ে ৮টার সময় চিড়িয়াখানার গেট খুলে গিয়েছে আজ। ৩১ডিসেম্বরে প্রায় ৭১ হাজার মানুষের সমাগম হয়েছিল চিড়িয়াখানায়, এমনটাই আলিপুর চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ সূত্রের খবর।

আমতার মেলাই চন্ডী মন্দির প্রাঙ্গণে পালিত হল ৫৪ তম কল্পতর উৎসব

বাপ্পাদিত্য ঘোষাল, আমতা, ১ জানুয়ারি ঃ কল্পতরু উৎসবের মধ্যে দিয়ে আমতার ৫১ সতী পিটের চক্রবর্তী নামের এক সাধক দেবীর স্বপ্নাদৃষ্ট হয়ে দামোদর নদ পার হয়ে একটি শিলাখণ্ড পড়ে থাকতে দেখেন। দেবীর স্বপ্ন পেয়ে.বর্তমান মঃিদরটি নির্মাণ করেন। বর্তমানে এই মঃিদরে মায়ের প্রতিষ্ঠা দিবস বুদ্ধ পূর্ণিমা থেকে

অন্যতম মেলাই চন্ডী মন্দিরের সুপ্রাচীন ইতিহাস সামনে এল। সোমবার আমতা কালী কীর্তন সংগীত সমাজের উদ্যোগে এবং কল্পতরু উসব কমিটির ব্যবস্থাপনায় আমতার মেলাই চন্ডী মন্দির প্রাঙ্গণে পালিত হল ৫৪ তম কল্পতর উৎসব। মঙ্গলবার পর্যন্ত চলবে এই উৎসব। উল্লেখ্য, বহু শতাব্দী পূর্বে অসমের জয়ন্তী খাসিয়া পাহাড় থেকে সতীর হাঁটুর মালাইচাকি নদীবাহিত হয়ে আমতায় এসে পড়ে। তখন জটাধারী তিনি সেই শিলাখন্ডটিকেই দেবী মেলাই চন্ডী রূপে পুজো শুরু করেন। তখন প্রতিদিন তিনি কুমিরের পিঠে চেপে দেবী মেলাই চন্ডীকে পুজো করতে যেতেন পরে তিনি পুনরায় দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে ওই প্রস্তরখণ্ডটিকে নিজের কাছে এনে পুজো শুরু করেন। আরও পরে একজন ব্যবসাদার দামোদর দিয়ে নুনের ব্যবসা করতে যাওয়ার সময় তাঁর তরী ডুবে যায়। তিনি অল্পের জন্য রক্ষা পান। তিনিও শুরু করে কল্পতরু উৎসব, দুর্গাপুজো, কালীপুজো, দোলযাত্রা, রাস পূর্ণিমা ইত্যাদি পালিত হয়। উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে স্বপন চক্রবর্তী জানান, রবিবার থেকেই অগণিত ভক্তের সমাগম ঘটে। শুধুমাত্র সোমবারই সকাল থেকে অন্ততপক্ষে ৩০ হাজার মানুষের সমাগম ঘটেছে। তিন দিনের এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বস্ত্র বিতরণ, পুজো পাঠ, ভক্তি সঙ্গীত, ভক্তিমূলক নাটক ইত্যাদি পরিবেশিত হয়।

শ্রীরামপুরের ওয়েলিংটন জুটমিলে ভয়াবহ আগুন

দুরন্ত বার্তা, শ্রীরামপুর, ১ জানুয়ারি ঃ শ্রীরামপুরের ওয়েলিংটন জুটমিলের হান্ড্রেড ইউনিটে ভয়াবহ আগুন লাগে। নতুন বছরের প্রথম দিনই এমন বিধ্বংসী আগুনে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ। যেভাবে দাউ দাউ করে ইউনিটটি জ্বলছে, তাতে আগুন চারপাশে ছড়িয়ে পড়ার ভয় পাচ্ছেন স্থানীয় লোকজন। এই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলের ৮টি ইঞ্জিন কাজ করছে। পাট থেকে সুতো তৈরি করা হয় ওয়েলিংটন জুটমিলের এই হান্ড্রেড ইউনিটে। শ্রমিকরা জানান, সোমবার প্রথমে একটি মেশিনে আগুন লেগে যায়। যেহেতু জুটমিল, প্রচুর দাহ্য বস্তু রাখা এখানে। ফলে মুহূর্তে বিধ্বংসী চেহারা নেয় আগুন। ছড়িয়ে পড়ে তা। এদিকে সেই সময় ওই ইউনিটে অনেক শ্রমিক কাজ করছিলেন। আগুন দেখে কোনোরকমে বেরিয়ে আসেন সকলে। প্রথমে দমকলের চারটি ইঞ্জিন আসে। তবে দমকল এলেও আগুন নেভাতে সমস্যায় পরতে হয়। জলের অভাবে সমস্যা তৈরি হয়। এদিকে আগুন দ্রুত ছায়িে পরায় নিয়ন্ত্রণ করতেও বেগ পেতে হয়। এরপর একে একে ইঞ্জিন বাড়ানো হয়। দমকলের ৮টি ইঞ্জিন কাজ করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে। এক কর্মী বলেন, আমিও ডিউটিতে ছিলাম। হঠাৎ একটা মেশিনে দেখি আগুন লেগে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দমকলের লোক আসে। তবে ওদের জল ছিল না। সে কারণেই আগুন ধেয়ে আসে একেবারে। প্রায় ৩০০-৩৫০ কর্মী কাজ করছিলেন। তাঁরা বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। তবে চট, সুতো সব জ্বলে গিয়েছে। মিল আর চলবে না, সব শেষ।

বর্ষবরণের রাতে বেপরোয়া গতির পরিণতি!

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১ জানুয়ারি ঃ পুলিশ ও স্থানীয়.সূত্রের খবর রবিবার রাত তিনটে নাগাদ কোন্নগরের দিক থেকে কলকাতার দিকে একটি থন্ত্বত্ত গাড়ি বেপরোয়া গতিতে আসছিল সেই সময় দোলতলা ঘাটের সামনে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারায়,এরপর কিছুটা এগিয়ে বেপরোয়া গতিতে উল্টো দিকের একটি গাছ এ ধাক্কা মারে এবং সোজা সামনের বাড়ির পাঁচিল ভেঙে বাড়িতে ঢুকে পড়ে। স্থানীয়রা জানান বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে যায় এবং গাড়ির মধ্যে থেকে যুবকরা চিৎকার করতে থাকে। স্থানীয় এক প্রত্যক্ষদর্শি জানান গাড়ির কাঁচ ভেঙে চালককে উদ্ধার করা হয়। যখন গাড়ির দরজা খোলা হয় সেই সময় তিনি লক্ষ করেন গাড়ির মধ্যে দিয়ে গাঁজার গন্ধ বের হচ্ছে,গাড়ির মধ্যে মদ্যপান চলছিল। এরপর কিছু ক্ষণের মধ্যেই পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়, ততক্ষণে বাকিরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ ওই গাড়িটিকে থানায় নিয়ে যায়। স্থানীয়রা জানান এই ঘটনায় কোনো প্রাণহানি না হলেও জে কোনো বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারতো,পাশেই একটি আবাসন, ও একাধিক দোকান। তারা জানান পুলিশ প্রশাসনের উচিত রাতের শহরে আরও নাকা ও চেকিং বাড়ানো, তাহলেই রাতের শহরে মদ্যপান করে বেপরোয়া যান চলাচল কমবে।

তৃণমূল কংগ্রেসের ২৭তম বর্ষ প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হল বেহালা ১৪ নং বাস স্ট্যান্ড সহ বেহালা পুরাতন বাজারের সম্মুখে, দক্ষিণ কলকাতা স্টেট হকার অ্যাসোসিয়েশনের বেদী ও ফলকের আবোরণ উন্মোচন করলেন আইইএনটিটিইউসি-র সভাপতি তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ তথা ১৩০ নং ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি অভিজিৎ মুখার্জি। উপস্থিত ছিলেন তাপস তরফদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

রেল লাইনে ফাটল, হাওড়া ব্যান্ডেল শাখায় ট্রেন চলাচলে বিপত্তি

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১ জানুয়ারি ঃ বছরের প্রথম দিনেই রেল লাইনে ফাটল। যার জেরে সোমবার সকালে হাওড়া ব্যান্ডেল শাখায় ট্রেন চলাচলে বিপত্তি। এদিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ শেওড়াফুলি স্টেশনের কাছে ছাতুগঞ্জ ময়লাপোতা সংলগ্ন এলাকায় ছ'নম্বর লাইনে পেট্রোলিংয়ের সময় ফাটল দেখতে পান রেল কর্মীরা। ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ডাউন লাইনে শেওড়াফুলি স্টেশনে বেশ কয়েকটি ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ে। রিভার্স লাইন দিয়ে ধীর গতিতে ট্রেন চালু থাকে। ইতিমধ্যেই রেলের ইঞ্জিনিয়ার কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। লাইন মেরামতি চলছে। ফাটল ধরা রেলের পাত বদল করার কাজ শুরু হয়েছে। তবে ঘটনার জেরে ওই লাইনে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে। বছরের প্রথম দিন সকালেই এই ভাবে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটায় সমস্যায় যাত্রীরা। রেল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, দ্রুত মেরামতির চেষ্টা চলছে। ট্রেন চলাচল তাড়াতাড়িই স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আপাতত হাওড়াগামী ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একাধিক ট্রেন দেরিতে

নববর্ষে হাওয়া বদলের পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের, বৃষ্টির পূর্বাভাস একাধিক জলায়

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ১ জানুয়ারি ঃ নববর্ষে হাওয়া বদলের পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বাংলার উপর দিয়ে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা বয়ে যাওয়ার কারণে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। পাশাপাশি সিকিমে বৃষ্টি ও তুষারপাতের কারণে দার্জিলিঙের উঁচু পার্বত্য এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনা বেশি। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা দার্জিলিঙে। উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বছরের প্রথম দিনেই দেখা মিলেছে ঘন কুয়াশার। যদিও রোদ না ওঠা এবং কুয়াশা আচ্ছন্নতার জেরে ঠান্ডা অনুভূত হলেও পারদ পতন তেমন কিছু হয়নি। কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রয়েছে ১৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি। আগামী কয়েক দিনেও তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্য কমার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। হাওয়া অফিস সূত্রে জানা যাচ্ছে, আরব সাগরে শক্তি বাড়াচ্ছে একটি নিম্নচাপ । বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগর উপকূলে ঘূর্ণাবর্ত। দক্ষিণ পূর্ব আরব সাগরে নিম্নচাপ আগামী ৪৮ ঘঃটায় সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে। এর অভিমুখ হবে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক। বাংলাদেশ ও সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের জন্য অবশ্য তেমন

সুখবর নেই। নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহেই বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে বৃহস্পতি ও শুক্রবার হালকা বৃষ্টি হতে পারে। ঘন কুয়াশার দাপট পশ্চিমের জেলাগুলিতে। তবে কুয়াশা কেটে গেলে মূলত পরিষ্কার আকাশ থাকবে। আগামী দু-তিন দিন ঘন কুয়াশা থাকবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায়। উত্তরবঙ্গের বহু জেলায় রয়েছে ঠান্ডার দাপট। শৈলশহর দার্জিলিংয়ে রয়েছে তুষারপাতের পূর্বাভাস। এদিকে, উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জায়গার পাশাপাশি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে বাংলার বহু জায়গায়। সোমবারের আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, দার্জিলিং এ হালকা বৃষ্টি কিম্বা তুষারপাত হতে পারে। একইসঙ্গে বৃষ্টি হতে পারে কালিম্পংএ। চলতি সপ্তাহে ৪ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার থেকে আবহাওয়া এমনই থাকবে বলে খবর। আগামি ৫ দিন উত্তরের জেলায় সেভাবে পরিবর্তন হবে না আবহাওয়ার। উত্তরের বাকি জেলার আবহাওয়া শুকনো থাকবে।

হাওড়ায় বাস-ট্যাঙ্কার সংঘর্ষ, আহত বেশ কয়েকজন যাত্রী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১ জানুয়ারি ঃ ইংরেজি বছরের প্রথম দিনেই দুর্ঘটনা হাওড়ায়। আন্দুল থেকে হাওড়া আসার পথে যাত্রীবোঝাই বাসের সাথে অয়েল ট্যাঙ্কারের সংঘর্ষে আহত হন বেশ কয়েকজন। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে। হাওড়াগামী বাস যখন আন্দুল রোড ও দ্বিতীয় হুগলি সেতুর অ্যাপ্রোচ ব্রিজে উঠছিল সেই সময় উল্টোদিক থেকে আসা নিয়ন্ত্রণহীন একটি অয়েল ট্যাঙ্কার ধাক্কা মারে বাসে। দুর্ঘটনায় আহতদের নিয়ে আসা হয় হাওড়া জেলা হাসপাতালে। আহতদের মধ্যে অনেকের আঘাত গুরুতর বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাসের এক যাত্রী হরি দাস বলেন, চুনাভাটি হাওড়া বাসের মধ্যে ছিলাম। ব্রিজের ঢালের উপর থেকে একটা ট্যাঙ্কার আসছিল। বাসটা ওপর দিকে উঠছিল। এমনিই ঢাল দিয়ে ট্যাঙ্কার নামছিল। তখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসে ধাক্কা মারে ট্যাঙ্কারটি। এই দুর্ঘটনায় একটা বাচ্ছা সহ ৪-৫ জনের আঘাত গুরুতর। তাঁদের পাঠানো হয়েছে হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার আন্দুলের নারায়ণা হাসপাতালের কাছে। বাসের প্রায় ১৫ জন যাত্রী জখম হন। রেহানা খাতুন নামের আরেক যাত্রী বলেন, যে বাসে ছিলাম সেই বাসে একটি ট্যাঙ্কার ধাক্কা মারে। বাসের ভেতর পড়ে যাই। দুর্ঘটনায় জখম হন প্রায় ১০-১২ জন যাত্রী। এই দুর্ঘটনার জন্য গাড়ির চালক দায়ী। গাড়ির চালক পলাতক। আমরা অফিসের কাজে যাচ্ছিলাম।

বছরের প্রথম দিনে অগণিত ভক্ত দর্শনার্থীর ঢল বেলুড় মঠে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারি ঃ বছরের প্রথম দিনে সোমবার অগণিত ভক্ত দর্শনার্থীর ঢল নামলো বেলুড় মঠে। ইংরেজি নববর্ষের পয়লা জানুয়ারির সকাল থেকেই বেলুড় মঠে ভক্ত সমাগম হয়। কাশীপুর উদ্যানবাটি ও দক্ষিণেশ্বরের মতো বেলুড় মঠেও এদিন মানুষের ভীড় লক্ষ্য করা যায় সকাল থেকেই। দূরদূরান্ত থেকে ভক্ত ও দর্শনার্থীরা আসেন। একে কল্পতরু উৎসব একই সঙ্গে নতুন বছরের প্রথম দিনের ছুটি উপভোগ, দুয়ে মিলে জমজমাট ছিল বেলুড় মঠ। ১৮৮৬ সালের এই দিনেই কল্পতরু হয়েছিলেন ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে এদিন বেলুড় মঠেও বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়। এদিন বেলুড় মঠে আসা এক দর্শনার্থী বলেন, আজ বছরের প্রথম দিন। ভীষণ ভাল লাগছে। সবাই ভাল থাকুক। সবাই যেন বিপদমুক্ত থাকে। সারা বছর ভাল কাটুক, ঠাকুরের কাছে এই কামনা করি। আরেক দর্শনার্থী বলেন, আজকে বছরের প্রথম দিন। এই দিনটিতে বছরের অন্য অনুভুতি। এখান থেকে প্রসাদ নেওয়ার ইচ্ছে আছে। এতদিন পর এখানে আসা একটা অনুভবের বিষয়। বলে বোঝানো যাবেনা।

ছাত্র ছাত্রীদের মেধা বিকাশের সুযোগ করে দিতে হাবড়ায় দাবা একাডেমী

আশিস কুমার ঘোষ, হাবরা, ১ জানুয়ারি ঃ হিজলপুকুরিয়া দিগন্ত ওয়েলফেয়ার সোসাইটি হিজলপুকুরিয়া জন জাগরনী মঞ্চে সূচনা করলো দিগন্ত চেস্ একাডেমী র। স্থানীয় কাউন্সিলর অশোক সাহা এই একাডেমীর উদ্বোধন করেন। সংস্থার সাম্পাদক সঞ্জীব হালদার জানান সমাজের পিছিয়ে পড়া শিশুদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে এই সংস্থা ইতিমধ্যে ফুটবল ও ক্রিকেট কোচিং সেন্টার চালু করেছে। এবার দাবা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ছোট ছোট ছাত্র ছাত্রীদের মেধা বিকাশের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এই একাডেমী খোলা হলো।

নববর্ষের সকালে জয়নগরে মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনায় মৃত ১,আহত ২,গ্রেফতার ঘাতক গাড়ির চালক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,১ জানুয়ারি ঃ নববর্ষের সকালে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১,আহত ২ জয়নগরে। গ্রেফতার গাড়ির চালক। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠালো পুলিশ। জয়নগর থানার পদ্মেরহাটে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মোটর সাইকেল আরোহীর। আহত দুজনকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। মৃত মোটর সাইকেল আরোহী হলেন সিরাজুল মন্ডল(৩৩) ,বাড়ি বকুলতলা থানার উত্তরপদুয়ার ঘোষালের চক এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর এদিন সকালে মোটর সাইকেলে চেপে তিন জন উত্তর পদুয়ার ঘোষালের চক থেকে বারুইপুরের আমতলা যাওয়ার সময় জয়নগর থানার পদ্মেরহাট এলাকায় মোটর সাইকেলের সঙ্গে ট্রাকের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মারা যায় সিরাজুল মন্ডল।স্থানীয় লোকজন অন্য দুই আহত ব্যক্তি কে উদ্ধার করে পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে আহতদের অবস্থার

অবনতি হওয়ায় কলকাতা স্থানান্তরিত করা হয়। আর এই ঘটনার পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে জয়নগর থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে। আর এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ঘাতক গাড়ির চালক শ্যামবিহারী পন্ডিতকে পুলিশ গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতের বাড়ি কলকাতার একবালপুর থানা এলাকায়। ধৃতকে এদিন জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। কি ভাবে এই ঘটনা ঘটলো তাঁর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আর এই ঘটনায় মৃতের পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের বর্ষপূর্তি দৌড় হয়ে গেল পয়লা জানুয়ারি

১জানুয়ারি ঃ সোমবার পয়লা জানুয়ারি ২২৩০১ আপ এবং ২২৩০২ ডাউন হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি - হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের নিয়মিত পরিষেবার এক বছর পূর্ণ হলো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ-গতির এই ট্রেন সংযোগের শুভ উদ্বোধন করেছিলেন এবং গত বছর পয়লা জানুয়ারি থেকে ট্রেনটি তার নিয়মিত পরিষেবা শুরু করেছিল। নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি এবং কলকাতার মধ্যে চলাচলকারী পর্যটক এবং যাত্রীদের মধ্যে ট্রেনটি

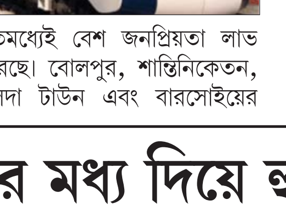

ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বোলপুর, শান্তিনিকেতন, মালদা টাউন এবং বারসোইয়ের মতো স্টেশনগুলির যাত্রীরাও দ্রুত রেল পরিবহন সংযোগের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের সাথে যুক্ত হওয়া এই উচ্চ-গতির ট্রেন দ্বারা বর্তমানে উপকৃত হচ্ছেন। এদিন হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি - হাওড়া বঃেদ ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের স্মারক হিসেবে প্রথম বার্ষিকী পালিত হয়। এই স্মারক যাত্রায় ভ্রমণকারী যাত্রীদের উষ্ণ স্বাগত জানানোর মাধ্যমে এদিন হাওড়া স্টেশনে বর্ণাঢ্যভাবে উদযাপন করা হয়।

ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণদেবের কল্পতুরু লীলাভূমি কাশীপুর উদ্যানবাটিতে আজ কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে বহু ভক্তের সমাগম হয়। সকাল থেকেই বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে মেতে উঠেছেন ভক্তেরা। আগামী তেশরা জানুয়ারি পর্যন্ত এই উৎসব চলবে বলে জানা যায় । অধ্যক্ষ স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ সকলকে তার আশীর্বাণী জানান এবং নতুন বছর সকলের ভালো কাটুক এই প্রার্থনা করেন। দক্ষিণেশ্বর ও আদ্যাপীঠ মন্দিরে ও কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে প্রচুর ভক্তের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। ছবি সুবল সাহা।

বসিরহাটে মহকুমার বাংলাদেশ সীমান্তের টাকি বরাবরই পর্যটকদের কাছে নতুন ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা, টাকী, ১ জানুয়ারি ঃ বসিরহাটে মহকুমার বাংলাদেশ সীমান্তের টাকি বরাবরই পর্যটকদের কাছে নতুন ডেস্টিনেশন। ভিন রাজ্য ছাড়িয়ে বিদেশের পর্যটকরাও সীমান্ত পারে এসে ভিড় জমান। কারণ ইছামতি নদীর ওপার বাংলা নিজে চোখে চাক্ষুষ করে দেখে নেওয়া আলাদা অনুভূতি রয়েছে। তই নতুন বছরের ১লা জানুয়ারি সকাল থেকে পর্যটকদের ভিড় জমিয়েছে ইছামতি পারে।, একদিকে নদীতে নৌকাবিহার সেখান থেকে তিন নদীর মোহনায় মাছরাঙ্গা দ্বীপ, মিনি সুন্দরবন তারপর জমিদার বাড়ি গুলোকে দেখে নিয়ে প্রাচিন সংস্কৃতি ঐতিহ্য একবার স্মৃতি উৎসকে দিচ্ছে পর্যটকদের কাছে। সকাল থেকে দেদার হুল্লোর জমিয়ে এক জায়গায় বসে খাওয়া দাওয়া নাচ-গান নতুন বছরকে সেলিব্রেট করছে।, আট থেকে আশি তাই ইছামতি পাড়ের পর্যটকদের ঢল নেমেছে ওপার বাংলার

ছবিটা মোবাইল ফোনের সেলফি ক্যামেরা বন্দি করে রাখতে চাইছে ভ্রমণপিপাসু মানুষেরা। পাশাপাশি সীমান্ত সুরক্ষার নজরদারি একেবারে কঠোর করা হয়েছে সেই সঙ্গে জেলা প্রশাসন রাজবাড়ীর ঘাট থেকে ঘোষ বাড়ির ঘাট সৈয়দপুর সব ঘাট গুলোকে আলাদা সতর্কতা নিয়ে। বেষ্টনীতে রেখেছে নতুন বছরে। দুর্ঘটনা এড়াতে সব রকম প্রস্তুতি নিয়েছে পুলিশ প্রশাসন পাশাপাশি জন সীমান্ত অতিক্রম করে ওপার বাংলায় যাতে না যেতে পারে তার জন্য কঠোর নিরাপত্তায বিএসএফ ও বিজিবি ইছামতি নদীর মাছ বরাবর টহলা শুরু করেছে, তই আজকে ২০২৪ এর নতুন বছরের নতুন সোমবারের ফেস্টি মুডে রয়েছে গোটা বাংলা।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হুগলি জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায, শিয়াখালা, হুগলি,১ জানুয়ারি ঃ সারা রাজ্যের সঙ্গে হুগলি জেলার বিভিন্ন জাযগায.নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেসের ২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে হুগলির তারকেশ্বরের ফলপট্টি তৃণমূল হকার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে পতাকা

উত্তোলন করা হয.এতে নেতৃত্ব দেন শ্রমিক সংগঠনের অন্যতম নেতৃত্ব উত্তম কুন্ডু। এদের অন্যতম কর্মসূচি হল প্রায় দুই হাজার মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ। অন্যদিকে চন্ডীতলা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগ ২৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে বিভিন্ন কর্মসূচিও পালিত হয়। এর মধ্যে শিয়াখালা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পতাকা উত্তোলনের সাথে সাথে এলাকার বিভিন্ন নার্সিংহোমের রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিয়াখালা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সূর্যকান্ত ঘোষাল, জেলা পরিষদের সদস্যা শুভ্রা ঘোষ সহ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীবৃন্দ। হুগলির আরামবাগে ও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়াও হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস জয় হিন্দ বাহিনীর উদ্যোগে তৃণমূল কংগ্রেসের ২৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে পতাকা উত্তোলনের পর হরিপাল গ্রামীণ হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করা হয় ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না হরিপাল ব্লক জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি স্বরূপ মিত্র হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ পাঠক, হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী সহ তৃণমূলের নেতৃবৃন্দ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৩৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৬ পৌষ ১৪৩০

মোদিকে হিটলারের সঙ্গে তুলনা

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদিকে হিটলারের সঙ্গে তুলনা করলেন সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং সুখেন্দু শেখর রায়। রাজ্যসভার তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরা বলতে শুরু করে দিয়েছেনন যে ১৪৬ জন সাংসদকে বহিস্কার করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি প্রমাণ করতে চাইছেন তিনি একমাত্র শক্তি। আর দ্বিতীয় কোনও শক্তি ভারতে নেই। প্রধানমন্ত্রী মোদি যেভাবে একেবর পর দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে শুরু করে দিয়েছেন তাতে মনে হচ্ছে যে একনা, কতন্ত্র সরকার চলছে ভারতে। প্রায় দেড় দেড় বছর আগে আগে কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা সুবোধকান্ত সহায় বলেছিলেন যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পরিণতি হবে অডল্ফ হিটলারের মতো। তবে সুখেন্দু শেখর রায় সরাসরি মোদিকে হিটলারের সঙ্গে তুলনা করেননি বটে। তিনি তবে তিনি বলেছেন যে যখন আমাদের দেশে জনমানসে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তখনই অনেকে তুঘলকি এবং হিটলারি রাজত্ব চলে আসে।। তার ফলে কারোর কোনও কথা বলার বা শব্দ করার উপায় থাকে না। হিটলার জার্মান দেশে রাজ সরকার সময়ে বিরোধী দলের নেতাদের কোনও কথা বলার অধিকার দিতেন না। তিনি যা বলতেন সবাইকে তা মেনে চলতে হতো। তার ফলে জার্মান দেশের মধ্যে হিটলারের একটি বিশাল বিরোধী গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গিয়েছিল তা হিটলার বুঝতে পারেননি বা বোঝার চেষ্টা করেননি। তার ফলে জার্মান সেই সময়ে সমস্ত দেশের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হতে শুরু করে দিয়েছিল। জাপান এবং জার্মান এক হয়ে সারা বিশ্বকে অধিকার করার যে পরিকল্পনা তৈরি করেছিল তাতে বিপদের কারণ হয়ে দেখতে পাওয়া গেল। সংসদে বিল পাশ করা হচ্ছে। কিন্তু তা নিয়ে কোনও আলোচনা করা হচ্ছে না। কৃষি আইন তো সেই রকম একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। তিন কৃষি বিল নিয়ে সংসদের মধ্যে কোনও আলোচনা করা হয়নি। বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে কৃষি বিল নিয়ে কোনও বৈঠক করা হয়নি। কৃষি বিলের সংশোধন নিয়ে বিশাল করে যে আলোচনা করার পরিসর তৈরি করা হয়েছিল তাও সরকার একেবারে এড়িয়ে চলতে শুরু করে। তার ফলে একটি সময়ে দেখতে পাওয়া গেল যে তিন কৃষি বিল আইনী পাশ করা হলে তাকে কার্যকর করা যাচ্ছে না। কৃষি আইনকে প্রত্যাহার করতে হয়েছে সরকারকে। এটা মোদি সরকারের সবচেয়ে বড় ধরনের আঘাত বলা যেতে পারে। এর থেকেই বিজেপি দলের কোনও শিক্ষা হয়নি বলে বিরোধী দলের নেতারা মত প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। সরকার যদি জনগণ বা জনসাধারণের মতকে প্রতিষ্ঠান না করতে পারে এবং তাদের যদি কোনও ইচ্ছা পূরণ না করতে পারে তাহলে কেন নির্বাচন করা। নির্বাচন ব্যবস্থা তুলে দিয়ে সরাসরি মন্ত্রীসভা গঠন করলে তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় বলে বিরোধী দলের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। এদিকে ডেরেক বর্ণ ব্যবহার করে মোদি সরকারের বিপর্যয় দেখিয়েছেন। ইংরেজির ছাব্বিশটি বর্ণমালার মধ্যে তিনি জোর দিয়েছেন এফ (ফ্যাসজিম), আই (মুদ্রাস্ফীতি), জে (জুমলা), এম (মনিপুর), ও ভি (ভ্যাকেন্সি)। এ থেকে জেড পর্যন্ত এটা দাঁড়াচ্ছে বলে ডেরেক উল্লেখ করেন। এদিকে মোদির সঙ্গে রাজনীতিতে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠছে না বিরোধী দলের নেতারা। তারা এখন মোদির ফাঁক ফোকড় খোঁজার চেষ্টা করতে শুরু কর দিয়েছে বলে বিজেপি দলের নেতারা বলতে শুরু করেছেন। বিজেপি দলকে এত সহজে পরাস্ত করা সম্ভব হবে না। দেশের জনগণ সবাইকে একবার করে সরকার গড়ার সুযোগ দিয়েছিল। তারা সেই সময়ে তার অপব্যবহার করেছে। তার ফলে আজকে কংগ্রেস দলকে ভুগতে হচ্ছে। কংগ্রেস দল আর কোনও দিন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। বিজেপি সরকার এখন জনমুখী প্রকল্প রচনা করতে শুরু করে দিয়েছে। আগামি দিনে বিজেপি সরকার জনমুখী বাজেট তৈরি করবে বলে বিজেপি দলের নেতারা আশা প্রকাশ করে থাকেন। সংখ্যালঘু মহিলাদের নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে বিজেপি দল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। সমাজে উচ্চ শ্রেণিদের হাত থেকে অন্ত্যজ শ্রেণি রক্ষা করতে তাদেরকে আর্থিক দিক দিয়ে বলশালী করার পথ ধরেএগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি দলের নেতারা। এদিকে ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে একজন জনজাতির মহিলাকে বসিয়ে বিজেপি দল সব রাজনৈতিক দলের কৌশলকে পরাস্ত করেছে। আগামি লোসভার নির্বাচনে বিরোধী দলের সব কৌশলকে ভোঁতা করে দিয়ে বিজেপি দল আবার ক্ষমতায় ফিরে আসবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

জঙ্গি রাষ্ট্র পাকিস্তান

রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্তানকে জঙ্গি রাষ্ট্র ঘোষণা দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে সায় ছিল আমেরিকার। আমেরিকা বারবার পাকিস্তানকে সতর্ক করে দিয়েছিল জঙ্গিদের কার্যকলাপ দমন করার জন্য। কিন্তু পাকিস্তান সেটা করতে পারেনি। উপরন্তু দেখতে পাওয়া গিয়েছিল আমেরিকার আর্থিক সহায়তা নিয়ে জঙ্গিদের লালন পালন করছে পাকিস্তান। আমেরিকার অর্থ দিয়ে জঙ্গিদের অস্ত্র কেনা শুরু করলে আমেরিকার এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান প্রশাসন জঙ্গিদের কোনও রকমভাবে দমন করতে সমর্থ হচ্ছিল না। জানা গিয়েছে যে যখন লাদেন জীবিত থাকাকালীন তিনি বেশ কয়েকবার পাক কাশ্মীর ঘুরে দেখে গিয়েছিলেন। এমনকী ভারত পাক সীমান্ত এলাকাও পরিদর্শন করেন। তবে হঠাৎ করে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার বিমান দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়ার ফলে পরিস্থিতিটা একেবারে পাল্টে যায়। তখন লাদেন আমেরিকার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে গোপন স্থানে চলে যাওয়া ছাড়া আর অন্য কোনও পথ খোলা ছিল না। ফলে কাশ্মীর নিয়ে লাদেন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তা সফল করে তুলতে পারেনি। ভারত কাশ্মীরে ব্যাপক নাশকতা চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল লাদেন বলে জানতে পারা যায়। এর জন্য তালিবানরা পর্যন্ত এগিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হঠাৎ আমেরিকা আফগানিস্তান আক্রমণ করে বসবে এটা কল্পনা করতে পারেনি তালিবানরা। যার ফলে তালিবানরা লাদেনের কাশ্মীর সিদ্ধান্তকে কার্য করতে একেবারে অসমর্থ হল। আসলে জঙ্গি কার্যকলাপকে টিকিয়ে রাখারই হচ্ছে পাকিস্তানের মূল লক্ষ্য। এবারে কিন্তু করোনা পরিস্থিতি একেবারে পৃথিবীর অবস্থানকে পাল্টে দিয়েছে। এর আগে বহুবার দিল্লি পাকিস্তানের হাতে দাউদের ঠিকানা তুলে দিয়েছিল তাকে একেবারে অস্বীকার করতে শুরু করে পাকিস্তান। দীর্ঘদিন ধরে তাকে নিরাপত্তা দিয়েছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। পাকিস্তান সেই সময়ে দাউদের করাচিতে অবস্থানের কথাকে অস্বীকার করে। তার পরে এতদিন বাদ দাউদের অস্তিত্বের কথা পাকিস্তান স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ফিনানসিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ) চাপ দিতে শুরু করে দিয়েছিল যে জঙ্গি কার্যকলাপ বন্ধ না করলে পাকিস্তানকে কালো তালিকা ভুক্ত দেশ বলে ঘোষণা দেওয়া হবে। বলা হয়েথিল জঙ্গিদের নিষ্ক্রিয় করার ব্যাপারে ইসলামাবাদ কি পদক্ষেপ গ্রহণ করছে তা ২০২০ সালে গোড়াতে জানাতে হবে। সেই ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে কালো তালিকা ভুক্ত করা হবে পাকিস্তানকে এই রকম হুশিয়ারি পর্যন্ত দেওয়া হয়। এবং সেই সময়সীমা এখন শেষের মুখে। এফএটিএফ-র কালো তালিকা ভুক্ত হলে বহু অনুদান থেকে বঞ্চিত হবে পাকিস্তান। আজকে করোনা আবহে পাকিস্তানের যা আর্থিক অবস্থা তাতে পাকিস্তানকে রক্ষা করতে গেলে অনুদানের ওপরে নির্ভর করে থাকতে হবে। অনুদান ছাড়া পাকিস্তানের বাঁচার আর কোনও উপায় নেই। সেই সম্ভাবনাকে এড়াতেই ব্যক্তি বা

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

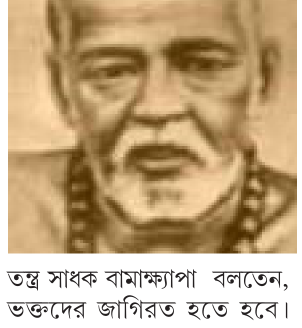

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারে দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন।

গান্ধীর "The Cult of the bomb " এবং ভোরা'র "The philosophy of the bomb"

হয় এই।

রবীন্দ্র কুমার শীল

১৯২৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর মাসে বড়োলাট লর্ড আরউইনের ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টার নিন্দা করে গান্ধী " The Cult of the bomb "(বোমার উপাসনা) প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন। তার উত্তরে ভগবতী চরণ ভোরা এই "The philosophy of the bomb"লেখাটি প্রকাশ করেন। বিপ্লবী ভগৎ সিং জেলের মধ্যেই লেখাটির একটি কপি সংগ্রহ করেন। এই লেখাটি বিপ্লবীদের মধ্যে সাড়া ফেলেছিল এবং এটি নিয়ে তাদের মধ্যে বহু আলাচনা হয়েছিল। ভূমিকা ঃ সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, বিশেষত ১৯২৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর বড়োলাটের স্পেশাল ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রস্তাব এবং তারপরে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে গান্ধীজির লেখালেখি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গান্ধীর সঙ্গে একযোগে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। ছাপার অক্ষরে এবং রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বিপ্লবীদের সম্পর্কে প্রচুর সমালোচনা করা হয়েছে। দুঃখের কথা এই যে চিরকালই ইচ্ছাকৃতভাবে, কিংবা অজ্ঞাত কারণে, বিপ্লবীদের ভুল বোঝা হয়েছে এবং ভুলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিপ্লবীরা তাঁদের আদর্শ ও কাজকর্মের সমালোচনা এবং জনগণের নজরদারি এড়িয়ে চলার পক্ষপাতী নন। বরং, বিপ্লবী আন্দোলনের মূল নীতিকে এবং মহৎ আদর্শগুলি এই আন্দোলনের অনুপ্রেরণা ও শক্তি সেগুলিকে যাঁরা আন্তরিকভাবে বুঝতে চান, বিপ্লবীরা এই ধরনের আলোচনাগুলিকে সেই সব মানুষকে বোঝানোর সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করেন। আশাকরি এই প্রবন্ধটি সাধারণ মানুষকে বিপ্লবীদের বুঝতে সাহায্য করবে এবং বিপ্লবীদের সম্পর্কে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কিংবা অজ্ঞাতজনিত প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে বিরত করবে। **হিংসা না অহিংসা ঃ** সর্বপ্রথম হিংসা না অহিংসার প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। আমাদের মনে হয় যে এই শব্দগুলি ব্যবহার করার মাধ্যমে এই দুই পক্ষের প্রতিই তীব্র অবিচার করা হয়, কারণ শব্দ দুটি কোনো পক্ষের আদর্শকে সঠিকভাবে প্রকাশ করে না। অন্যায় কাজের জন্য শারীরিক বলপ্রয়োগই হিংসা এবং বিপ্লবীরা অবশ্যই তাকে সমর্থন করে না। অন্যদিকে অহিংসা বলতে যা বোঝানো হয় তা প্রকৃত পক্ষে 'আত্মিক শক্তি'-র তত্ত্ব। এই তত্ত্বের প্রয়োগ করা হয় ব্যক্তিগত ও জাতীয় অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে দুঃখ-যন্ত্রণাকে বরণ করার মাধ্যমে এবং আশা করা হয় যে এর ফলে আপনার প্রতিপক্ষ আপনার দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করবে। যখন একজন বিপ্লবী কিছু বিষয়কে তাঁর অধিকার হিসাবে গণ্য করেন তখন তিনি সেই অধিকার দাবি করেন, তার জন্য সাওয়াল করেন, তার পক্ষে যুক্তি দেখান, তাঁর যাবতীয় আত্মশক্তি দিয়ে তাকে অর্জন করতে চান, সেই অধিকারের জন্য সর্বাধিক যন্ত্রণা সহ্য করেন, তাকে অর্জন করার জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকেন এবং তাঁর সমস্ত কায়িক বল দিয়েও সেই উদ্যোগকে পুষ্ট করেন। তাঁর পদ্ধতিকে আপনি অন্য যেকোনো শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারেন, কিন্তু আপনি একে হিংসা বলতে পারেন না, কারণ তাহলে শব্দটির আভিধানিক অর্থের ওপর অহেতুক পীড়ন করা হয়। সত্যাগ্রহের অর্থ সত্যের উপর জোর দেওয়া। সত্যকে গ্রহণ করানো জন্য শুধু আত্মিক শক্তি দিয়ে লড়াই হবে কেন? এর সঙ্গে কায়িক শক্তিকেও যোগ করা হবে না কেন? বিপ্লবীরা কায়িক ও নৈতিক, সব ধরনের বলপ্রয়োগ করে স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষপাতী, অন্য দিকে আত্মিক শক্তির পক্ষে যারা ওকালতি করেন তাঁরা কায়িক শক্তিকে বাতিল করে দিতে চান। কাজেই প্রশ্নটি এই নয় যে আপনি অহিংসার ব্যবহার করবেন না হিংসা, প্রশ্ন হল আপনি আত্মিক শক্তি ও শারীরিক শক্তি ব্যবহার করবেন, না শুধু আত্মিক শক্তিই ব্যবহার করবেন। **আমাদের আদর্শ ঃ** বিপ্লবীরা বিশ্বাস করেন বিপ্লবের মাধ্যমেই তাঁদের দেশের মুক্তি আসবে। তাঁর যে বিপ্লবের আশায় পথ চেয়ে রয়েছেন এবং যার জন্য ক্রমাগত কাজ করছেন সেই বিপ্লব শুধু বিদেশি শাসক ও তাঁদের সমর্থকবৃন্দের সঙ্গে জগণের সশস্ত্র সংঘর্ষ হবে না, তা একটি নতুন সমাজব্যবস্থারও প্রতিষ্ঠা করবে। বিপ্লব পুঁজিবাদ, শ্রেণি বৈষম্য ও কায়েমি সুবিধার মৃত্যুঘন্টা বাজাবে। যে লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু মানুষ আজ বিদেশি ও ভারতীয় শোষণের চাপে উত্যক্ত হয়ে উঠেছে, বিপ্লবই তাদের আনন্দ ও স্বচ্ছলতা

এনে দেবে। বিপ্লবই জাতিকে স্বালম্বী করবে, এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার জন্ম দেবে। সর্বোপরি বিপ্লবই সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার আসন থেকে পরজীবীদের চিরতরে দূর করে দেবে। **সন্ত্রাসবাদ ঃ** বিপ্লবীরা ইতিমধ্যেই যুবসমাজের অস্থিরতার মধ্যে, তাদের মানসিক দাসত্ব ও ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্খার মধ্যে বিপ্লবের আর্বিভাবকে প্রত্যক্ষ করেন। যুবকদের মন যত বেশি পরিমানে বিপ্লবরে মনস্তত্ত্বে সিক্ত হবে ততই তারা জাতির দাসত্বকে আরও স্পষ্ট করে উপলব্ধি করব এবং স্বাধীনতার জন্য ক্রমবর্ধমান, তীব্র, ও অতৃপ্ত তৃষা অনুভব করবে। এই দাসত্বের অনুভব, স্বাধীনতার এই অতৃপ্ত আকাঙ্খা যতদিন পর্যন্ত বাড়তে থাকবে যতদিন না এই ক্রুদ্ধ যুবকরা তাঁদের ন্যায্য ক্রোধের বশবর্তী হয়ে নিপীড়কদের হত্যা করতে শুরু করবে। এইভাবেই এই দেশে সন্ত্রাসবাদের জন্ম হয়েছে। সন্ত্রাসবাদ একটি পর্যায়, বিপ্লবের একটি প্রয়োজনীয় ও আবশ্যম্ভাবী পর্যায়। বিপ্লব ছাড়া সন্ত্রাসবাদ সম্পূর্ণ হয় না এবং সন্ত্রাসবাদ ছাড়া বিপ্লব সম্পূর্ণ হয় না। ইতিহাসের ঘটে যাওয়া প্রত্যেকটি বিপ্লবের বিশ্লেষণ এই বক্তব্যকে সমর্থন করে। সন্ত্রাসবাদ অত্যাচারীদের মন ভয় সঞ্চার করে, নিপীড়িত জনতার হৃদয়ে প্রতিশোধ ও মুক্তির আশা জাগিয়ে তোলে, যারা দোদুল্যমান তাদের সাহস ও আত্মবিশ্বাস জোগায়, শাসক শ্রেণির শ্রেষ্ঠত্বের ইন্দ্রজাল তৈরি করে এবং বিশ্বের চোখে পরাধীন জাতির মর্যাদা বাড়িয়ে তোলে, কারণ সন্ত্রাসবাদই একটি জাতির স্বাধীনতার ক্ষুধার সবচেয়ে নিশ্চিত প্রমাণ। অতীতে অন্যান্য দেশে যেমন ঘটেছে সেরকমভাবেই ভারতেও সন্ত্রাসবাদ বিপ্লবে রূপান্তরিত হবে এবং বিপ্লব রূপান্তরিত হবে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতায়। **বৈপ্লবিক পদ্ধতি ঃ** সুতরাং এই হল বিপ্লবীদের বিশ্বাস, তাঁরা দেশের জন্য এইটাই অর্জন কবার আশা রাখেন। তাঁরা নিজেদের মতো করে, প্রকাশ্যে ও গোপনে দুভাবেই এ কাজ করে চলেছেন। জনগণ ও শাসকশ্রেণির মধ্যে শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ দেখাচ্ছে। তাঁরা যে পদ্ধতি অনুসরণ করছেন তা কখনো ব্যর্থ হয়েছে বলে জানা যায়নি। **কংগ্রেস ও বিপ্লবীরা ঃ** ইতিমধ্যে কংগ্রেস কী করেছে? কংগ্রেস তার স্বরাজের মতবাদ পরিবর্তন করে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলছে। অতএব তার উচিত ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। তার পরিবর্তে দেখা যাচ্ছে যে কংগ্রেস বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ১৯২৯-এর ২৩ ডিসেম্বর বড়োলাটের স্পেশাল ট্রেনে বিস্ফোরণ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কংগ্রেস প্রথম আক্রমণে আসে এই প্রচেষ্টাকে সমালোচনা করে প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে। প্রস্তাবটির খসড়া করেন গান্ধী এবং তিনি এটির পক্ষে প্রাণপণ লড়াই করেন। ফলস্বরূপ ১,৭১৩ জনের সভায় ৮১ জনের সংখ্যাগরিষ্ঠাতায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এই নগণ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা কতদূর প্রস্তাবের সপক্ষে রাজনৈতিক প্রত্যয়ের যথাযথ পরিচায়ক? আমরা এখানে সরলা দেবী চৌধুরানীর মত উদ্ধৃত করছি, যিনি আজীবন কংগ্রেসের অনুগামী। তিনি বলছেন " মহাত্মার বহু অনুগামীর সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় আমি লক্ষ্য করেছি শুধু মাত্র তাঁর প্রতি তাঁদের ব্যক্তিগত আনুগত্য তাদের নিজেদের স্বাধীন মতামত প্রকাশে বাধা হয় এবং মহাত্মাজীর আনা যেকোনো প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেওয়া থেকে বিরত করে।" এই প্রস্তাবের পক্ষে গান্ধীজির যুক্তিগুলির সম্পর্কে আমরা পরে কথা বলব, যখন আমরা "The Cult of the bomb"প্রবন্ধটি সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রবন্ধটি কমবেশি কংগ্রেসের মঞ্চে গান্ধীর বক্তৃতারই সম্প্রসারণ। এই শোচনীয় প্রস্তাবটি সম্পর্কে একটি বিষয় যেন আমাদের নজর এড়িয়ে না যায়। যদিও কংগ্রেস অহিংসার পক্ষে শপথ গ্রহণ করেছে এবং গত দশ বছর ধরে তার পক্ষে সক্রিয় প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে, যদিও এই প্রস্তাবের সমর্থকরা আক্রমণের পথে হেঁটেছেন, তাঁরা বিপ্লবীদের 'কাপুরুষ' ও তাদের কাজকে 'কাপুরুষোচিত' আখ্যা দিয়েছেন- এবং এঁদের মধ্যে একজন এই হুমকিও দিয়েছেন যে গান্ধীর নেতৃত্বাধীন থাকতে চাইলে বিনা বিরোধিতায় প্রস্তাবটি পাশ করতে হবে- এতদসত্ত্বেও বিপজ্জনকরকম ক্ষীণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় প্রস্তাবটি গ্রহণ সম্ভব হয়েছে। এই তথ্য নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে দেশ কতটা দৃঢ়ভাবে বিপ্লবীদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। একদিক দিয়ে গান্ধীর ধন্যবাদ প্রাপ্য, কারণ তিনি প্রশ্নটিকে আলোচনার মধ্যে নিয়ে এসেছেন এবং এইভাবে বৃহত্তর পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে এমনকী অহিংসার ঘাঁটি কংগ্রেসও যতটা তাঁর পক্ষে আছে, তার থেকে বেশি না হলেও অন্তত ততটাই বিপ্লবীদের পক্ষেও আছে। **গান্ধীর যুদ্ধ ঘোষণা ঃ** গান্ধী এমন একটি জয়লাভ করেছেন যার ফলে তাঁকে পরাজয়ের চেয়ে বেশি খেসারত দিতে হয়েছে। এরপরেই গান্ধী তাঁর "The Cult of the bomb "প্রবন্ধে আবার আক্রমণ শুরু করেছেন। আরও এগানোর আগে আমরা রচনাটিকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করব। রচনাটিতে তিন ধরনের জিনিস আছে- গান্ধীর বিশ্বাস, তাঁর মতামত ও তাঁর যুক্তি। আমরা তাঁর বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করব না, কারণ যুক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের প্রায় কোনো যোগাযোগ নেই। কাজেই যাকে হিংসা বলেন তার বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তির মাধ্যমে সমর্থিত মতামত ও তাঁর বিশুদ্ধ যুক্তিগুলি আমরা দেখব এবং সেগুলি একে একে আলেচনা করব। **জনগণ কি অহিংসায় বিশ্বাসী ঃ** তাঁর সাম্প্রতিক দেশজোড়া সফরের অভিজ্ঞতা থেকে গান্ধীর ধারনা হয়েছে যে ভারতীয় জনগণের বৃহৎ অংশকে এখনও হিংসার মানসিকতা স্পর্শ করেনি এবং অহিংসা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর বর্ণনা নির্ভুল। আমরা বলি, তিনি তাঁর সাম্প্রতিক সফরের অভিজ্ঞতার দ্বারা নিজেকে প্রতারিত না করলেই ভালো। একথা ঠিক যে যেখানে একজন গড়পড়তা নেতা তাঁর সফরকে এইসব জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন যেসব জায়গায় মেল ট্রেন তাঁকে স্বচ্ছান্দে পৌঁছে দিতে পারে, গান্ধী সেখানে তাঁর সমরসীমা যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন যতদূর মোটরগাড়ি তাঁকে পৌঁছে দিতে পারে। কিন্তু যেখানে তিনি যান সেখানে ধনী ব্যক্তিদের গৃহে থাকেন আর নিরালায় ও প্রকাশ্যে ভক্তদের প্রস্তুতি গ্রহণ করে বেশির ভাগ সময় কাটান। তার মধ্যে, কখনো-সখনো যাদের তিনি ভালোভাবে বোঝেন বলে দাবি করেন সেই নিরক্ষর জনতাকে 'দর্শন' দেন। অতএব তিনি জনগণের মনের কথা জানার দাবি ন্যায়সঙ্গতভাবে করতে পারেন না। জনগণকে মঞ্চের ওপর থেকে দেখে এবং তাদের 'দর্শন' ও 'উপদেশ' দিয়ে কোনো ব্যক্তি তাদের মনের কথা জানার দাবি করতে পারেন না। বড়োজোর তিনি দাবি করতে পারেন যে তিনি জনগণকে তাঁর চিন্তা-ভাবনার কথা বলে থাকেন। গান্ধী কি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সাধারণ

রাম মন্দিরে যাওয়া হবে কিনা তা নিয়ে দ্বন্দ্বে কংগ্রেস

কংগ্রেস এখনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি যে তারা রাম মন্দির উদ্বোধনে যাবে কিনা। এদিকে সনিয়া গান্ধি রাম মন্দিরে যাওয়ার ব্যাপারে পুরো সিদ্ধান্তটা এআইসিসির ওপরে ছেড়ে দিয়েছে। রাহুল গান্ধি এবং প্রিয়ঙ্কা গান্ধি একই পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছেন। কংগ্রেসের বৈঠকে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হবে কারা রাম মন্দির উদ্বাধন উপস্থিত থাকবেন। রাম মন্দির উদ্বোধনকে এড়িয়ে চলার ব্যাপারে অন্য কোনও পথ খঁজে বের করতে পারছে না কংগ্রেস নেতারা। তারা এখন ঢোক গিলে রাম মন্দির উদ্বোধনে অংশ গ্রহণ করতে চায়। এদিকে বাম দলের নেতারা পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন তারা কোনও রকমভাবে রাম মন্দির উদ্বোধনে উপস্থিত থাকতে পারবে না। তারা ধর্মনিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাস। একটি ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের দলীয় রাজনীতি চলে না। সেখান সর্ব ধর্মের সমান অধিকারের কথাকে বেশি কর প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। প্রধানমন্ত্রী রাম মন্দির উদ্বোধন করার আগে রামলালা পরিদর্শন করতে অযোধ্যয় উপস্থিত হয়েছিলেন। তারফলে তিনি এখন সেখানে জনপ্রিয় ব্যক্তি। সেই স্থানে কংগ্রেস নেতারা গিয়ে কতখানি রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে পারবে তা বুঝতে পারছে না। এদিকে রাম মন্দিরকে এড়িয়ে চলকে গেলে হিন্দু ভোট কমতে পারে। বিজেপি এক হিন্দু ভোটকে তাদের পক্ষে নিয়ে এসে মুসলিম মহিলা বিলকে কুক্ষিগত করতে শুরু করে দিয়েছে। এবারে বাজেটেও মহিলাদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা মনে করতে শুরু করে দিয়েছে যে বিজেপি এখন বাজেট এবং রাম মন্দিরকে হাতয়ার করে লোকসভার ভোটে লড়াই করবে জোট ইণ্ডিয়ার সঙ্গে। বিজেপি দল জোট ইণ্ডিয়াকে বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছে না। তারা এখন এনডিএকে জোর দিতে চেষ্টা করছে। এদিকে শিব সেনা দলের সঙ্গে বিজেপি দলের লোকসবার ভোট নিয়ে আগাম বৈঠক হয়েছে। মহারাষ্ট্রে বিজেপি এবং শিবসেনা দল কোনও কৌশল গ্রহণ করবে এবং অজিত পাওয়ারের দল কোনও কৌশল গ্রহণ করবে তা পরিস্কার করে বুঝতে পারা একেবারে অসম্ভব। শিবসেনা দলের নেতারা রাম মন্দির উদ্বোধনে উপস্থিত থাকবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। সেখানে উপস্থিত থেকে বিজেপির রাজনৈতিক কৌশলকে ভোঁতা করে দেবে বলে শিবসেনার দল আশঙ্কা প্রকাশ করতে শুরু করেছে। রাম মন্দির উদ্বোধনে আমন্ত্রিত হয়েছেন সনিয়া গান্ধি, মুল্লিকার্জ্জুন খড়্গে এবং অধীর চৌধুরী। অনুষ্ঠান থেকে দূর থাকল বিজেপি রাম মন্দিরে ব্যাপারে পুরো ফায়দা গ্রহণ করতে পারে। তার ফলে কংগ্রেসের ভাড়ারে শূন্য হয়ে যেতে পারে। তিন রাজ্যে বিধানসভায় কংগ্রেস পরাজিত হয়ে আর কোনও রকম ভরসা

চিন থেকে সরানো হল নয় সেনা কর্তাকে

চিন থেকে সরানো হল নয় জন সেনা কর্তাকে। এই সব সেনা কর্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কেন এই সেনা কর্তাদের অপসারন তা নিয়ে কথা উঠতে শুরু করে দিয়েছে বর্হিবিশ্বে। কথা উঠেছে এই নয় জন সেনা কর্তা চিন সেনা বাহিনীকে বেআইনীভাবে ব্যবহার করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন নাকি চিনের চেয়ারম্যান শি জিনপি। তিনি চিনের সামরিক বিভাগের মূল কর্তা। তিনি যা বলবেন তাই সেনাদের শুনতে হবে। নয় জন সেনা কর্তাদের মধ্যে চারজন জেনারেল রয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। চিনের কেন্দ্রীয় কমিউনিস্ট পার্টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে এই অপসারণ করা হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। চিনের নতুন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হয়েছেন ডং জুন। তার আগে ওই পদে বহাল ছিলেন লি শাং ফু। লি মার্চ মাসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হন। তারপর থেকে তিনি হঠাৎ করে জনগণর আড়ালে চলে যেতে থাকেন। অক্টোবর মাসের শেষে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরানো হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। তারপরে এক মাস ধরে এই পদ খালি ছিল। এবারে ডং জুন এসে সেই পদে বসেছেন। তবে অপসারণের পর্ব মেটেনি বলে জানতে পারা গিয়েছে। চিনের চেয়ারম্যান শি জিপিং কাউকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। তার ফলে তিনি বারবার মন্ত্রী পদের পরিবর্তন করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে থাকতে চান বলে জানতে পারা গিয়েছে। ৬২ বছরের ডং জুন এতদিন নৌ বাহিনীর দেখভাল করেছেন বলে জানা গিয়েছে। চিন সাগরে বিদেশিদের প্রবেশ করানোর ব্যাপারে তাঁর আপত্তিকে কার্যকর করার চেষ্টা করেছিল চিন সরকার। সম্প্রতি তিনি চিনের রকেট বাহিনী এবং পরমানু বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করছেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। চিন একন পরমানু শক্তির ওপরে বেশি করে জোর দিতে শুরু করেছে। এদিকে পাকিস্তান কার কাছ থেকে পরমানু অস্ত্র পেল সে ব্যাপারে চিন কোনও কথা বলছে না। ভারতের গোয়েনজা বিভাগ মনে করতে শুরু করে দিয়েছে যে পাকিস্তানকে পরমাণু শক্তি দিয়ে থাকতে পারে চিন। কারণ পাকিস্তানকে চিনের খুবই প্রয়োজন। ভারতকে রুখতে গেলে পাকিস্তানকে হাতিয়ার করতে হবে সেটা চিন বুঝতে পেরেছে। পাকিস্তানের আগামী দিনের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ চিনকে বিশেষ বন্ধু হিসাবে তকমা দিতে প্রস্তুত। তবে চিন এখন এ ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ বলে জানা গিয়েছে। নওয়াজ শরিফ এখন কাশ্মীর নীতি নিয়ে ভারত বিরোধিতায় মগ্ন থাকবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ইমরান খানের মতো ভারত বন্দনা করবেন না নওয়াজ। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে গেলে ভারতকে পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতা করতে হবে। এদিকে ভারত পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও সমঝোতা নয় কাশ্মীর নিয়ে। চিন এখন কাশ্মীর রাজনীতির ব্যাপরে পাকিস্তানের ওপরে নির্ভর করছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। দক্ষিণ এশিয়াতে খবরদারি করতে গেলে কাশ্মীর অধিকার করে রাখাকে চিন প্রাধান্য দিতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব হচ্ছে আমেরিকার সঙ্গে সামরিক মৈত্রী দৃঢ় করা। তবে প্রতিরক্ষা নীতি তৈরি করার ব্যাপারে প্রতিরক্ষামন্ত্রী কোনও ভূমিকা নেই। সেখানে

হেরিটেজ ঃ বোলপুর মন্দির গ্রাম ইটন্ডা

বোলপুর থেকে মাত্র কুড়ি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বীরভূম জেলার ইটণ্ডা গ্রাম। দুশো বছর আর এই গ্রামের পাশ দিয়ে বইতো অজয় নদী। এক সময়ে এটি নদী বন্দর ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য চলতো পুরো দমে। ১৭৮২ সালে এই অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন ইংরেজ রেভারেন্ড জন চিপ। উদ্দেশ্য ছিল নীল চাষ করা। তিনি ইটণডায় নীস কুঠি নির্মাণ করেছিলেন। স্থানীয় লোকেরা বলে থাকে ইটণ্ডা নামটি এসেছে ইস্ট ইণ্ডিয়া থেকে। এই গ্রামে প্রবেশ করার মুখে রয়েছে একটি বাজার। সেখানে রয়েছে একটি জোড়বাংলা মন্দির। গ্রামচালা ধাঁচের জোড়া ছাদযুক্ত যুগল স্থাপত্য। স্থানীয় লোকেরা বলে হাড়কাটা মন্দির বা হড়কা মন্দির।

কেউ কেউ বলে থাকেন যে এই মন্দির নির্মাণ করেছিল হাড়কাটা ডাকাত দলের একজন নেতা। আবার কেউ কেউ বলে থাকে যে এই গ্রামে বসবাস করতে হাড়কাটা রুইদাস সম্প্রদায়ের লোকেরা। পশুর হাড় দিয়ে তারা জিনিসপত্র তৈরি করতো। হাড়কাটা রুইদাস সম্প্রদায়ের লোকেরা এই মন্দির তৈরি করেছে ১৮৪৪ সালে। মন্দির নির্মাণ করেছিল সোনামুখির শিল্পীরা। জোড়বাংলার শীর্ষে চার কোনে চারটি চুড়া রয়েছে। টেরাকোটার কাজ অসাধারণ. রাম সীতা ও পারিষদ সহ রামের দরবার। তবে এই টেরাকোটার লোকেদের গায়ে রয়ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর পোষাক। ১২৩৫ বঙ্গাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রসানন্দ সাধুখাঁ। ১৯৫ বছরের প্রাচীন মন্দির এটি। শিবলিঙ্গের প্রতিদিন পুজো হয়ে থাকে। রাম-সীতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পাইন পরিবার। ১২২২ বঙ্গাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইটণ্ডাতে সতীর দেহাংস পড়েছিল বলে সবাই বিশ্বাস করে। তার থেকেই নাম হয়েছে কেশবাইচণ্ডীতলা। কালাপাহাড় এবং বর্গীদের হামলায় এই মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাকুড় গাছের ভিতরে সতীর মূর্তি লাল সিন্দুরে মাখা।

গাজায় মানুষ দুর্ভিক্ষের কবলে

রাষ্ট্রপুঞ্জের নেতারা বলতে শুরু করেছেন যে মানবিকতার কারণে এখন যুদ্ধবিরতি করা কুবই প্রয়োজন। দক্ষিণ গাজায় লক্ষাধিক মানুষের হাতে আটার প্যাকেট তলে দেওয়া সম্ভব হলেও পানীয় জল একেবারে অপ্রতুল। প্রতিটি শিবিরে যতজন মানুষ থাকার কথা তার চেয়ে চারগুণ বেশি মানুষ রয়েছে। তার ফলে তাদেরকে সামাল দেওয়া একেবারে অসম্ভবে পরিণত হয়েছে। ২০২৩ সালের শুরুতে ১২৪ জন প্যালেস্টাইন শিশু মারা গিয়েছে ওয়েস্টব্যাঙ্ক এবং জেরুজালেমে। প্রাণ হারিয়েছে ছয়টি ইজরায়েলি শিশুও। ইজরায়েল বাহিনী এখন খান ইউনিস দখল করার চেষ্টা করতে শুরু করেছে। হামাসের একটি জঙ্গি শিবিরকে তারা দ্বংস করে ফেলছে। হামাসের গুরুত্বপূর্ণ নেতারা গা ঢাকা দিতে শুরু করেছে। তারা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে বসবাস করতে শুরু করেছে। এদিকে ইসরালেয়ের গোয়েন্দা হাসপাতালের নিচে ট্যানেল তৈরি করেছিল যা বিশ্ব জঙ্গি হানার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পদক্ষেপ বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। একটি মসজিদের ভিতর তৈরি করা হয়েছে ট্যানেল। এই রকম ট্যানেল তৈরি করার একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইজরায়েলকে একেবারে ধ্বংস করে দেওয়ার। ইজরায়েল এই সব জঘন্য জঙ্গিদের বাঁচিয়ে রাখবে না। তাদের প্রত্যেকে হত্যা করতে মোসাদ সেই রকমই নির্দেশ দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। এদিকে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিচেপ তায়িপ এর্দোয়ান বলেছেন ইজরায়েলের প্রধামন্ত্রী নেতানিয়াহু একজন

শূন্যে মেঘগানম পেল সাহিত্য একাডেমি ঃ বিশ্বভারতী অধ্যাপক অরুণ রঞ্জন মিশ্রের হাতে দিল্লিতে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে ১২ মার্চ

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১ জানুয়ারি ঃ উত্তর আধুনিক যুগে সম্পর্কের বিপর্যয় নিয়ে দেবনাগরিতে সংস্কৃত লেখা শূন্যে মেঘগানম বইটি ২০২৩ সালে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার তালিকায় স্থান পেয়েছে। ২০২১ সালে প্রকাশিত এই বইটির জন্য কবি অরুণ রঞ্জন মিশ্রর হাতে ২০২৪ সালের ১২ মার্চ কোপারনিকাস মার্গে একাডেমি পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে, সঙ্গে দেওয়া হবে এক লক্ষ নগদ অর্থ এবং শংসাপত্র। বিশ্বভারতীর জন সংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, অরুণ রঞ্জন মিশ্রর এই সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ডে গোটা বিশ্বভারতী গর্বিত। অরুণ রঞ্জন মিশ্র জানান, মহাকবি কালিদাস মেঘদূতম লেখেছিলেন। সেখানে বিশেষ নায়ক নায়িকা যক্ষ যক্ষীনি নিয়ে লিখেছিলেন। কুবেরের অভিশাপে যক্ষ চলে গেল রামগিরি পর্বতে। আর যক্ষীনি চলে গেল কৈলাস পর্বতে। কিন্তু শূন্যে মেঘগানম সেটা নয়। উনষট্টিটি কবিতা এখানে স্থান পেয়েছে। মানবিক বিভিন্ন সম্পর্কের ভাবের বিপর্যয় তুলে ধরা হয়েছে এই কাব্যে। এই সম্পর্ক সাধারণ মানবিক সম্পর্কিত নয়। এখানে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার ব্যবহার করা হয়েছে। বিরহ ও একাকিত্ব তার পৃষ্ঠভূমি। তিনি বলেন, ভারতীয় শাস্ত্রে শৃঙ্গার দুই প্রকার। নারী পুরুষের সম্ভোগ শৃঙ্গারকে প্রাধান্য না দিয়ে মুখ্যরস বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারকে কবি প্রাধান্য দিয়েছেন। মহাকবি কালিদাসের মেঘ দূতমে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার দেখা যায়। আবার কুমার সম্ভবে এই সম্ভোগ শৃঙ্গার দেখা যায়। কাব্যটি মুক্ত ছন্দে লিখিত। কবি জানান, উনষট্টি কবিতা লেখার কারণ, তাঁর জন্ম উনিশশো উনষাট সালে বলে নয়। পাঁচ জ্ঞানের প্রতীক এবং নয় ভাগ্যের প্রতীক। উভয়কে মিলিয়ে এই কাব্য। তাঁর প্রথম সংকলন চৌঁষট্টিটা ছিল। তার পরে সবগুলো উনষাটটি কবিতার সংকলন। ২০১৮ সালে তব জবাধর মন্ময়রেখাসু চৌঁষট্টিটা স্তবকে লিখিত। যথাক্রমে উনিশ সালে বের হয় নেত্র প্রান্তে নিস্পন্দ সময়। একুশ সালে প্রকাশিত হয় শূন্যে মেঘগানম। অতিমারি করোনা নিয়ে ২০২৩ সালে বের হয়েছে একশো পনেরো স্তবকের করোনা কম্প শতকম। অরুণ রঞ্জন মিশ্র জানান, উজ্জয়িনী সম্রাট ভর্তহরির অন্যতম লেখা শৃঙ্গার শতকম। সেদিক থেকে করোনা কম্প শতকম তাঁর প্রথম লেখা কাব্য। কজ্জ্বল সূর্য সহ আরেকটি বই প্রকাশের অপেক্ষায়, বলে তিনি জানান। অরুণ মিশ্র বলেন, আঠারো ডিসেম্বরে তাঁকে ফোনে একাডেমি অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার কথা জানান। বিশ্বভারতীর ভাষা ভবনের সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং পালি ভাষা বিভাগের সংস্কৃত শিক্ষক অরুন রঞ্জন মিশ্র। ২০০৮ সালের এপ্রিল মাসে বিশ্বভারতীতে যোগদান করেন তিনি। উনার মাতামহ জয়কৃষ্ণ মিশ্র সংস্কৃত কবি ছিলেন। মাতৃমুক্তি মুক্তাবলী লেখেন তিনি। তাঁর সাতশো চব্বিশ পৃষ্ঠার চম্পু মহাকাব্য উড়িষ্যা সাহিত্য একাডেমি প্রকাশ করে। অরুন রঞ্জন মিশ্রের বাবা লক্ষ্মীন্দর মিশ্র কটক আকাশ বাণীর পুরাতন গীতিকার ছিলেন। তাঁর বর্তমান বয়স তিরানব্বই। গত বছর তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি উড়িয়া ভাষায় তিনশো পঞ্চাশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অনুবাদ করেন। অরুণ মিশ্রের জ্যেঠু কুলমনি মিশ্র অর্থ শাস্ত্রের পণ্ডিত এবং কবি ছিলেন। কাকু প্রমোদ চন্দ্র মিশ্র ছিলেন পণ্ডিত মানুষ। উড়িয়া ভাষায় অরুণ মিশ্রর আট খানি কবিতার বই আছে। দুটি ছোট গল্প এবং অন্যান্য পুস্তক আছে। অরুণ মিশ্র বলেন, বিশ্বভারতীতে আসার আগে প্রায় উনিশ বছর উড়িষ্যায় অন্যান্য সরকারি কলেজে ছিলাম। পরিবারে আট ভাইবোন আছেন। উড়িষ্যার বহরমপুরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলর তাঁর স্ত্রী। তাঁর দুই মেয়ে হায়দ্রাবাদে চাকরি করেন। অরুণ রঞ্জন মিশ্র বলেন, সাহিত্য একাডেমি সম্মান পাওয়ার খবরে পরিবারের সবাই খুশি। আমি নিজেও আশ্চর্য হয়েছি। যে কোনো ভাষার বই সেই রাজ্যের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। কিন্তু সংস্কৃত এবং হিন্দি বই সারা ভারত জু।ে প্রতিযোগিতা হয়। তিনশো চারশো বই চারটি ধাপে স্ক্রুটিনির মধ্য দিয়ে যায়। তারপর দশটি বই থেকে একটি বই এই পুরস্কার পায়। সেকারণে আমি আশ্চর্য হই। উড়িয়ায় আটটি কবিতা বই ছা।াও অন্য বই লিখেছি। বিশ্বভারতীতে এসে সংস্কৃত বই লিখি। সেটা সংখ্যায় মাত্র তিন। তাই অবাক হয়েছিলাম।

পুরুলিয়ায় পথ দুর্ঘটনায় পুলিসকর্মীরা, মৃত ১ কনস্টেবল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ জানুয়ারি ঃ নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে রাতেই চলছিল উদ্‌যাপন। আনন্দের অনুষ্ঠানে তাল কাটল দুর্ঘটনা। পুরুলিয়ার রাঘবপুর মোড়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন খোদ ডিএসপি। বেপরোয়া গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা দেয় কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীদের। রাতদুপুরে এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন ডিএসপি-সহ পাঁচ পুলিশ। সোমবার ভোরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় এক কনস্টেবলের। বাকিদের শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। দুর্ঘটনার জেরে রাতে রাঘবপুর মোড় এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতি ছিল। পরে তা স্বাভাবিক হয়। রবিবার রাতে পুরুলিয়ার দেশবন্ধু রোডে একদিকে তৃণমূল কার্যালয়ে চলছিল দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান। অন্যদিকে বর্ষবরণের জন্য ভিড় জমিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই অবস্থায় পুরুলিয়া রাঘবপুর মোড়ের যান নিয়ন্ত্রণে কাজ করছিলেন পুরুলিয়ার ডিএসপি ট্রাফিক, সাব ইন্সপেক্টর সহ পাঁচ পুলিশকর্মী। সেই সময় একটি বেপরোয়া গাড়ি আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকদের সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন পাঁচ জন। এদিকে তৃণমূল প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান সেরে ফিরছিলেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো-সহ অন্যান্য নেতা, কর্মীরা। তাঁদের উদ্যোগে তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে পুরুলিয়ার দেবেন মাহাতো সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহত পুলিশকর্মীদের মধ্যে বাবলু গড়াই নামে একজনের অবস্থায় অত্যন্ত সংকটজনক ছিল। তাঁকে দুর্গাপুরের বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘাতক গাড়িটি সরকারি আবগারি দপ্তরের। তবে তাতে চালক ছাড়া কোনও সরকারি আধিকারিক ছিলেন না। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুরুলিয়া সদর থানার পুলিশ।

বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে ট্রাপ ক্যামেরায় ধরা পড়লো রয়্যাল বেঙ্গল

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১ জানুয়ারি ঃ ফের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে বনদপ্তরের পাতা ট্রাপ ক্যামেরায় ধরা পড়লো একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের

ছবি। আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ফের একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের এই ছবি ধরা পড়েছে। জঙ্গলের কোর এলাকায় বন বিভাগের ট্র্যাপ ক্যামেরা ফের বাঘের আরেকটি ছবি ধরা পড়েছে। রবিবার সন্ধ্যায় ছবি সহ তথ্যটি জানিয়েছেন বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পেরর আধিকারিকরা। এদিকে জঙ্গলে ফের বাঘের দেখা মিলতেই খুশি বক্সা বনবিভাগের বনকর্মী ও আধিকারিকরা। এই বিষয়ে উল্লেখ সম্প্রতি বক্স ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের একটি ছবি ধরা পড়েছিল। দুদিন পর ফের জঙ্গলে টাইগারের ছবি ধরা পড়তে খুশি পরিবেশ প্রেমীরা।

গঙ্গারামপুরে অনুষ্ঠিত হলো মিট আপ

দুরন্ত বার্তা, গঙ্গারামপুর, ১ জানুয়ারি ঃ উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলার কনটেন্ট ক্রিকেটারদের নিয়ে গঙ্গারামপুরে অনুষ্ঠিত হলো মিট আপ।

রবিবার গঙ্গারামপুর কালদিঘি পার্কে এদিনের এই Meet up এর আয়োজন করা হয় DM ইউটুবার গ্রুপের পক্ষ থেকে। মূলতঃ কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরী করে উন্নত কনটেন্ট তৈরির উদ্দেশ্যেই এদিনের এই মিটাপের আয়োজন করা হয় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে। এদের এটাই মিটাতে হাজির ছিলেন উত্তর দিনাজপুর দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলার প্রায় ৫০ জন কনটেন্ট ক্রিকেটার। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কেক কেটে নতুন বছর সেলিব্রেট করেন উদ্যোক্তারা। এরপরেই কি করে উন্নত কনটের তৈরি করা যায় সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে এক প্রস্তর আলোচনা সারেন উপস্থিত সকল কনটেন্ট ক্রিয়েটররা।

নতুন বছরের প্রথম দিনে উপচে পড়া ভিড় সর্বমঙ্গলা মন্দিরে

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১ জানুয়ারি ঃ নববর্ষের সকাল থেকেই দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরে। সারা বছরের মঙ্গল কামনায় এই মন্দিরে ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিন সকালে পুজো দিলেন ভক্তরা। সকাল সকাল স্নান সেরে পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে পুজোর ডালি হাতে নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন সকলে। এরপর লাইনে অপেক্ষার পর ভক্তিভরে পুজো দেন তাঁরা। পরিবার পরিজনরা যাতে বছরভর সুস্থ থাকেন মায়ের কাছে সেই মনস্কামনা জানান অনেকেই। বাসিন্দারা যাতে নির্বিঘ্নে পুজো দিতে পারেন তা নিশ্চিত করতে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয় বলে জানিয়েছে সর্বমঙ্গলা মন্দির কর্তৃপক্ষ। রাজ আমলে প্রতিষ্ঠিত বর্ধমানের দেবী সর্বমঙ্গলা মন্দির। মা সর্বমঙ্গলাকে রাঢ়বঙ্গের দেবী বলা হয়। তাই তাঁর আর এক নাম রাঢ়েশ্বরী। বর্ধমানে তিনি অধিষ্ঠাত্রী। যে কোনও শুভ কাজে বর্ধমানের বাসিন্দারা মা সর্বমঙ্গলা মন্দিরে এসে পুজো দেন। মায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। প্রতি বছর ইংরেজি বছরের প্রথম দিনটিতে অগণিত ভক্ত এই মন্দিরে পুজোর ডালি নিয়ে ভিড় করেন। ভিড় সামলাতে প্রচুর সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়েছে। উপস্থিত থাকে পুলিশও। এবার ভিড়ের সেই পরিচিত দৃশ্য ধরা পড়ল এই মন্দিরে।

সকালের কুয়াশার চাদর সরতেই নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে কয়েক লক্ষ তীর্থযাত্রী সমাগম নবদ্বীপ ও মায়াপুরে

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১ জানুয়ারি ঃ সোমবার ইংরেজি নতুন বছরের শুরু আর এই দিনটিকে স্বাগত জানাতে ও নিজেদের মতো করে কাটাতে ব্যাস্ত আট থেকে আশি সকলেই। কেউ পরিবারের সাথে কেউ বন্ধুদের সাথে কেউ বা তার একান্ত প্রিয়জনের সাথে এই বিশেষ দিনটিকে কাটাতে হাজির কেউবা পাহাড়ের কোলে কেউ সমুদ্রের কাছে, তো কেউ নিজেদের প্রিয় জায়গায়, এসবের সাথে পাল্লা দিয়ে সোমবার লক্ষাধিক মানুষের সমাগমে সরগরম থাকলো নদীয়ার নবদ্বীপ ও মায়াপুর। কার্যত উৎসবের আমেজেই সকলকে দেখা গেলো নিজেদের মতোন করে আনন্দে মেতে উঠতে। তবে বরাবরের মতোই নবদ্বীপ মায়াপুরে দেখা মিললো বহু পর্যটককে তাদের নিজেদের সাথে বাড়ির আরাধ্য দেবতা তথা গোপাল কেই সাথে নিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে হাজির হতে। আর এই বিশেষ দিনে তীর্থ যাত্রী দের নিরাপত্তা ও সুবিধার্থে প্রশাসনের নজরদারি ছিলো চোখে পড়ার মতো। সকাল আনুমানিক দশটা বাজতেই একদিকে যখন ইস্কনের মূল গেটে হাজির হাজার হাজার তীর্থ যাত্রী, তখনই সেই ভিড়কে যেন টেক্কা দিতে নবদ্বীপ বড়াল ঘাট সহ বিভিন্ন মঠ মন্দিরেও দেখা গেল জনপ্লাবন। নবদ্বীপ ফেরিঘাট সূত্রে জানা যায় ভোর থেকে কুয়াশার কারনে কিছুটা বিঘ্নিত হয়েছিল ফেরি চলাচল, তবে কুয়াশা কাটতেই সুষ্ঠু ভাবেই চলছে নবদ্বীপ, মায়াপুর, স্বরূপগঞ্জে ফেরি চলাচল। পাশাপাশি আরও জানা যায় যাত্রী পারবার ও নিরাপত্তার কথা ভেবে চলছে মাইকিং, রাখা হয়েছে অতিরিক্ত নৌকা, লঞ্চ পরিষেবা, সহ নিরাপত্তার সকল ব্যবস্থাই। ইস্কনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, ইস্কন মায়াপুর বর্তমানে বিশ্ববাসীর কাছে আকর্শনের কেন্দ্র বিন্দু, হেরিটেজ কমিশনের দ্বারা ইস্কন মায়াপুর স্বীকৃত পাবার পর যেন মানুষের ঢল প্রতিদিনই রোজকার রেকর্ড ভেঙে চলছে। তেমনই সোমবার ইংরেজি নববর্ষের দিনেও ব্যাতিক্রম ঘটেনি, রবিবার থেকেই লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগমে মুখরিত হয়েছে ইস্কন মায়াপুর। আর এই বিশেষ দিন বিশেষ পুজোর আয়োজনও করা হয়েছে, পাশাপাশি নিরাপত্তার জন্য রাখা হয়েছে বাড়তি নজরদারি, দুর্গাপুর থেকে আগত নুপুর চ্যাটার্জি জানান, ইস্কন মায়াপুরে এই প্রথম আসা, প্রতিবছরই ইংরেজি নববর্ষের দিনে কোথাও ঘুরতে যাওয়া হয়। এবছর মায়াপুরে এসে খুবই ভালো লাগলো, এখানকার পরিষেবাও যথেষ্ট ভালো, পাশাপাশি এদিন নবদ্বীপের বিভিন্ন মঠ মন্দিরেও দেখা গেলো ভক্ত সমাগমে সরগরম থাকতে। বীরভূম থেকে আগত সম্রাট দাস জানান প্রতিবছরই পরিবার নিয়ে বিশেষ দিনটিতে বেরোনো হয় এবছরও নবদ্বীপে এসে খুবই ভালো লাগলো, নবদ্বীপের চৈতন্য দেবের জন্মস্থান মন্দির সহ ধামেস্বর মহাপপ্রভু মন্দির, পোড়ামাতলা ঘুরেছি।

শুশুনিয়ায় বর্ষবরণ এক্কেবারে অন্য মেজাজে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১ জানুয়ারি ঃ শুশুনিয়ায় নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হল খোলা আকাশের নিচে ধামসা মাদলের বোল আর আদিবাসী নৃত্যের ছন্দে। পুরাতনকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানাল শিউলিবনা গ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায়। প্রকৃতির মাঝে এমন বর্ষবরণ দেখতে শুশুনিয়ায় ভিড় জমিয়েছিলেন দূর দূরান্ত থেকে আসা পর্যটকরা। শিউলিবনার রাস্তায় এখন থিকথিকে ভিড়। শীতের শুশুনিয়া বরাবরই ভ্রমণপ্রেমীদের আকর্ষণ। বর্ষশেষের ছুটিতে এবারও সেখানে পর্যটকের ঢল। প্রতিবারই নতুন কিছু উপহার দেওয়ার চেষ্টা করে বাঁকুড়ার এই পর্যটন কেন্দ্র। বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের শুশুনিয়া পাহাড় ঘেঁসা শিউলিবনা। ছবির মতো সাজানো এই আদিবাসী গ্রাম। সারা বছর এই গ্রাম একদম শান্ত। জীবনযাত্রা চমকহীন। চাকচিক্য নেই। তবে আছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির বদলে যাওয়া ক্যানভাস। আপাত ছিমছাম আড়ম্বরহীন এই গ্রাম জেগে ওঠে বর্ষবরণের সময়ে। শুরু হয় খেরওয়াল তুকৌ উৎসব। তুকৌ বেশ প্রাচীন উৎসব। কথিত আছে প্রায় তিন দশক আগে শময়িতা মঠের প্রতিষ্ঠাতা সন্ন্যাসী ধারতি বাবা শুশুনিয়ায় এসেছিলেন বছরের শেষ দিনে। ভালো লেগে যায় তাঁর এই শিউলিবনার মানুষের সহজ সরল জীবনযাপন। এরপর মূলতঃ তাঁর উদ্যোগেই ওই গ্রামে শুরু হয় উন্নয়নের কাজ। দ্রুত বদলে যেতে থাকে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মান। তিন দশক আগে ধারতি বাবার আগমনের দিনটিকে স্মরনীয় করে রাখার পাশাপাশি বর্ষ বিদায় ও নববর্ষকে স্বাগত জানাতে তখন থেকেই শুরু হয় খেরওয়াল তুকৌ উৎসব। প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র গ্রামের মানুষই এই উৎসব শুরু করলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকটা। এখন শুধু বাঁকুড়া জেলা নয়, পুরুলিয়া, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, দুই বর্ধমান, মালদা, মুর্শিদাবাদ সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আদিবাসী মানুষেরা ধামসা মাদল নিয়ে হাজির হন শুশুনিয়ার কোলে। অসম, ও।শি, ঝা।খন্ড থেকেও আসেন আদিবাসী শিল্পীরা। বছরের শেষ দিনে শিউলিবনা গ্রামের প্রান্তের মাঠে লাগড়া, পাতা, সহরাই, দাশাই নাচে বছরের শেষ অস্তমিত সূর্যকে বিদায় জানান আদিবাসীরা। রাতভর খোলা আকাশের নিচে চলে নাচ গান। সবথেকে রোমাঞ্চকর মুহূর্ত তৈরি হয়, যখন নতুন বছরের সূর্য ওঠে। নাচে- গানে বরণ করা হয় নতুন সকালকে, আস্তে আস্তে নতুন রবির কিরণ পাহাড়ের কোলে এসে পড়ে, তৈরি হয় অপরূপ এক মুহূর্ত।

ঋষি ও সাধুরা মানবজাতিকে সংস্কৃতিবান করতে কঠিন যাত্রা করেছেন ঃ রাজনাথ সিং

মথুরা, ১ জানুয়ারি ঃ ঋষি ও সাধুরা মানবজাতিকে সংস্কৃতিবান করতে কঠিন যাত্রা করেছেন। সোমবার এই মন্তব্য করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি সোমবার বৃন্দাবনে সম্ভিদ গুরুকুলম গার্লস সৈনিক স্কুলের উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ভাষণে এদিন একথা বলেন রাজনাথ সিং। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, বাবা রামদেব এবং সাধ্বী ঋতম্ভরা। এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় রাজনাথ সিং বলেন, ঋষি ও সাধুরা মানবজাতিকে সংস্কৃতিবান করতে কঠিন যাত্রা করেছিলেন। তিনি আরও বলেন, যখন এরোপ্লেন, জাহাজ, ট্রেন,

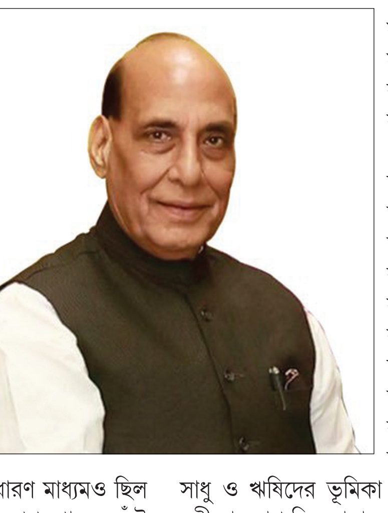

বাস, গাড়ি, এমনকি পরিবহনের সাধারণ মাধ্যমও ছিল না তখন সাধুরা অতি কঠিন দুর্গম পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেছেন। গুগল ম্যাপের মাধ্যমে কোন সুবিধা তখন পাওয়া যেত না। কিছু জায়গায় ভাষা ছিল ভিন্ন, কিছু জায়গায় সমাজ ছিল বর্বর ও হিংস্র, এমন অনেক সমাজও ইতিহাসে পাওয়া গেছে যেখানে সাধুদের অনেক মানুষ পছন্দ করেনি। যখন এত সমস্যা ছিল, তখন আমাদের সাধু-ঋষিদের, কে এমন অদম্য ও দুর্গম যাত্রা করতে অনুপ্রাণিত করেছিল সেটা সত্যিই ভাববার বিষয়। রাজনাথ সিং বলেন, সেই অনুপ্রেরণার পিছনে ছিল মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি এবং তাদের উন্নত ও সংস্কৃতিবান করার অনুভূতি। এই অনুভূতি আমাদের সাধু-ঋষিদের অনুপ্রাণিত করেছিল। যার কারণে সেই কঠিন সময়েও তাঁরা বিশ্বকে সভ্য করার জন্য পায়ে হেঁটে সমগ্র দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন। তিনি বলেন, যখন ভারত ছাড়া পৃথিবীর কোথাও কোনও সভ্যতা ও জ্ঞান ছিল না, সেসময় ঋষিরা আমাদের পূর্বপুরুষদের আদেশ দিয়ে বলেছিলেন- কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্, অর্থাৎ যাও, বিশ্বকে মহৎ কর, উন্নত কর, সংস্কৃতিবান কর। হৃদয় জয় করার এই সংকল্পই আমাদের সংস্কৃতিকে বিশেষ করে তুলেছে। এই সংকল্পকে উপলব্ধি করার জন্য আমাদের সাধু ও ঋষিদের ভূমিকা ভোলা যায় না। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানান, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমাদের সরকার যখন সৈনিক স্কুলে মেয়েদের ভর্তির অনুমোদন দিয়েছিল সেই সময়টি ছিল মহিলাদের উন্নতির অন্যতম সোনালী মুহূর্ত। তিনি বলেন, এদেশের নারী শক্তিরও দেশ রক্ষার যতটুকু অধিকার আছে পুরুষদেরও ততটাই আছে। আজ এখানে বালিকা সৈনিক স্কুল চালু হচ্ছে। এই গার্লস সৈনিক স্কুলটি আশেপাশের এলাকায় সেনাবাহিনীতে যোগদানকারী আগ্রহী মেয়েদের অবশ্যই অনুপ্রাণিত করবে।

নববর্ষে তারাপীঠে পুর্ণ্যার্থীদের উপচে পড়া ভিড়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ জানুয়ারি ঃ নতুন বছরের প্রথম দিনে তারাপীঠে উপচে পড়া ভিড় পুর্ণ্যার্থীদের। 'সারা বছর ভালো ভাবে কাটুক', এই কামনায় বছরে প্রথম দিনে তারা মা-কে পুজো দেন ভক্তরা। সোমবার সকাল থেকে হাজার হাজার পুর্ণ্যার্থী ভিড় করে। এদিন ভোরে মায়ের মঙ্গল আরতি দিয়ে পুজো শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, যে কোনও ছুটির দিন বা ভাল দিনেই পুজো দেওয়ার জন্য তারাপীঠে ভক্তদের ঢল নামে। এদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সকাল থেকেই তারাপীঠে উপচে পড়ে ভিড়। লম্বা লাইন দেখা যায় তারাপীঠের মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য। ভক্তদের ভিড় সামলাতে মন্দির কমিটি থেকে নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। তারা মায়ের গর্ভগৃহে ঢুকে কেউ মোবাইলে যাতে ছবি না তোলেন, সেই দিকে কড়া নজর রাখার জন্য আবেদন করে মন্দির কমিটি।

হলদিয়ায় পুড়ে ছাই তৃণমূলের পার্টি অফিস

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ১ জানুয়ারি ঃ তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনে তৃণমূলের পার্টি অফিস পুড়ে ছাই হলো। হলদিয়া পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ২১০ নম্বর বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে আগুন। ভবানীপুর থানা এলাকার রঘুনাথচকে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস আগুনে পুড়ে ছাই হলো। ভোর রাতে কে বা কারা তৃণমূলের পার্টি অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনে পুড়ে ভস্মিত হয়, পার্টি অফিসে থাকা কাগজপত্র আসবাবপত্র। ১ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন পার্টি অফিসে কর্মসূচি রয়েছে। কোথাও বা শীতবস্ত্র বিতরণ, কোথাও দুঃস্থদের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া। সেই প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনে হলদিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস পুড়লো। রাত ১২ টার সময় তৃণমূলের পার্টি অফিস থেকে তৃণমূল কর্মীরা বাড়ি যায়। সকালের লোকজন খবর পায় পার্টি অফিস পুড়ে ছাই। খবর পেয়ে সকালে তৃণমূলের নেতাকর্মীরা হাজির হয়। হলদিয়ার ভবানীপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কল্পতরু উৎসবে ভক্তদের ঢল মালদা রামকৃষ্ণ মিশনে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ জানুয়ারি ঃ কল্পতরু উৎসবে ভক্তদের ঢল নামল মালদা রামকৃষ্ণ মিশনে। সোমবার সকাল থেকে ভিড় দেখা যায় মালদা রামকৃষ্ণ মিশনে। ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি উত্তর কলকাতার কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে কল্পতরু হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। পুরাণ মতে, কল্পতরু হল এক বৃক্ষ। যার কাছে যা চাওয়া হবে, তাই পাওয়া যাবে। রবিবার কল্পতরু দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণর কাছে যা চাওয়া হবে, তা পাওয়া যাবে এমনই বিশ্বাস করেন ভক্তরা। তাই সারা বছর যাতে ভালো কাটে, সেজন্য ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে প্রার্থনা জানান অগনিত ভক্তবৃন্দ। এছাড়াও এদিন বেলুড় মঠ, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন, দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির সহ অন্যান্য মঠে ভক্তদের ভিড় জমেছে।

দুই যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার

সাব্রুম, ১ জানুয়ারি ঃ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বাইখোড়া থানার অধীন ঠাকুরছড়া এলাকায় রাস্তার উপর দুই যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান বাইক দূর্ঘটনায় ওই দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, বর্ষবিদায়ের রাতে সাব্রুমের মনুর বাসিন্দা রাজেশ ত্রিপুরা (১৮) এবং বিমল ত্রিপুরা (৩০) এর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে বাইখোড়ার ঠাকুরছড়া এলাকায়। প্রথম স্থানীয়রা মৃতদেহগুলি দেখতে পায়। তারপর খবর দেয়া হয় পুলিশে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। খবর দেওয়া হয় নিহত দুই যুবকের পরিবারকে। নিকটাত্মীয়রা হাসপাতালে গিয়ে মৃতদেহ সনাক্ত করেছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি বাইক উদ্ধার করেছে। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আজ সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস। বিভিন্ন স্থানে তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়গুলিতে এই প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এদিন শিলিগুড়ির দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ২৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন করা হলো। উপস্থিত হয়েছিলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব, দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পাপিয়া ঘোষ সহ আরো বিশিষ্ট তৃণমূল নেতৃত্ববৃন্দ।

বাংলায় বিকল্প রাজনীতির পোস্টার এবার শিলিগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ জানুয়ারি ঃ গোটা রাজ্যজুড়ে তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি। বছরের শেষ দিনে কলকাতা সহ অন্যান্য জেলাগুলিতে বাংলায় বিকল্প রাজনীতির পোস্টারে ছেয়ে যায়। এবার সেই পোস্টার পড়ল শিলিগুড়িতে। এই পোস্টারে নেই কোনও সংগঠন বা রাজনৈতিক দলের নাম। কে বা কারা এমন পোস্টার সাঁটল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এদিন সকালে শিলিগুড়ি শহরের একাধিক জায়গায় দেখা গেল রহস্যজনক পোস্টার। রাজ্যে বিকল্প রাজনীতির দাবি জানিয়ে পোস্টার, যাতে লেখা রয়েছে, 'বাংলার ভবিতব্য, বিকল্প রাজনীতি। বাংলায় বিকল্প রাজনীতি। কলকাতা থেকে জেলা, বছরের শেষ দিনে পোস্টার ঘিরে বিস্তর জল্পনা বঙ্গ রাজনীতিতে। নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর আনন্দে যখন সকলে মশগুল, ঠিক সেই সময় 'রহস্যময়' ফ্লেক্স ঘিরে শোরগোল পড়েছে শিলিগুড়িতে। তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা মুখপাত্র বেদব্রত দত্ত বলেছেন, এভাবে ধোঁয়াশাভরা পোস্টার গুরুত্বহীন। যদি কারও বিকল্প কিছু ভাবনা থাকে তাহলে সামনে এসে বলুন। এসব পোস্টার সেঁটে সাময়িক চর্চার বিষয় হওয়া যায়, বাস্তবে কোনও প্রভাব পড়ে না। উল্লেখ্য, রবিবার একই ছবি দেখা গিয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর বাসস্ট্যান্ড, কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গায়। সর্বত্রই তেরঙা কাগজে নীল ও সবুজ রঙে বড় হরফে লেখা 'বাংলায় বিকল্প রাজনীতি'। যদিও পোস্টারে কারও নাম ছিল না, যা নিয়ে শুরু হয়েছে গুঞ্জন।

ধর্মঘটের ডাক গৌড়বঙ্গ বাস ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ জানুয়ারি ঃ সোমবার থেকে মালদা জেলায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে গৌড়বঙ্গ বাস ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। স্বাভাবিকভাবেই, চূড়ান্ত দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে সাধারণ যাত্রীদের। স্থানীয় তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের উপরে অভিযোগের আঙুল তুলেছে ওই সংগঠন। মালদা জেলার তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের বিরুদ্ধে বাস মালিকদের হেনস্থার অভিযোগ। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও দুর্ব্যবহার করার প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁরা। গৌড়বঙ্গ বাস ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অনন্ত চক্রবর্তী জানান, দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতারা শ্রমিকরা বাস মালিকদের সঙ্গে অসভ্য আচরণ করছে। পাশাপাশি আরটিওর নিয়ম মত বাস চালানোর ক্ষেত্রে যে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সেটা লঙ্ঘন করে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন ইচ্ছেমতো বাস চালাচ্ছে। যার ফলে সরকারের নিয়ম কেউ তাঁরা মানছে না বলে দাবি। বাস মালিকদের গৌড়কন্যা বাসস্ট্যান্ডেও যেতে দিচ্ছে না। এর বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করলে বাস মালিকদের হেনস্থার মুখে পড়তে হচ্ছে। গৌড়বঙ্গ বাস ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের আরও দাবি, এই বিষয়ে বহুবার জেলা তৃণমূলের নেতৃত্বকে বাস মালিকরা অভিযোগ জানিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা থেকে শ্রমিকদের 'বাড়বাড়ন্ত' কমছে না বলে দাবি তাঁদের। এই 'জুলুমবাজির' কারণে বাস মালিকরা রীতিমতো বাস চলাচলের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ছে। উল্লেখ্য, মালদা জেলায় মোট ১৭০ টি বাস বিভিন্ন রুটে চলাফেরা করে। তার মধ্যে অধিকাংশই বাস গৌড়বঙ্গ বাস অনার্স ওয়েলফেয়ার অস্যোসিয়েশনের বাস মালিকদের। যে কারণে প্রচণ্ড দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হবে সাধারণ যাত্রীদের।

ডান্ডা ধরলে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাবে -হুঁশিয়ারী হুমায়ুন কবিরের

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১ জানুয়ারি ঃ যেদিন ডান্ডা ধরব সেদিন

আলাদা করে যারা দোকান খুলছেন তাদের ঝাঁপ বন্ধ করে দেবো - বছরের প্রথম দিনেই দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে হুঁশিয়ারী বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের। সালারে তৃণমূলের নেতারা নাকি আলাদা ভাবে দোকান খুলেছেন। হ্যাঁ এমনই মন্তব্য করলেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। সোমবার মঞ্চে কেক কেটে দলের ২৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেন তৃণমূলের কিছু নেতা আলাদাভাবে দোকান খুলে বসে আছে, আমরা যদি সিপিএম বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি তাহলে নিজেদের ঘরে যে সমস্ত গাদ্দাররা বসে আছে তাদের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে আমার বেশি সময় লাগবে না। দলের স্বার্থে প্রয়োজনে ডান্ডা নিয়ে তাদের জব্দ করে দেবো। মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির বরাবরই স্পষ্টবাদী ও বিদ্রোহী নেতা হিসেবে পরিচিত। এবার সেই স্পষ্টবাদী তৃণমূল বিধায়ক দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আবারো বিস্ফোরক মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। সামনে লোকসভা ভোটের আগে প্রকাশ্যে চলে এলো গোষ্ঠীকোন্দল ও তৃণমূলের অন্তর কলহ।

PUBLIC NOTICE

Original Deed of Conveyance dated 31.08.1963 between Kalicharan Garodia & Ors. And Mathura Prasad Saraff & Ors. registered with the Registrar of Calcutta in Book No. I as Deed No. 5349 for the year 1963 relating to Premises No. 6 St. George's Gate Road, Hastings, Kolkata - 700 022 has been lost. Anybody finding the same may kindly inform the undersigned on his mobile number mentioned below to enable the undersigned to collect the same.

Niranjan Lall Saraff
Suresh Kumar Saraff
Vinay Saraff
9831078131

OFFICE OF THE
ONDA II GRAM PANCHAYAT
PATRAHATI★ MAKARKOLE★ONDA★BANKURA

Notice Inviting e Tender

1) NIeT- 17/2023-24 (Tender ID-2023_ZPHD_634696)
2) NIeT- 18/2023-24 (Tender ID-2023_ZPHD_634774)

Onda-ll invites percentage rate e- Tender 17/23-24 for 5 no work & e- Tender 18/23-24 for 4 no work. Last date of Documents Download and Bid Submission is 06/01/24 at 6:30 p.m. For Details Please Visit Website:wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Onda II Gram Panchayat

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

ঝকঝকে হবে ত্বক, ট্রাই করুন কফি ও কলার ফেসপ্যাক

কফি এবং কলা, এই দুই উপাদান কিন্তু ত্বকের জন্য খুব উপকারি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কফি ত্বকে বলিরেখা পড়তে দেয় না। আর কলা ত্বক করে উজ্জ্বল এবং মসৃণ! আর এই দুই উপাদান যখন মিলে যায়, তখন ম্যাজিক তৈরি হয়।

১) শুস্ক ত্বকে দারুণ কাজ করে কলা। একটা কলাকে চটকে নিয়ে তারমধ্যে কিছুটা পরিমাণ মধু মিশিয়ে নিন। আর কিছু পরিমাণ কফি মিশিয়ে ফেসপ্যাক তৈরি করুন। কিছুক্ষণ মুখে লাগিয়ে ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিন। এতে ত্বক ঝকঝকে হয়ে উঠবে।

২) হালকা গরম জলে এক চামচ কফি মিশিয়ে নিন। রাতে শোয়ার আগে এই ফেসপ্যাক ব্যবহার করুন। শুকিয়ে গেলে উষ্ণ জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এতে মুখের বলিরেখা কমবে।

৩) কলার খোসার মধ্যে কিছু পরিমাণ কফি এবং মধু ঢেলে দিন। সেই খোসাটা নিয়ে স্ক্রাবারের মতো করে মুখে ঘষতে থাকুন কয়েক মিনিট। এতে ত্বক ঝকঝকে হবে এবং বলিরেখা পড়বে না।

৪) হাঁটু, কনুই, বগলে যদি কালো ছাপ পড়ে তাহলে কলার খোসায় মধু, লেবুর রস মিশিয়ে ঘষে নিন। দেখবেন দ্রুত কালো ছোপ দূরে হবে।

৫) দিন দিন ঠোঁটের রং কালো হয়ে যাচ্ছে? কোনও চিন্তা নেই। কলার ছোট টুকরো করে নিন। তার মধ্যে অল্প কফি মিশিয়ে নিয়মিত ঠোঁটে লাগালেই কালো ছোপ দূর হবে।

চুল পরে মাথায় টাক হয়ে যাচ্ছে, ভরসা রাখুন এই খাবারগুলিতে

চুল পরার সমস্যায় আমরা সকলেই প্রায় কমবেশি ভুগি। আর চুলকে আরোও ঘন রাখতে এবং নতুন চুল গজাবার জন্য আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয়। না হলে কিন্তু আমাদের নানান সমস্যা পরতে হয়। চুল কীভাবে বড় করবেন, কীভাবে সুন্দর রাখবেন এবং যাতে আপনার মাথা থেকে গোছা গোছা চুল না পড়ে যায় তার জন্য নিত্যদিনের খাদ্য তালিকায় এই খাবারগুলি রাখতে হবে আপনাদের, দেখুন সেই খাবারের মধ্যে কোন কোন খাবার রাখবেন।

ডিম- ডিম খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো, এটি প্রোটিনের একটি মূল উৎস। চুল ঘন করতে ও আরোও লম্বা করতে আপনি নিত্যদিন খাদ্য তালিকায় রাখতে পারেন ডিম। যদি পারেন রোজ ব্রেকফাস্টে আপনি একটি করে ডিম সেদ্ধ খেতেই পারেন। সবুজ শাকসবজি সবুজ শাকসবজি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো। যদি পারেন রোজ খাদ্য তালিকায় রাখুন পালংশাক। এতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে। থাকে প্রোটিনও। আয়রন থাকার কারণে আপনার চুল কিন্তু সহজেই পড়ে যাবে না। চুলের গোড়া থেকে মজবুত থাকবে এবং চুল কিন্তু সহজে পড়বে না। সাইট্রাস ফল সাইট্রাস ফলে প্রচুর

পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে। কারণ এই ফলের মধ্যে পরে কমলালেবু, লেবু, আমলকি ইত্যাদি। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকায় আপনার ত্বক কিন্তু খুব ভালো হবে। এমনকি চুলের গোড়াও মজবুত হবে। দ্রুত চুল গজাবে চুল কিন্তু কখনোই পরে যাবে না। গাজর যদি আপনি চুল বাড়াতে চান এবং ঘন রাখতে চান তাহলে নিত্যদিনের খাদ্য তালিকায় রাখুন। আপনি গাজরের রস খেতে পারেন। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন থাকে। যা আপনার চুলকে ভালো রাখবে। যদি পারেন গাজর খেতে পারেন। গাজর দিয়ে স্যালাড খেতে পারেন। যদি শীতকালীনও সবজি এটি, বর্তমানে বারো মাসই কিন্তু এটি বাজারে পাওয়া যায়। অ্যাভোকাডো অ্যাভোকাডোতে প্রচুর উপকারিতা রয়েছে, এতে ভিটামিন ই, কে, ফাইবার ইত্যাদি থাকে। এগুলি যদি রোজ সকালে আপনি খান। তাহলে আপনার শরীর সুস্থ থাকবে। যা আপনার হার্ট ভালো রাখে। এতে প্রচুর পরিমাণে মনোস্যেচুরেটেড ফ্যাট থাকে। এই এটি আপনার হার্ট ভালো রাখতে সক্ষম। শুধু তাই নয়, কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতেও পারে, তাই দেরি না করে আজ থেকেই এগুলিক খাওয়া শুরু করে দিন।

সব পোশাকের সঙ্গে যেভাবে পরবেন কেডস

ফ্যাশনের ভাষায় এখন একটা কথা বেশ ট্রেন্ডি। সেটা হলো 'লেস ইজ মোর', অর্থা কমই বেশি। অনা।স্বর ফ্যাশনের যুগে তাই স্টাইল স্টেটমেন্ট তৈরি করতে নিজের স্বাচ্ছন্দ্য আর আরামকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন ফ্যাশন-সচেতন মানুষেরা। এমন কিছু পরা যাবে না, যেখানে আরাম নষ্ট হয়। এটাই একুশ শতকের ফ্যাশনের মূলমন্ত্র। সেদিক থেকে পোশাকের সঙ্গে অন্যতম ফ্যাশন অনুষঙ্গ হিসেবে জুতার কথা আসবেই। স্টাইলের সঙ্গে ষোলো আনা আরাম দেয় কেডস।পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশকজুড়ে অড্রে হেপবার্ন, মেরিলিন মনরোর মতো বিখ্যাত তারকারা কেডসকেই করে নিয়েছিলেন ফ্যাশনের সঙ্গী। তবে কেডস তখন পরা হতো শার্ট, প্যান্ট, টপ বা স্কার্টের মতো নির্দিষ্ট কিছু পোশাকের সঙ্গে। বেশ কয়েক বছর আগেও এই চল ছিল। তবে এখনকার চিত্রটা একদম উল্টো। কেডস পরা হয় সব ধরনের পোশাকের সঙ্গেই। কেউ আরামের জন্য আকর্ষণীয় হিলকে বিদায় জানিয়ে কেডস বেছে নিচ্ছেন বিয়ের পোশাকের সঙ্গে। কেউ কেউ পার্টি বা অনুষ্ঠানে স্যুট-প্যান্টের সঙ্গেও কেডস পরছেন। আবার কেউ লুকে ফিউশন আনতে প্রাধান্য দিচ্ছেন এই অনুষঙ্গকে।

উত্তর পূর্ব রেল প্রশাসন নিম্নরূপ ট্রেনগুলি বাতিল করবে

গোরখপুর, ১ জানুয়ারী ঃ পশ্চিম মধ্য রেলওয়ের নিশাতপুরা স্টেশনে প্রাক-নন ইন্টারলক এবং নন ইন্টারলক কাজের পরিপ্রেক্ষিতে, রেল প্রশাসন নিম্নরূপ ট্রেনগুলি বাতিল করবে।- ১৯৪২১ আহমেদাবাদ-পাটনা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ১৪ জানুযারী, ২০২৪ তারিখে আহমেদাবাদ থেকে চলমান বাতিল থাকবে।- ১৯৪২২ পাটনা-আহমেদাবাদ সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ১৬ জানুযারী, ২০২৪ তারিখে পাটনা থেকে চলা বাতিল থাকবে।

রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে রেলের সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং অবৈধ পণ্য সনাক্তকরণ সহ যাত্রীদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালায়। একই ধারাবাহিকতায়, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী এবং অপরাধ গোয়েন্দা শাখা, ভাটনীর যৌথ নজরদারির সময়, একজন ব্যক্তি রেলওয়ের সম্পত্তি, সিগন্যাল তার, প্যান্ডেল ক্লিপ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েন লেভেল ক্রসিং নম্বর-১১৭ 'এ' এর কাছাকাছি। ভাটনী ইয়ার্ড থেকে বের হওয়ার সময় গ্রেফতার করা হয়। ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩-এ, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী এবং অপরাধ গোয়েন্দা শাখা, চাপড়ার তথ্যদাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, দোকানের অপারেটরকে কোর সিগন্যাল কেবল, প্যান্ডেল ক্লিপ সহ চাপড়ার গ্রাম-করিঙ্গাতে অবস্থিত একটি জাঙ্কের দোকান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। RE DA বক্স ফিটিং।২৯ শে ডিসেম্বর, ২০২৩-এ, বিভাগীয় নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, লখনউ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী, লখনউ দ্বারা ট্রেন নম্বর ১২২৩০ থেকে একজন যাত্রীর রেখে যাওয়া একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছিল। যাত্রী উপস্থিত হলে তার হাতে মোবাইল তুলে দেওয়া হয়। ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ, বিভাগীয় নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, বারাণসী থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, ট্রেন নম্বর ১৫৭০৮ থেকে একজন যাত্রীর বাম ব্যাগ উদ্ধার করা হয়েছিল। ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩-এ যাত্রীর উপস্থিতিতে ব্যাগটি হস্তান্তর করা হয়েছিল। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ, ডিভিশনাল সিকিউরিটি কন্ট্রোল রুম, বারাণসী থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স, দেওরিয়া ট্রেন নম্বর ১৫০০৮ থেকে যাত্রীর বাম লাগেজ উদ্ধার করে। তার উপস্থিতিতে যাত্রীর হাতে লাগেজ হস্তান্তর করা হয়।

মহিলাদের কর্মসংস্থান পথে রোটারী ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২৯১

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারি ঃ স্বাস্থ্যই সম্পদ। অসুস্থ হলে যেমন ডাক্তারের প্রয়োজন, তেমনই সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেবিকা (নার্স)-র প্রয়োজন। বর্তমান স্বাস্থ্য পরিষেবায় নার্সের ঘাটতি আছে।সেই ঘাটতি পূরণ করতে অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছে রোটারী ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২৯১। সম্প্রতি নেহেরু চিলড্রেন মিউজিয়ামে জেনারেল ডিউটি অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যান্ড নার্সিং ট্রেনিং নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন দেবী প্রসাদ বসু, সুবিমল ভট্টাচার্য, অসিত সিনহা, মৃনাল ব্যানার্জি, অমিতাভ বোস, সুভাষ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিত জানা প্রমুখ।আগামী ৪ জানুয়ারি থেকে ৬মাসের থ্রিওটিক্যাল ও ৬মাসের প্যাকট্রিক্যাল নার্সিং ট্রেনিং শুরু হবে। অতি স্বল্প খরচে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে রোটারী ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২৯১।

'বাদ পড়বে না ইরানও', নতুন বছরেও যুদ্ধ জারি রাখার হুঙ্কার নেতানিয়াহুর

তেল আভিভ, ১ জানুয়ারি ঃ এখনও বহুদিন ধরে গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলবে। বাদ যাবে না ইরানও । নতুন বছরে শান্তির প্রার্থনার মধ্যেই হুঙ্কার বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর । হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে লেবানন সীমান্ত থেকেও ইজরায়েলের বিরুদ্ধে হামলা চালানো হয়েছে। তার প্রেক্ষিতেই ইরানকে হুঁশিয়ারি নেতানিয়াহুর। বছরের শেষদিনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন নেতানিয়াহু। সেখানে সাফ জানিয়ে দেন, গাজার দক্ষিণে মিশরের সঙ্গে সীমান্ত এলাকাটি ইজরায়েলের নিয়ন্ত্রণে থাকা দরকার। অবিলম্বে এই অঞ্চলে যাতায়াত বন্ধ করে দিতে হবে। সেটা না হলে গাজায় সন্ত্রাসের বা।বা।ন্ত থামানো যাবে না। ইজরায়েল চায় গাজাকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে। প্রসঙ্গত ইজরায়েলের তরফে একাধিকবার বলা হয়েছে, গাজা থেকে হামাসকে একেবারে নিঃশেষ করে দিতে হবে। তাহলেই আরও সুরক্ষিত হবে গোটা দেশ। আগামী কিছুদিনের মধ্যে যুদ্ধ থামার কোনও ইঙ্গিত মেলেনি ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কথায়। বরং নতুন উদ্যমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চান নেতানিয়াহু। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, পুরোদমে যুদ্ধ চলছে। সবরকমভাবেই যুদ্ধ করছে দেশের বাহিনী। তবে জয়লাভ করতে এখনও দেরি আছে। আমাদের সেনাপ্রধানও বলেছেন, আরও অনেক মাস যুদ্ধ চলবে। সেই সঙ্গে ইরানকেও সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী। হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে লেবানন সীমান্ত থেকেও ইজরায়েলের বিরুদ্ধে হামলা চালানো হয়েছে। তার প্রেক্ষিতেই হুঁশিয়ারি দিয়ে নেতানিয়াহু বলেন, হেজবোল্লা যদি এইভাবে হামলা চালিয়ে যায় তাহলে এমন আক্রমণের মুখে প।বে ওরা, যা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। একই কথা খাটে ইরানের জন্যও। তবে ইজরায়েল কি ইরানের বিরুদ্ধে সরাসরি হামলা প্রস্তুতি নিচ্ছে? সেই প্রশ্নের উত্তর মেলেনি।

ওড়িশা থেকে পায়ে হেঁটে অযোধ্যার পথে ২ তরুণ! যাত্রাপথে বোঝাবেন আধ্যাত্মিকতা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক ঃ ওড়িশার গঞ্জাম জেলার বেরহামপুর থেকে ব্যাগে গেরুয়া পতাকা ও মুখে 'শ্রীরাম' ধ্বনি নিয়ে প্রায় ১,৪০০ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে অযোধ্যা যাচ্ছেন দুই যুবক। দুই যুবকের নাম কুরেশ বেহেরা এবং সোনু বিসোই। রবিবার বেরহামপুর থেকে অযোধ্যার উদ্দেশে যাত্রা করেন তাঁরা। তার আগে স্থানীয় রামমন্দিরে পুজো দেন। কুরেশ বেহেরা এবং সোনু বিসোই দু'জনেই বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন। রবিবার বেরহামপুর থেকে অযোধ্যার উদ্দেশে যাত্রা করেন তাঁরা। তার আগে স্থানীয় রামমন্দিরে পুজো দেন। এর পর ব্যাগ কাঁধে রওনা দেন। ব্যাগে রয়েছে গেরুয়া পতাকা। মুখে 'শ্রীরাম' ধ্বনি। গ্রামের অনেকেই তাঁদের সঙ্গে ১০-১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তার পর তাঁরা আবার ফিরে আসেন। অযোধ্যার দিকে এগিয়ে যান কুরেশ এবং সোনু। কুরেশ জানিয়েছেন, পথে প্রথম দিনে অনেকেই তাঁদের উদ্দেশে 'শ্রীরাম' ধ্বনি দিচ্ছেন। তাঁর কথায়, '৩০ থেকে ৩৫ কিলোমিটার হাঁটার লক্ষ্য স্থির করেছি। আগামী ৪০ দিন ধরে পথ চলব। মন্দির উদ্বোধনের

অনুষ্ঠানে থাকতে পারব না। তবে তার পরে মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করব।'' বিসোই জানান, নিজের চোখে মন্দিরে এক বার অন্তত রামলালাকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চান তিনি। দু'জনে জানিয়েছেন, পথে মন্দিরে রাত কাটাবেন তাঁরা। যাতায়াতের পথে মানুষকে বোঝাবেন, অধ্যাত্মিক পথে চলা কতটা জরুরি। এর আগে মহারাষ্ট্র থেকে পায়ে হেঁটে অযোধ্যার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন এক মুসলিম তরুণী। শবনম নামে ওই তরুণী জানিয়েছিলেন, রাম সব ধর্ম নির্বিশেষে সকলের। রামের কাছে যেতে হিন্দু হতে হয় না।

ঝাড়খণ্ডে রোড ডিভাইডারে গাড়ির ধাক্কায় মৃত ৬, আহত ২

জামশেদপুর, ১ জানুয়ারি ঃ ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর শহরে একটি গাড়ির সঙ্গে ডিভাইডারের ধাক্কা লেগে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। ২ জন আহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার সকালে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর শহরে একটি ডিভাইডারের সঙ্গে গাড়ির ধাক্কা লেগে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে সেইসঙ্গে ২ জনের আহত হওয়ার খবরও পাওয়া গিয়েছে। একজন পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, সোমবার ভোর ৫টা নাগাদ বিস্তুপুর থানা এলাকার সার্কিট হাউস স্কোয়ারের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। জামশেদপুরের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ কৌশল কিশোর জানিয়েছেন, আটজন ব্যক্তি একটি পাঁচ সিটের গাড়িতে করে আসছিল। তাদের গাড়িটি প্রথমে একটি রাস্তার ডিভাইডারে এবং তারপরে একটি রাস্তার পাশের খুঁটিতে ধাক্কা দেয়। আটজনের মধ্যে পাঁচজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। তিনজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে আরও একজনের মৃত্যু হয়। বাকি দুজন বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এসএসপি বলেন, গাড়িটি প্রচণ্ড গতিতে ছিল বলেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনার প্রভাব এতটাই বেশি ছিল যে আটজনই গাড়ির ভিতরে আটকে পড়েছিল। গাড়ির ভেতর থেকে তাদের বের করতে গ্যাস কাটার ব্যবহার করা হয়। তিনি আরও জানান, এরা সবাই সরাইকেলা-খারসওয়ান জেলার আরআইটি থানা এলাকার বাসিঃ দা। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন।

২ জানুয়ারি জম্মু-কাশ্মীর সংক্রান্ত বিষয়ে উচ্চস্তরের নিরাপত্তা পর্যালোচনা বৈঠক অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ২ জানুয়ারি নয়াদিল্লিতে জম্মু-কাশ্মীর সংক্রান্ত বিষয়ে উচ্চস্তরের বৈঠক করবেন। জম্মু-কাশ্মীরের রাজৌরি এবং পুঞ্চ জেলার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব এ কে ভাল্লা, জম্মু ও কাশ্মীরে নিযুক্ত শীর্ষস্থানীয় এমএইচএ আধিকারিক, আধাসামরিক বাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলির প্রধান, মুখ্য সচিব অটল দুল্লু, আর্থিক কমিশনার এবং অতিরিক্ত মুখ্য সচিব স্বরাষ্ট্র আর কে গোয়েল, পুলিশের ডিজিপি

আরআর সোয়াইন এবং অতিরিক্ত ডিজিপি আইন ও শৃঙ্খলা বিজয় কুমারের বৈঠক উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। গত কয়েকদিনে রাজৌরি এবং পুঞ্চ জেলায় সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় ১৯ জন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী ৩০জন জঙ্গিকে শেষ করেছে। আগামীকালের বৈঠকে জঙ্গি বিরোধী অভিযানের এজেন্ডা নির্ধারিত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এরআগে ২৭ জানুয়ারী পুঞ্চ ও রাজৌরি গিয়েছিলেন রাজনাথ সিং। সেখানে গিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত বিষয়ে জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলেন।

উত্তরপাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া, ১ জানুয়ারি ঃ পয়লা জানুয়ারি ইংরেজি শুভ নববর্ষ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস বা জন্ম দিবস এদিন হুগলির উত্তরপাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হলো। উত্তরপাড়া পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে মাখলা ঝিলপুকুর পাড়ে তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে সোমবার সকাল দশটায় এই উপলক্ষে উত্তরপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ যাদব পতাকা উত্তোলন করলেন । এইসঙ্গে ঘাসফুল আঁকা সুদৃশ্য কেক কেটে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মদিন পালন করা হলো। একই সঙ্গে ১২০ জন ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের হাতে খাদ্য সামগ্রির প্যাকেট তুলে দিলেন পুরচেয়ারম্যান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ যাদব বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা ১৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর শ্রীমতি ডলি ঘোষ যাদব ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট পীযূষ গুপ্ত স্থানীয় কাউন্সিলর অর্ণব রায় সহ বিশিষ্টরা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কাউন্সিলর অর্ণব রায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন এই দিনটি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস ও জন্মদিন সেই হিসেবে এখানে জন্মদিন পালন করা হলো। আমরা সবাই তৃণমূল কর্মীরা তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মদিন পালন করলাম আমাদের সবাইকে সাধারণ মানুষের পাশে থাকতে হবে সবাই মিলে একসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন শক্তিশালী করতে হবে।

জাতীয় টিটি চ্যাম্পিয়নকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মেট্রোর মহাব্যবস্থাপক

কলকাতা, ১ জানুয়ারি ঃ শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে আজ, অর্থাৎ ০১.০১.২০২৪ তারিখে ৮৫ তম সিনিয়র ন্যাশনাল ও ইন্টার-স্টেট টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৩-এ জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য মেট্রো রেল ভবনে শ্রীমতি পয়মন্তী বৈশ্যকে সংবর্ধনা দিয়েছেন। শ্রীমতি পয়মন্তী একজন মেট্রো কর্মী, সম্প্রতি হরিয়ানার পঞ্চকুলায় মহিলাদের একক বিভাগে অনুষ্ঠিত ৮৫ তম সিনিয়র ন্যাশনাল এবং ইন্টার-স্টেট টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৩-এ স্বর্ণপদক জিতেছে। রেলওয়ে স্পোর্টস প্রমোশন বোর্ডের প্রতিনিধিত্ব করে, তিনি এই চ্যাম্পিয়নশিপে মিশ্র দ্বৈত ইভেন্টে মহিলাদের ডাবলসে সোনা এবং রৌপ্য জিতেছেন। শ্রী রেড্ডি আসন্ন সমস্ত টুর্নামেন্টের জন্য তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

জাপানে ভূমিকম্পের পর ভারতীয় দূতাবাস দেশের নাগরিকদের জন্য জরুরি নম্বর জারি করেছে

টোকিও, ১ জানুয়ারি ঃ সোমবার জাপানে শক্তিশালী ভূমিকম্প এবং সুনামির পরে, ভারতীয় দূতাবাস একটি জরুরি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করেছে এবং ভারতীয় নাগরিকদের জন্য জরুরি নম্বর জারি করেছে। দূতাবাস জানিয়েছে, কোনও সহায়তার জন্য, কেউ নিম্নলিখিত জরুরি নম্বর এবং ই-মেইল আইডিতে যোগাযোগ করতে পারেন। দূতাবাস সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে বলে জানা গেছে। এই টেলিফোন নম্বরগুলি হল ৮১-৮০-৩৯৩০-১৭১৫ (ইয়াকুব টপনো) ৮১-৭০-১৪৯২-০০৪৯ (অজয় শেঠি) ৮১-৮০-৩২১৪-৪৭৩৪ (ডিএন বারানওয়াল) ৮১-৮০-৬২২৯-৫৩৮২ (এস ভট্টাচার্য) ৮১-৮০-৩২১৪-৪৭২২ (বিবেক রাঠী)। এগুলি ছাড়াও, দুটি প্রধান ই-মেইলও জারি করা হয়েছে, যেগুলি হল sscons.tokyomea.gov.in এবং offffseco.tokyomea.gov.in ।

উত্তর বঙ্গে রেল উন্নয়নের লক্ষ্যে বালুরঘাট-শিয়ালদহ নতুন এক্সপ্রেসের শুভ সূচনায় রেলমন্ত্রী

মালিগাঁও, ০১ জানুয়ারিঃ কেংদ্রীয় রেলওয়ে, যোগাযোগ, বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ নতুন দিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সিঙের মাধ্যমে বালুরঘাট ও শিয়ালদহের মধ্যে একটি নতুন দৈনিক এক্সপ্রেস ট্রেনের শুভ সূচনা করেন। এই নতুন ট্রেনটি তার পরিষেবা ক্ষেত্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সাহায্য করবে। এছাড়া ট্রেনটি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে এই রাজ্যের রাজধানী কলকাতার সাথে সংযুক্ত করবে। রেলমন্ত্রী এই পরিষেবাকে রাজ্যবাসী বিশেষ করে উত্তর বঙ্গের জেলাগুলির জনগণের প্রতি নতুন বছরের উপহার হিসেবে আখ্যায়িত করেন।অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে রেলমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে লক্ষ্য ধার্য করেছেন তার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য বর্তমান বিত্তীয় বর্ষে ১১,৯৭০ কোটি টাকার বরাদ্দ সম্পর্কে উল্লেখ করেন। অমৃত ভারত স্টেশন উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে উত্তরবঙ্গের ২৬টি স্টেশন সহ পশ্চিমবঙ্গের ৯৮টি স্টেশনকে বিশ্বমানের স্টেশনে রূপান্তর করা হবে। এই প্রকল্পের অধীনে উন্নয়নের জন্য বালুরঘাট রেলওয়ে স্টেশনকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রেলমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন যে বালুরঘাট ও হিলি স্টেশনের মধ্যে নতুন রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের জন্য ৬৩৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। এছাড়া তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্টেশনে ফুট ওভার ব্রিজ, লিফ্ট, এসকেলেটর

ইত্যাদি যুক্ত করে বিভিন্ন যাত্রী সুবিধার ক্ষেত্রে হওয়া বিশাল উন্নয়ন সম্পর্কেও উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে বালুরঘাট স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট থেকে লোকসভার মাননীয় সাংসদ ড. সুকান্ত কুমার মজুমদার এবং রেলওয়ের অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকরা। ভিডিও কনফারেন্সিঙের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বালুরঘাটের বিধায়ক ড. অশোক কুমার লাহিড়ী এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব। নতুন চালু হওয়া ট্রেন নং. ১৩১৮৯১৩১৯০ শিয়ালদহ-বালুরঘাট-শিয়ালদহ এক্সপ্রেসটি বালুরঘাট থেকে সন্ধ্যা ০৭.০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে শিয়ালদহ পৌঁছবে পরের দিন সকাল ০৪.২০ ঘণ্টায়। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেনটি শিয়ালদহ থেকে রাত ১০.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে বালুরঘাটে পৌঁছবে পরের দিন ০৮.৩০ ঘণ্টায়। এই ট্রেনটি তার যাত্রাপথে ১৩টি স্টেশন যেমন তথা রামপুর বাজার, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর, গাজোল, একলাখি, মালদা টাউন, নিউ ফারাক্কা, জঙ্গিপুর রোড, আজিমগঞ্জ, কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম, বান্ডেল এবং নৈহাটি স্টেশনে থামবে। ট্রেনটির দৈনিক যাত্রা শুরু হবে শিয়ালদহ থেকে ২ জানুয়ারি, ২০২৪ এবং বালুরঘাট থেকে ৩ জানুয়ারি, ২০২৪ থেকে। যাত্রীদের ভ্রমণের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছ ঃদ্য বৃদ্ধি করতে ট্রেনটি আধুনিক এলএইচবি কোচের সাথে চলাচল করবে।

ভূমিকম্প জাপানে

টোকিও, ১ জানুয়ারি ঃ বছরের প্রথম দিনেই বড়সড় বিপর্যয় জাপানে। নতুন বছরের শুরুতেই জোরাল ভূমিকম্পে কাঁপল জাপান। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৬। ভূমিকম্পের ফলে জারি হল সুনামির সতর্কতা। ইতিমধ্যেই ওয়াজিমা উপকূলে ১.২ মিটার ঢেউ ওঠা শুরু হয়েছে। ফলে ভূমিকম্পের ঠিক পরেই শুরু হয়ে গিয়েছে সুনামি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Ajmira Bibi Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Rajab Ali Mondal, ঠিকানা Vill- Soladana, P.O.- Soladana, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743429, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 30.12.2023 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Tajmira Bibi Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Tajmira Bibi Mondal (নতুন নাম) এবং Mohame Nurul Huda (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Mohame Nurul Huda (পুরাতন নাম) পিতা Raihan Ali, ঠিকানা Vill- Maricha, P.O.- Chak Borali, P.S.- Bhangar, Dist- South 24 Pgs, Pin- 743502, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 30.12.2023 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Nurul Huda (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Nurul Huda (নতুন নাম) এবং Mohame Nurul Huda (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Yusuf Gazi (পুরাতন নাম) পিতা Md Younus Ali Gazi, ঠিকানা Vill- Basirhat Paschimpara, P.O.- Basirhat College, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743412, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 30.12.2023 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Yusuf Gazi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md Yusuf Gazi (নতুন নাম) এবং Yusuf Gazi (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Sahin Parvin (পুরাতন নাম) স্বামী Md Dilshad, ঠিকানা -l- ৪১ /১, Kasai Para Lane, P.O.- Garden Reach, Kolkata, Pin- 700024, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, ৩০ /১২ /২০২৩ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sahin Parveen (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sahin Parveen (নতুন নাম) এবং Sahin Parvin (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Prayesh Tamang (পুরাতন নাম) পিতা Nirmal Tamang, ঠিকানা School Gaon, Nehur Balason T. E. , P. O.- Sonada, Darjeeling, Pin- 734209, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 30,12,2023 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Prayash Tamang (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Prayash Tamang (নতুন নাম) এবং Prayesh Tamang (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

নাম পরিবর্তন

আমি, Sabina Rai Tamang (পুরাতন নাম) স্বামী Prayash Tamang, ঠিকানা - School Gaon, Nahori Tea Garden (Balasom), P. O.- Sonada, Darjeeling, Pin- 734209, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, ৩০.১২.২০২৩ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sabina Rai (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sabina Rai (নতুন নাম) এবং Sabina Rai Tamang (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Chandni Korwani (পুরাতন নাম) পিতা Parshottam Korwani, ঠিকানা Lake Apartment Block B 602, 210 Jessore Road, Lake Town Bus Stop, Lake Town, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700089, West Bengal, India,আলিপুর আদালতে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, Dated ১৭০২২০২০ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Chandni Parshottam Korwani (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Chandni Parshottam Korwani (নতুন নাম) এবং Chandni Korwani (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

Name Change

I ABDUL RASID MONDAL, S/O ALI MOHAMAD, R/O MAKRA, PO THOARA, PS BAGDHA, BONGAON, PIN-743297, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL RASHID MONDAL, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/12/2023, ABDUL RASHID MONDAL AND ABDUL RASID MONDAL SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I AJIJA BAGAM LAYEK,WIFE OF OBAD ALI LAYEK, RESIDING AT MOHONPUR,PO-AMADPUR, BARDHAMAN -713154,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AZIZA KHATUN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/12/2023.THAT AJIJA BAGAM LAYEK AND AZIZA KHATUN ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SEKH KAMAL ALI,SON OF LATE SK MOKSHED ALI, RESIDING AT VILL- MAMUDPUR,PO& PS-DASPUR,WEST MEDINIPUR - 721211,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK KAMAL ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/12/2023.THAT SEKH KAMAL ALI AND SK KAMAL ALI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I UMESH KUMAR JHAWAR,SON OF SUNDAR LAL JHAWAR, RESIDING AT 9 BECHARAM CHOWDHURY LANE,PO-HOWRAH,PS-GOLABARI, HOWRAH-711101,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS UMESH JHAWAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/12/2023.THAT UMESH KUMAR JHAWAR AND UMESH JHAWAR ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MAHESH BHARPILANIA, S/O LAXMI NARAYAN BHARPILANIA, R/O 72, JELIA PARA LANE, SALKIA, HOWRAH -711106, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHESH KUMAR BHARPILANIA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/12/2023, MAHESH KUMAR BHARPILANIA AND MAHESH BHARPILANIA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I ROJINA BIBI, W/O LATE AJIJUL SK, R/O HAJI DINMAHAMMAD STREET, SANTIPUR NEAR SABAN MASJID, PS SANTIPUR, DIST NADIA, PIN-741404, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ROJINA KHATUN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/12/2023, ROJINA BIBI AND ROJINA KHATUN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I KURAISA KHATOON, W/O ABDUL ISLAM, R/O TOWN- DUMRAON, PS DUMRAON, DIST BUXAR, STATE- BIHAR, PIN-802119, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KURAISHA KHATUN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/12/2023, KURAISA KHATOON AND KURAISHA KHATUN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I BULTI BIBI KHATUN & BULTI BIBI ,W/O BABOR ALI, R/O 143/1, HAZIDIN MAHAMMAD STREET, PO & PS SANTIPUR, DIST NADIA, PIN-741401, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BULTI KHATUN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/12/2023, BULTI BIBI KHATUN & BULTI BIBI AND BULTI KHATUN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I, Sangita Samanta D/o Late Anil Kumar Samanta & W/o Uttam Maity R/o Akra Dutta Bagan (Sibtala), P.O.- Bartala, Diamond Harbour, Pin-700018 shall henceforth be known as Sangeeta Maity. I declare that Sangeeta Maity and Sangita Samanta is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 01-01-2024.

Name Change

I, Bulbuli BiswasW/o Matiar Biswas R/o Vill- Meherpur, P.O.- Mediahat, P.S.- Gopal Nagar, 24 Pgs (N), Pin-743262 shall henceforth be known as Bulbul Bibi. I declare that Bulbul Bibiand Bulbuli Biswas is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 01-01-2024.

Name Change

I, Motiar BiswasS/o Sirajul Biswas R/o Vill- Meherpur, P.O.- Mediahat, P.S.- Gopal Nagar, 24 Pgs (N), Pin-743262 shall henceforth be known as Matiar Biswas. I declare that Matiar Biswasand Motiar Biswas is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 01-01-2024.

বছরের প্রথম দিনেই প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ জানুয়ারি ঃ নতুন বছরেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব পিছু ছাড়লো না তৃণমূলের। বছরের প্রথম দিনে প্রতিষ্ঠা দিবসে একই ব্লকে বিধায়ক এবং ব্লক সভাপতির পৃথক অনুষ্ঠান। পঞ্চায়েতে ভরাডুবি নিয়ে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে ব্লক সভাপতিকে পঁচা আপেল বলে কটাক্ষ করলেন বিধায়ক। ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধে তুললেন দুর্নীতির অভিযোগ। নাম না করে ব্লক সভাপতিকে আক্রমণ শানালেন যুব সভাপতিও। পঞ্চায়েতের প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে উগড়ে দিলেন ক্ষোভ। এদিকে দুটি পৃথক অনুষ্ঠানেই উপস্থিত থাকতে দেখা গেল স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্যাকে। লোকসভার প্রাক্কালে আরো চওড়া হচ্ছে শাসকের অভ্যন্তরের ফাটল। যা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের চাঁচল বিধানসভার অন্তর্গত (বি) জোনে এ দিন দুটি পৃথক প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান হয়। বিধায়ক নিহার রঞ্জন ঘোষ কুশিদা অঞ্চলের কাপাই চন্ডিতে প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান করেন। অন্যদিকে ব্লক সভাপতি মানিক দাস কুশিদা অঞ্চলেরই ভাটল এলাকায় অনুষ্ঠান করেন।

এদিকে দুটি অনুষ্ঠানেই উপস্থিত থেকে পতাকা উত্তোলন করলেন জেলা পরিষদ সদস্যা মর্জিনা খাতুন। এদিন বিধায়ক নিহার ঘোষ মঞ্চ থেকে ব্লক সভাপতি মানিক দাস কে তীব্র আক্রমণ করেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভরাডুবির সমস্ত দায়ভার চাপান ব্লক সভাপতির উপর। পচা আপেল বলে মানিককে কটাক্ষ করেন নিহার। বিধায়ক বলেন একটি ঝুড়িতে একটা পচা আপেল থাকলে বাকি আপেল গুলোকেউ পচিয়ে দেয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনে টিকিট বিতরণ নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন তিনি। তার অভিযোগ প্রার্থী হিসেবে বিধায়ক এবং ব্লক সভাপতি স্বাক্ষর নিয়ে যাদের নাম পাঠানো হয়েছিল। পরবর্তীতে ব্লক সভাপতি মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে তাদের পরিবর্তন করেছিলেন। তাই এই জোনের চারটি অঞ্চল হাতছাড়া হয়েছে তৃণমূলের। এদিকে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ (বি) ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি শেখর সাহাও নাম না করে তীব্র কটাক্ষ করেন মানিক দাস কে। তিনিও পঞ্চায়েতের টিকিট দেওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে বিধায়ক নিহার রঞ্জন ঘোষ সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, যেহেতু মানিক দাসের জন্য ভরাডুবি তাই তাকে পচা আপেল বলা হয়েছে। আর মানিক দাস যেটা অনুষ্ঠান করছেন সেটা প্রকৃত তৃণমূলের অনুষ্ঠান না। শুধু পয়সা কামানোর জন্য তিনি সেটা করছেন। যদিও বিধায়কের মন্তব্য প্রসঙ্গে মানিক দাস কিছু না বললেও তিনি দাবি করেন রাজ্যের নির্দেশে তিনি এই অনুষ্ঠান করছেন। যেখানে প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে দুঃস্থ মানুষদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করা হচ্ছে। পাশাপাশি জেলা পরিষদ সদস্যা মর্জিনা জানান আমাকে দুটি অনুষ্ঠানেই ডাকা হয়েছিল তাই আমি গেছি। বিধায়ক ও ব্লক সভাপতির মধ্যে কি সমস্যা সেটা জানি না। অপরদিকে টিকিটের টাকার ভাগ বিধায়ক কে দেয়নি হয়তো তাই এই দ্বন্দ্ব। এমন ভাষাতে কটাক্ষ বিজেপির। বিধায়ক নিহার রঞ্জন ঘোষ বলেন, পচা আপেল বলে ঠিক করেছি। ব্লক সভাপতির জন্যই ফলাফল এত খারাপ হয়েছে। আমি রাজ্যে সমস্ত বিষয় জানিয়েছি। টিকিট নিয়ে কি পরিমাণ দুর্নীতি করেছে ওই ব্লক সভাপতি। জেলা পরিষদ সদস্যা মর্জিনা খাতুনের বক্তব্য, আমাকে দুই জায়গাতেই ডাকা হয়েছিল। আর মানিক দাস কে ব্লক সভাপতি করেছেন নিহার বাবু। উনাদের নিজেদের মধ্যে কি হয়েছে সেটা আমি বলতে পারব না। হরিশ্চন্দ্রপুর ১(বি) ব্লক সভাপতি মানিক দাস জানান, রাজ্যের নির্দেশ মেনে আমি এখানে অনুষ্ঠান করছি। জেলা পরিষদ সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। দুঃস্থদের জন্য বেশ কিছু কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বিজেপি নেতা রূপেশ আগরওয়ালের কটাক্ষ, নিশ্চয় বিধায়ক এবং ব্লক সভাপতির মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে সমস্যা হয়েছে। এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি। এইভাবে তৃণমূল একদিন শেষ হয়ে যাবে। লোকসভা ভোটে মুছে যাবে তৃণমূল। প্রসঙ্গত বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদা জেলার তৃণমূল ভালো ফলাফল করলে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকে ভরাডুবি হয়। চাঁচল বিধানসভার অন্তর্গত চারটি অঞ্চলই গেছে বিরোধীদের দখলে। তারপর থেকে মানিক দাস কে নিয়ে একাধিকবার ক্ষোভ দেখা গেছে দলের অন্দরে। এবার সরাসরি তোপ দাগলেন খোদ বিধায়ক।

সোনার দোকানে হেলমেট পড়ে প্রবেশ করা যাবে না, কাউকে সন্দেহজনক মনে হলে দোকানেই বাজানো হবে সাইরেন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ জানুয়ারি ঃ সোনার দোকানে হেলমেট পড়ে প্রবেশ করা যাবে না। এমনকি ব্যবসা চলাকালীন কাউকে সন্দেহজনক মনে হলেই দোকানেই বাজানো হবে সাইরেন। চাঁচলে ডাকাতির ঘটনা থেকে শিক্ষা পেয়ে এমনটাই পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা। সোমবার বছরের প্রথম দিনেই পুরাতন মালদার পুরসভা এলাকার প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি সোনার দোকানগুলিতে তদারকি চালায় পদস্থ পুলিশের কর্তারা। এছাড়াও এদিন ইংরেজবাজার শহরের বেশকিছু নামিদামি সোনার প্রতিষ্ঠানগুলিতেও নজরদারি চালাই সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ কর্তারা। এদিন পুরাতন মালদা এবং ইংরেজবাজার থানার পদস্থ পুলিশ কর্তারা বিভিন্ন সোনার দোকানগুলিতে গিয়ে নজরদারি চালান। কথা বলেন বিভিন্ন অলংকারের প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার এবং কর্মীদের সঙ্গে। দোকানে যদি কাউকে সন্দেহজনক বলে মনে হয়, সেই পরিস্থিতিতে সাইরেন বাজানোর সিস্টেম চালু করার নির্দেশ দিয়েছে পুলিশের পদস্থ কর্তারা। বিভিন্ন সোনার দোকানগুলিতে কর্মীরা যেখানে কাজ করবেন তাদের পায়ের কাছেই থাকবে সাইরেন বাজানোর সুইচ। সোনার দোকানে বেচাকেনার সময় কারোর গতিবেধি নিয়ে যদি সন্দেহ হয়, তাহলে সেই সুইচ সঙ্গে সঙ্গে টিপে দিয়ে বাজাতে হবে সাইরেন। যাতে করে আশেপাশের লোকজন সতর্ক হওয়ার পাশাপাশি মুহূর্তের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট থানায় পুলিশ যাতে খবর পাই। এদিন পুরাতন মালদা থানার আইসি রাজীব গান্ধী পুরো মার্কেটে গিয়ে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত সোনার অলংকারের দোকানগুলিতে তদারকি চালান। কথা বলেন সেই সব দোকানের কর্ণধারদের সঙ্গে। উল্লেখ্য, গত ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের উৎসবের সন্ধ্যায় চাঁচল নেতাজি মার্কেটে একটি সোনার দোকানে পাঁচ থেকে ছয় জনের সশস্ত্র দুষ্কৃতির দল লুটপাট চালায়। প্রায় পাঁচ কোটি টাকার সোনা ও হিরের অলংকার লুঠ করে পালায় দুষ্কৃতির দলটি। ওই দুষ্কৃতী দলের একজন লিঙ্ক ম্যানকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, দুষ্কৃতীদের অধিকাংশই চাঁচল সীমান্তের বিহার এলাকার বাসিন্দা। আর এত বড় ঘটনার পর থেকেই শিক্ষা নিয়ে এবার বিভিন্ন স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের শোরুম ও দোকানে সাইরেন বাজানোর মেশিন বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মালদা জেলা স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য রিপন গোস্বামী বলেন, এদিন আমাদের দোকানেও পুরাতন মালদা থানা আইসি এসেছিলেন। ব্যাংকের বাইরে যেমন সাইরেন বাজানোর মেশিন বসানো থাকে। কোনরকম অপ্রতীকর কিছু ঘটলেই সেই সাইরেন বাজানো হয়। ঠিক সেইরকম ভাবেই সোনার দোকানের বাইরেও সাইরেন মেশিন বসানো থাকবে। দোকানের কর্মচারী এবং মালিকদের পায়ের কাছে রাখতে হবে। সন্দেহজনক কাউকে দোকানে দেখতে পেলেই সেই সুইচ টিপেই বাজাতে হবে সাইরেন। এছাড়াও দোকানে কোনরকম ভাবেই হেলমেট পড়ে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। পুলিশের এই পরামর্শকে কাজে লাগিয়েই বিভিন্ন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা সেই নির্দেশই পালন করতে চলেছে। পুরাতন মালদা থানা আইসি হীরক বিশ্বাস জানিয়েছেন, ব্যবসায়ীদের সচেতন করার ক্ষেত্রে এরকমভাবেই কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যদিও অধিকাংশ সোনার দোকানে সিসি ক্যামেরা বসানো থাকে। স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা এই নির্দেশ মেনে চললেই অপরাধীদের ধরা যাবে। পাশাপাশি অপরাধ অনেকটাই কমে যাবে।

৩২ জনের হাতে মোবাইল তুলে দেওয়া হল ফালাকাটা থানার পক্ষ থেকে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১ জানুয়ারি ঃ বছরের শুরুতেই সোমবার দুপুরে ফালাকাটা থানার পক্ষ থেকে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল প্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হল, ফালাকাটা থানা সূত্রে জানা গেছে বিভিন্নভাবে মোবাইল গুলো হারিয়ে যাওয়ার পরে যে সকল ব্যক্তি ফালাকাটা থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছে তাদেরকে এই মোবাইল গুলো খুঁজে বের করে তুলে দেওয়া হল, এদিন ৩২ জনের হাতে এই মোবাইল তুলে দেওয়া হল ফালাকাটা থানার পক্ষ থেকে।

বছরের প্রথম দিনেই জোড়া পথ দুর্ঘটনায় একাধিক পুলিশ কর্মী সহ অনেকে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১ জানুয়ারি ঃ সোমবার ছিল দিনটি ইংরেজি নববর্ষের দিন। আর এই দিনেই নদীয়ায় ঘটে গেলো দুটি পৃথক ভয়াভয় পথ দুর্ঘটনা। জানা যায় সোমবার সকালে ৩৪ নং জাতীয় সড়কে একটি দাঁড়িয়ে থাকা পন্যবাহী গাড়িতে অপর একটি গাড়ি এসে ধাক্কা মারে, যার ফলে ঘটে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর থানার বাইপাস ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের। স্থানীয় সুত্রে জানা যায় বালি বোঝাই একটি লরি দাঁড়িয়েছিল, আর তার পেছনেই অন্য একটি বালি বোঝাই ডাম্পার গাড়ি সজরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় ডাম্পারের সামনের সিংহ ভাগ অংশ। পাশাপাশি গাড়ির ভেতরেই আটকে পরে গাড়িচালক ও খালাসি। আর এই খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। পাশাপাশি চলে আহত দুজনকে উদ্ধারের জন্য চেষ্টা। প্রায় ঘন্টাখানিক ধরে চেষ্টার পরও আহতদের উদ্ধার করতে অসফল হলে পরবর্তীতে ক্রেনের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ গাড়ির চালক ও খালাসীকে উদ্ধার করা হয়। স্থানীয়দের একাংশ জানায়, সকাল থেকেই ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল জাতীয় সড়ক আর তার কারণেই হয়তো এই দুর্ঘটনা। অপরদিকে আরও একটি দুর্ঘটনা ঘটে নদীয়া শান্তিপুর গোবিন্দপুর নতুন রাস্তার পার্শ্ববর্তী এলাকায়। জানা যায় ভোর আনুমানিক চারটে নাগাদ শান্তিপুর থানার কর্তব্যরত পুলিশের গাড়িকে ধাক্কা দেয় একটি পণ্যবাহী ডাম্পার। জানা যায় এই ঘটনায় চারজন পুলিশ কর্মী আহত হন, তাদের মধ্যে দুইজন বর্তমানে চিকিৎসাধীন শান্তিপুর স্টেট জেল হাসপাতালে এবং অপর দুই পুলিশ কর্মীকে রানাঘাট একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে কলকাতায়। এই দুর্ঘটনাকেও প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশ ভোরের ঘন কুয়াশাকেই দায়ী করেছেন।

হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপালকে নববর্ষের শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

শিমলা, ১ জানুয়ারি ঃ হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল শিব প্রতাপ শুক্লাকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু। সোমবার সুখু রাজভবনে রাজ্যপাল শিব প্রতাপ শুক্লার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে এই বছরটি রাজ্যের মানুষের জন্য সুখ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে। এদিন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপ-মুখ্যমন্ত্রী মুকেশ অগ্নিহোত্রী, ক্যাবিনেট মন্ত্রী ড.(কর্নেল) ধনি রাম শান্ডিল, চন্দ্র কুমার, রোহিত ঠাকুর, অনিরুধ সিং, বিক্রমাদিত্য সিং, রাজেশ ধর্মানি এবং যাদবীন্দ্র গোমা রাজ্যপালকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এঁদের আগে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান পি.এস. রানা, হিমাচল প্রদেশের প্রধান তথ্য কমিশনার আর.ডি. ধীমান, ডাঃ শ্রীকান্ত বলদি, হিমাচল প্রদেশ রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথোরিটির অন্যান্য ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা রাজ্যপালকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। পুলিশ বিভাগের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরাও রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে তাকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। শুভকামনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে রাজ্যপাল আশা প্রকাশ করেন যে ২০২৪ সাল যেন সবার জীবনে সমৃদ্ধি, অগ্রগতি এবং সুখ নিয়ে আসবে।

শহীদ স্মরণের মাধ্যমে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাদিবস জামালপুরে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১ জানুয়ারি ঃ ১ জানুয়ারি ইংরাজি নতুন বছরের পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসও। সমগ্র রাজ্যজুড়েই এই দিনটি ঘটা করে পালন করে আসছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা। দলের প্রতিষ্ঠা দিবস শহীদ স্মরণের মাধ্যমে পালন করলো জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন প্রথমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলামের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে দিনটির সূচনা করা হয়। তারপর দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন জামালপুর বিধানসভার বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি ও ব্লক সভাপতি মেহমুদ খান। প্রতিষ্ঠা দিবসে বিজেপিকে উৎখাত করার শপথ নিলো জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। এদিন ব্লক সভাপতি মেহমুদ খান সকলকে ইংরাজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি বিজেপিকে এক হাত নেন। এবারে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিয়ে লড়াই এর স্ট্রাটেজি পরিস্কার করেন তিনি। পাশাপাশি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জামালপুর বিধানসভায় সবুজ সুনামি নিয়েও আশাবাদী মেহেমুদ খান সহ তৃণমূলের অন্যান্য ব্লক নেতৃত্ব।

নাচানাচিতে বাধা! লাঠির ঘায়ে প্রাণ গেল ব্যক্তির

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ১ জানুয়ারি ঃ পিকনিকে নাচে বাধা। আর তার জেরে বচসায় বর্ষবরণের রাতে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার আশুতি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের আশুতি রথতলার ঘটনা। ওই এলাকারই বাসিন্দা প্রবীর মণ্ডল পিকনিকের আয়োজন করেছিলেন। পিকনিকে অংশগ্রহণকারীদের একাংশের দাবি, আমন্ত্রণ করা না হলেও অংশ নিতে যায় শুভেন্দু নস্কর ওরফে ভোলা। বছর আঠাশের ওই যুবকের দাবি, সে নাচতে গিয়েছিল। তাতে বাধা দেন প্রবীর মণ্ডল। পিকনিক শেষে রাত আড়াইটে নাগাদ বাড়ি ফিরছিলেন সকলে। অভিযোগ, সেই সময় লাঠি হাতে প্রবীরের উপর হামলা চালায় শুভেন্দু। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। প্রবীরকে উদ্ধার করে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা জানান, প্রাণ গিয়েছে তাঁর। মৃতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। এই ঘটনার পর থেকে ফেরার শুভেন্দু। ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, এর আগেও একাধিক অপরাধমূলক কাজে নাম জড়িয়েছে শুভেন্দুর। পেশায় দর্জি প্রবীরের মৃত্যুতে এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া।

পাক সন্দেহভাজন ঈগলের মৃত্যু

জয়সলমের, ১ জানয়ারি ঃ রাজস্থানের সীমান্ত জেলা জয়সলমেরে ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের মধ্যে আটকে মৃত্যু হয়েছে একটি পাকিস্তানের প্রশিক্ষিত শিকারী ঈগলের। যেটি সীমান্তের ওপার থেকে উড়ে এসেছিল। সেটিকে উদ্ধার করেছে বিএসএফ। জানা গেছে, সতর্ক বিএসএফ গার্ডরা টহল দেওয়ার সময়, জয়সলমেরের শাহগড় এলাকায় আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ায় আটকে থাকা অবস্থায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাকিস্তানের এই ঈগলটিকে দেখতে পায়। যেটি একটি জিপিএস অ্যান্টেনা সজ্জিত ছিল। এই সন্দেহভাজন পাকিস্তানি ঈগলটির নখে রিং ছিল। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।

ড্রাগস সমেত গ্রেফতার যুবক

শিলং, ১ জানুয়ারি ঃ ড্রাগসের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে বছরের প্রথম দিন সাফল্য লাভ করেছে মেঘালয় পুলিশ। বিপুল পরিমাণের ড্রাগস সমেত মেঘালয়ের ক্লিয়েহরিয়াটে গ্রেফতার হয়েছে কাছা। জেলার এক যুবককে। এদিন ভোরে ক্লিয়েহরিয়াট থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। তার হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে ৬৬টি সাবান বাক্স থেকে ৬৪৩.৮১ গ্রাম হেরোইন। ধৃত যুবককে কাছাড় জেলার কাটিগড়া থানাধীন নিজ ফুলবাড়ি পার্ট থ্রি এলাকার জনৈক আব্দুল ওয়াহিদ বড়ভুইয়াঁর ছেলে আফজল হুসেন বড়ভুইয়াঁ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হলো শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের দ্বারা অক্ষত প্রসাদ বিতরণের শুভ সূচনা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১ জানুয়ারি ঃ সমগ্র দেশ জুড়ে সোরগোল ফেলে দিয়েছে অযোধ্যার রাম মন্দির ও তার আনুষ্ঠানিক সূচনা নিয়ে। যা নিয়ে সমগ্র দেশ জুড়ে চলছে নানা বিতর্কও। পাশাপাশি আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার নবনির্মিত রাম মন্দিরে শুভ সূচনা হতে চলছে, যা নিয়ে শুধু অযোগ্য নয় পাশাপাশি দেশ ও রাজ্য ব্যাপী রাম ভক্তদের মধ্যেও দেখা মিলছে বাড়তি উন্মাদনা। আর আগামী ২২ জানুয়ারি সমগ্র দেশের পাশাপাশি চৈতন্য নগরী নবদ্বীপ ধামেও সকলের বাড়ি তথা ঘরে ঘরে ও বাড়ির পার্শ্ববর্তী মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের আহ্বান ও অযোধ্যায় যাবার নিমন্ত্রণ বার্তা সহ শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের দ্বারা অক্ষত প্রসাদ বিতরণের শুভ সূচনার জন্য শহর জুড়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করে শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র এর উদ্যোগে। এদিন সোমবার বিকেল আনুমানিক সারে চারটে শহরের উত্তরাঞ্চল রানীর চড়া এলাকার শ্রী হরি সৎসঙ্গ (রাম মন্দির) থেকে এই শোভাযাত্রা শুরু হয়, শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে তেঘরীপাড়া। রেলওয়ে রিক্রিয়েশন মাঠে শেষ হয়। এদিনের কর্মসূচী প্রসঙ্গে বিশ্বহিন্দু পরিষদের নদীয়া উত্তরের সভাপতি শ্রুতিসেখর গোস্বামী জানান, মূলতঃ শহরবাসীকে রাম মন্দিরের সূচনার নিমন্ত্রণ বার্তা ও ২২ জানুয়ারি সকলের ঘরে ঘরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই মহতি অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকার আহ্বান জানানো হচ্ছে, পাশাপাশি তিনি আরও জানান শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের দ্বারা অক্ষত প্রসাদ বিতরণ কর্মসূচীও এদিন থেকে সূচনা হলো যা চলবে আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। এদিনের এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপ শহরের বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তি, সাধু-সন্ত সহ অসংখ্য শহরবাসী ও রাম ভক্ত তথা রাম অনুরাগী।

শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে করোনার জেএন.১ প্রজাতির সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি, সতর্ক করল 'হু'

জেনেভা, ১ জানুয়ারি ঃ চিন্তা বাড়াচ্ছে করোনার নতুন ভ্যারিয়ান্ট জেএন.১ উপপ্রজাতির। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, শিশুদের মধ্যে করোনার জেএন.১ উপপ্রজাতির সংক্রমণ ঠেকাতে বিশেষ সতর্কতা মেনে চলা জরুরি। করোনার ভ্যাকসিন এই প্রজাতির সংক্রমণ আদৌ ঠেকাতে পারবে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। বাড়ির বড়দের থেকেই বাচ্চাদের মধ্যে সংক্রমণ ছড়াতে পারে। তাই বড়দেরই সাবধানে থাকতে হবে। কোনও রকম উপসর্গ বুঝলে সঙ্গে সঙ্গে আইসোলেশনে যেতে হবে। রাস্তায় বেরোলে মাস্ক পরতে হবে, হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢেকে রাখা জরুরি, এখন অসুস্থ হলে বা উপসর্গ দেখা দিলে আইসোলেশনে থাকতে হবে। টানা জ্বর, শ্বাসকষ্ট হলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখিয়ে নিতে হবে। ৫ থেকে ১৮ বছর বয়স অবধি ফেস-মাস্ক বাধ্যতামূলক। পাঁচ বছরের নীচে শিশুদের মাস্ক পরাতে হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। বাবা-মায়েদের খেয়াল রাখতে হবে। হু'র তরফে শিশুদের জন্য করোনা সংক্রান্ত বেশ কিছু গাইডলাইন দিয়েছে। বলা হয়েছে, শিশুদের আগে থেকে কোনও জটিল রোগের ইতিহাস থাকলে বা কোমর্বিডিটি থাকলে বেশি সতর্ক হতে হবে। শিশুরা যতটা সম্ভব বাড়িতে থাকলেই ভাল। গণপরিবহন এই সময়ে এড়িয়ে চলাই উচিত। সার্জিক্যাল মাস্কের বদলে বাচ্চাদের নন- মেডিক্যাল তিন স্তরের ফ্যাব্রিক মাস্ক পরালে বেশি ভাল হয়। শিশুদের কোভিড সংক্রমণ হলেও বাড়িতেই আইসোলেশনে থাকা ভাল। উষ্ণ গরম জলে বাচ্চাদের গার্গল করাতে হবে, দু'বছরের বেশি বয়সি শিশুদের সকাল ও রাতে ব্রাশ করা জরুরি। পাঁচ বছরের ওপরে বাচ্চাদের প্রাণায়াম ও হাল্কা যোগব্যায়াম করালে ভাল। হাত ধোওয়া, পারস্পরিক দূরত্ব মেনে চলার দিকে নজর রাখতে হবে। পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে শিশুদের।

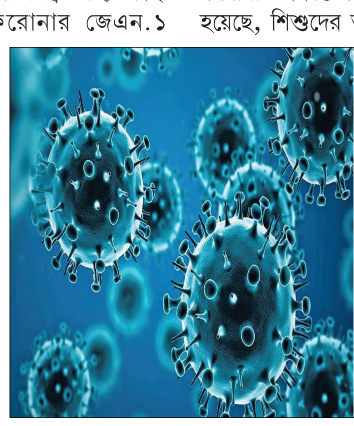

বিক্ষোভে বন্ধ ফেরি পরিষেবা, বিপাকে সুন্দরবনের পর্যটকরা

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ১ জানুয়ারি ঃ নববর্ষের শুরুতেই বিপাকে সুন্দরবনে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকরা। জঙ্গলে প্রবেশ করার অনুমতি না মেলায় বিক্ষোভ শুরু করেছেন সেখানকার লঞ্চ, ফেরি পরিষেবা প্রদানকারী মালিক ও কর্মচারীরা। বন্ধ হয়ে গিয়েছে জলযান পরিষেবা। ফলে নতুন বছরে সুন্দরবনে গিয়ে ঘুরতে যেতে পারছেন না পর্যটকরা, হোটেলেই আটকে পড়েছেন। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, যতক্ষণ না জেলা পরিষদের অফিস থেকে জঙ্গলে প্রবেশের অনুমতিপত্র মিলবে, ততক্ষণ তাঁরা পরিষেবা বন্ধ রাখবেন। জেলা পরিষদের তরফ থেকে সুন্দরবনের বিভিন্ন নদীতে বোট চলাচলের অনুমতিপত্র দেওয়া হয়। তা দেখালে তবেই জঙ্গলে প্রবেশের অনুমতিপত্র পাওয়া যায়। ৩১ ডিসেম্বর শেষ হয়েছে সেই শংসাপত্রের মেয়াদ। অথচ বহু বোট এখনো জেলা পরিষদের সেই শংসাপত্র পায়নি। ফলে মিলছে না জঙ্গলে প্রবেশের অনুমতি। মূলত বোটমালিকদের দাবি, জঙ্গলে প্রবেশের অনুমতিপত্র দিতে হবে জেলা পরিষদ থেকে। না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য এমন বিক্ষোভ চলবে বলে জানানো হয়েছে। সোমবার সকাল থেকেই সুন্দরবনের পাখিরালাতে শুরু হয়েছে বোটমালিকদের বিক্ষোভ। জলযানগুলো সব বন্ধ রয়েছে। আটকে পড়েছন হাজার হাজার ভ্রমণপিপাসু পর্যটকরা। বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেছেন কয়েকশো বোট, লঞ্চ। সুন্দরবনে ভরা পর্যটন মরশুমে এমন বিক্ষোভ শুরু হওয়ায় বিপদে পড়েছেন দেশ-বিদেশের হাজার হাজার পর্যটক। তাঁরা আটকে পড়েছেন পাখিরালায় ও দয়াপুরের বিভিন্ন হোটেল ও বোটগুলিতে। এনিয়ে জেলা পরিষদের সদস্য অনিমেষ মণ্ডল বলেন, কয়েকটি বোট জঙ্গলে প্রবেশের অনুমতিপত্র পায়নি। আমি নিজে জেলা পরিষদের অফিসে কথা বলেছি। জানিয়েছি যে ওদের যদি ২,৩ দিনের জন্য জঙ্গলে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়, ভালো হয়। এখন গঙ্গাসাগর মেলার জন্য আমরা সবাই ব্যস্ত। সেই কারণেই এই অনুমতিপত্র সময়মতো দেওয়া যায়নি। তবে চেষ্টা চলছে যাতে দ্রুত তা দেওয়া যায়।

কেক কেটে জলপাইগুড়ি জেলার জন্মদিন পালন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি জেলার ১৫৫ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে রবিবার রাতে তরোয়াল দিয়ে পেল্লাই কেক কাটলেন সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়। বন-জঙ্গল আর চা বাগানে ঘেরা জলপাইগুড়ি জেলা। ২০২৪ এর ১ জানুয়ারি এই জেলার বয়স হল ১৫৫। এই উপলক্ষ্যে মিলন সংঘ ক্লাবের ময়দানে আয়োজন করা হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলারও। রাতে প্রবল শীত উপেক্ষা করেই মানুষ ভি। জমিয়েছিলেন মেলায়। চলে বিচিত্রানুষ্ঠানও। ঠিক রাত ১২ টায় ক্লাবের পক্ষে ১৫৫ পাউন্ড ওজনের কেক কাটা হয়। এরপর উপস্থিত সকলের মধ্যে কেক বিলি করা হয়। এভাবেই পালিত হল জেলার জন্মদিন।

সিধু মুসেওয়ালা খুনে অভিযুক্ত গোল্ডি ব্রারকে জঙ্গি তকমা দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি ঃ সিধু মুসেওয়ালা খুনে অভিযুক্ত গোল্ডি ব্রারকে জঙ্গি তকমা দিল ভারত। সোমবারই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, ইউএপিএ আইনের আওতায় সন্ত্রাসবাদী হিসাবে ঘোষণা করা হল গোল্ডি ব্রারের নাম। ২০২২ সালে পাঞ্জাবি গায়ক সিধু মুসেওয়ালার হত্যার পরেই আলোচনায় উঠে এসেছিল গোল্ডি ব্রারের নাম। কানাডানিবাসী গ্যাংস্টারের মদতেই মুসেওয়ালাকে খুনের অভিযোগ ওঠে। তার পরে অবশ্য নিজেই এই খুনের দায় স্বীকার করে গোল্ডি ব্রার। বছরের প্রথম দিনই অভিযুক্ত খলিস্তানি নেতাকে সন্ত্রাসবাদী তকমা দিল কেঃদ্র। কেঃদ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিদেশি একটি সংস্থার মদতে খুন, হুমকি ফোন, অস্ত্র পাচারের মতো একাধিক অপরাধ করেছে গোল্ডি ব্রার। বিশেষত, ভাড়াটে বন্দুকবাজদের অস্ত্রের জোগান দিয়ে খুনও করিয়েছে। পাঞ্জাবের শান্তি ও সংহতি বিঘ্নিত করতেও বারবার চেষ্টা চালিয়েছে সে। সব মিলিয়ে ইউএপিএ-র চতুর্থ শিডিউলের আওতায় জঙ্গি তকমা দেওয়া হয়েছে গোল্ডিকে। প্রসঙ্গত, তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগের তদন্ত চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলো। খলিস্তানি নেতার বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের নোটিস, জামিন অযোগ্য ওয়ারেন্ট সমস্ত কিছু জারি করা হলেও এখনও পাকাাও করা যায়নি গোল্ডি ব্রারকে।

পরিষেবা দিতে অনিহা প্রকাশ করায় চিকিৎসকের সাথে পরিবারের তুমুল ঝগড়া, উত্তেজনা আইজিএম হাসপাতালে

আগরতলা, ১ জানুয়ারি ঃ আবারও কলঙ্কিত আগরতলার আইজিএম হাসপাতাল। চিকিৎসাধীন রোগীকে সঠিক পরিষেবা দিতে অনিহা প্রকাশ করায় চিকিৎসকের সাথে রোগীর নিকটাত্মীয়দের তুমুল ঝগড়া। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ ছুটে যায় এবং ঘটনা মিটমাট করে। রবিবার রাত দশটা নাগাদ এই ঘটনা। জানা গিয়েছে, আগরতলা শহরের জয়নগর এলাকার বাসিন্দা বন্দনা দাস বুকে ব্যাথা নিয়ে আইজিএম হাসপাতালের জরুরী বিভাগে যান। সাথে ছিলেন তাঁর ছেলে দিপ্তনু সাহা। জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক বন্দনা দাসকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ভর্তি করানোর পরামর্শ দেন এবং সাথে ইসিজি করানোর কথা বলেন। সেই মোতাবেক রোগীকে ভর্তি করানো হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য চিকিৎসক স্বস্তি চন্দ্র সাহা রোগীর ইসিজি করতে হবে না বলে দেন। কারণ ইসিজি করার মতো কর্মী নেই। ডাক্তারবাবুর এই কথা শোনে কিছুটা বিরক্ত হয়ে রোগী বন্দনা সাহার ছেলে দিপ্তনু ডাক্তারবাবুকে বলেন জরুরী বিভাগের চিকিৎসক যেহেতু ইসিজি করার পরামর্শ দিয়েছেন তাহলে তো ইসিজি করতে হবে। এনিয়ে ডাঃ স্বস্তি চন্দ্র সাহার সাথে রোগীর নিকটাত্মীয়দের বাকবিতন্ডা হয়। একসময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে এবং খবর দেওয়া হয় পশ্চিম আগরতলা থানায়। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। রোগী বঃদনা সাহার ছেলে দিপ্তনু সাহা অভিযোগ করেছেন চিকিৎসক স্বস্তি চন্দ্র সাহা মদমত্ত অবস্থায় হাসপাতালে দায়িত্বপালন করছেন। শুধু তাই তিনি রোগীর নিকটাত্মীয়দের সাথে খারাপ ব্যাবহারও করেছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে দল মত নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষের সার্বিক বিকাশ ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা

বক্সনগর, ১ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে দল মত নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষের সার্বিক বিকাশ। সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে একটা মজবুত দেশ গঠন করার স্বপ্ন দেখছেন প্রধানমন্ত্রী। সোমবার সিপাহিজলা জেলার কাঁঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত মনারচক গ্রাম পঞ্চায়েতে বিকশিত সংকল্প যাত্রা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে কথাগুলি বলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক আরও বলেন, যেখানে মানুষ পঞ্চাযেতে যেতে সাহস করত না সেই জায়গাতে কেন্দ্রীয় সরকার মানুষকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দিতে সরকারি প্রতিনিধিদের পাঠিয়ে দিচ্ছেন দেশের প্রতিটি পঞ্চাযেতে। তাইতো কেন্দ্রীয় সরকারের বিকশিত সংকল্প যাত্রার গ্যারান্টি গাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে মানুষের কাছে সরকারি সকল প্রকার সুবিধা পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর বর্তমান সরকার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ, সোনামুড়া মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস, কাঁঠালিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুষ্প ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। এদিন পঞ্চাযেতের সাধারণ মানুষ সরকারের বিভিন্ন স্টল থেকে প্রশাসনিক সুবিধা গ্রহণ করেন। পাশাপাশি এদের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর হাত দিয়ে পঞ্চায়েত এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন প্রতি বাড়িতে প্রদীপ জ্বালানোর আবেদন, বাঁকুড়ায় প্রচার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১ জানুয়ারি ঃ আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় পুনঃনির্মিত শ্রীরাম মন্দিরের উদ্বোধনকে স্মরণীয় করে রাখতে ওই দিন দেশের প্রতিটি বাড়িতে আলোকসজ্জা, প্রদীপ প্রজ্বলন, ও শ্রীরামের আরাধনা করার আবেদন জানানো হয়েছে। সাথে সাথে ওই দিন সরাসরি সম্প্রচারিত মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠান দেখার আবেদন জানিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আজ কল্পতরু দিবস থেকে এই কর্মসূচির সূচনা অনুযায়ী এদিন সকালে বাঁকুড়া শহরের গোপীনাথপুর, নির্মলডাঙ্গা, রবীন্দ্র সরণী প্রভৃতি এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচার করা হয়। বিশ্বহিন্দু পরিষদের মধ্যবঙ্গ বিভাগের সম্পাদক তরুণ লায়েক, আরএসএসের বাঁকুড়ার বিভাগের সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা হিন্দু মহাসভার সংগঠন সম্পাদক দুর্গাদাস লৌহ সহ বহু হিন্দুত্ববাদী কর্মী এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। আগামী এক পক্ষ কাল ধরে এই প্রচার কার্যক্রম চালানো হবে বলে জানানো হয়েছে।

বুমরাদের সতর্কবার্তা ডোনাল্ডের

কেপটাউন, ১ জানুয়ারিঃ সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে ডাহা ফেল ভারত। হাসি মুখে ২০২৩ কে বিদায় জানাতে পারেনি মেন ইন ব্লু। নতুন বছরে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পারে কেপ টাউন টেস্টে। আগামী ৩রা জানুয়ারি থেকে শুরু হবে দ্বিতীয় টেস্ট। সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে ভারতকে ডুবিয়েছে তাদের বোলিং লাইনআপ। এ বার কেপ টাউন টেস্টের আগে ভারতকে সতর্কবার্তা দিয়েছেন খোদ প্রোটিয়া কোচ অ্যালান ডোনাল্ড। ভারতীয় পেসারদের ধৈর্যশীল হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে আর কী বলেছেন তিনি? নতুন বছরে ভারতের সামনে বড় পরীক্ষা। দলে

স্বস্তি ফেরাতে চাই কেপ টাউন টেস্টে জয়। ভারতীয় শিবিরে তাই এই এখন চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে ধরা পড়েছে ভারতীয় বোলারদের ব্যর্থতা। এ বার এই প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন খোদ দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ অ্যালান ডোনাল্ড। সম্প্রতি সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, ভারতীয় পেসারদের আরও অনেক বেশি ধৈর্যশীল হতে হবে। তাঁর কথায়, কেপ টাউনে জিততে হলে দুই দলকেই কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। নিজেদের সবটুকু উজার করে দিতে হবে। শুধু ব্যাট-বলের নয়, সেখানে বুদ্ধির জোর কাজে লাগাতে হবে। ডোনাল্ডের মতে কেপ টাউনে কঠিন পরীক্ষান হতে চলেছে। ভারতীয় পেসারদের উদ্দ্যেশে তিনি বলেন, ''কেপ টাউনের পাটা পিচের কথা মাথায় রেখে ভারতীয় পেসারদের আরও অনেক বেশি ধৈর্যশীল হতে হবে। চোখ কান খোলা রেখে খেলতে হবে। নইলে কেপ টাউনের পরীক্ষায় পাশ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।''

রোহিত নন, কোহলিই ভারতের যোগ্য ক্যাপ্টেন বলে মনে করছেন বদ্রীনাথ

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারিঃ তেইশের বিশ্বকাপে নজর কেড়েছিল ভারত। তীরে এলে তরী ডুবলেও পুরো টুর্নামেন্টে দুরন্ত ফর্মে ছিল নীল জার্সিরা। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ হাতছাড়া হওয়ার আক্ষেপ নিয়েই টানা সিরিজ খেলেছে ভারত। বিশ্বকাপের পরই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচদিনের টি-২০ সিরিজ খেলেছিল টিম ইন্ডিয়া। সূর্যকুমারের যাদবের নেতৃত্বে সেই সিরিজ জিতেছে ভারত। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের প্রথম দুই টুর্নামেন্টে সাফল্য পেলেও, শেষ টেস্ট ম্যাচে ডাহা ফেল করেছে মেন ইন ব্লু। আর এরপরই আলোচনায় উঠে এসেছেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে হিটম্যানকে। টেস্টে ভারতের এই ফলের পর রোহিত-বিরাটের অধিনায়কত্বের তুলনা করছেন প্রাক্তন ভারতীয় তারকা। কী বলছেন তিনি? বিশ্বকাপে হারের পর যেভাবে আন্তর্জাতিক ট্রফির খরা কাটাতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল ভারত, তাতে আশা ছিল বছরের শেষটা জয় দিয়েই হবে। তবে বছর শেষে আর হাসা হল না টিম ইন্ডিয়ার। সেঞ্চুরিয়নের বক্সিং ডে

টেস্টে ডুবিয়েছে ভারতের ব্যাটিং থেকে বোলিং লাইনআপ। সাদা জার্সিতে নজর কাড়তে পারেননি ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা। কাগিসো রাবাডার বলে কার্যত কেঁপে ওঠেন হিটম্যান। আর এরপরই রোহিতের ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। শুধু তাই নয়, প্রশ্ন উঠছে হিটম্যানের অধিনায়কত্ব নিয়েও। রোহিতের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে বিরাটের ক্যাপটেন্সি। প্রাক্তন ভারতীয় তারকা সুব্রামনিয়াম বদ্রীনাথ। সেঞ্চুরিয়নে বক্সিং ডে টেস্টে ভারতের পারফরম্যান্স দেখে চুপ করে বসে থাকতে পারেননি প্রাক্তন ভারতীয় তারকা বদ্রীনাথ। তাঁর মতে, রোহিতের থেকে বিরাট টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে বেশি সফল। অধিনায়ক হিসেবে টেস্টে ৫,০০০-এর বেশি রান করেছেন। ৬৮ টি টেস্ট ম্যাচে অধিনায়কত্ব করে ৪০ টি সাফল্য এনে দিয়েছেন দলকে। বদ্রীনাথের মতে, বিদেশের মাটিতে নিজেরে প্রমাণ করতে পারেননি রোহিত। তাঁর চেয়ে বরং বিরাট অনেকবেশি সফল। প্রায় ২ বছর হতে চলল অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন বিরাট। তবে আজও আলোচনায় উঠে আসছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে বিসিসিআইকেও বিঁধতে ছাড়েননি বদ্রীনাথ। কোহলির থেকে কেন ক্যাপটেন্সি কেড়ে নেওয়া হল প্রশ্ন তোলেন প্রাক্তন ভারতীয় তারকা।

ভাড়া মেটানোর টাকা নেই

রানা ডগ্গুবতি ও হায়দরাবাদ এফসির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

জামশেদপুর, ১ জানুয়ারিঃ বিপাকে হায়দরাবাদ এফসি। আইএসএলের এই দলের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। এমন পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে যে, হোটেলে ভাড়া মেটানোর টাকাও নেই হায়দরাবাদ এফসির। ট্রান্সফার উইন্ডোতে একাধিক ফুটবলারকে ছেড়ে দিয়েছে হায়দরাবাদ এফসি। কয়েকদিন আগে জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে খেলতে জামশেদপুরে গিয়েছিল হায়দরাবাদ এফসি। জামশেদপুরের হোটেল রামাদায় ২৩টি রুম ভাড়া নিয়েছিল হায়দরাবাদ এফসি। প্রভাত খবর এর রিপোর্ট অনুযায়ী, হোটেল ভাড়া না মিটিয়ে জামশেদপুর থেকে চলে যায় হায়দরাবাদ টিম। শোনা গিয়েছে, জামশেদপুরের হোটেল রামাদায় ২৩টি রুম ভাড়া নিয়ে বিল না মিটিয়ে চলে যায় হায়দরাবাদ টিম। জামশেদপুরের বিষ্টুপুর স্টেশনে হোটেল রামাদার পক্ষ থেকে অভিযোগ জানানো হয়েছে। আসলে তিন দিনের জন্য হায়দরাবাদ এফসি জামশেদপুরের হোটেল রামাদায় এক লক্ষ টাকা অগ্রিম অর্থ দিয়ে ২৩টি রুম বুক করে। ম্যাচের শেষে বকেয়া বিল না মিটিয়ে পুরো টিম হোটেল ছেড়ে চলে যায়। এরপর দলের কর্তাদের ফোনে এবং ইমেলের মাধ্যমে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। এরপরই হোটেল রামাদার জেনারেল ম্যানেজার দলের মালিক, ম্যানেজার এবং অন্যান্য জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন। দক্ষিণী তারকা রানা ডগ্গুবতি হায়দরাবাদ ফুটবল দলের সহ-মালিক। ফলে রানার পাশাপাশি দলের ম্যানেজার এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও এফআইআর দায়ের হয়েছে। এই মামলায় অভিযুক্তরা হলেন বিজয় মাধুরী, বরুণ ত্রিপুরানেনি, নিতিন মোহন, অ্যান্টনি থমাস, সুরেশ গোপাল কৃষ্ণ, রঙ্গনাথ রেড্ডি এবং টিকে বালাজি। ২০২২ সাল থেকেই ফুটবলারদের পেমেন্ট করতে হিমসিম খাচ্ছে হায়দরাবাদ এফসি। এখনও বেশ কয়েকজন ফুটবলারদের বকেয়া রয়েছে। তার ওপর এই হোটেলের ভাড়া মেটানোর খবর চাউর হতেই আরও জটিলতা বাড়ল হায়দরাবাদ এফসিকে নিয়ে।

ভুল করে অধিনায়ক!

প্রকাশ্যে জামাইকে নিয়ে রসিকতা শ্বশুর আফ্রিদির

ইসলামাবাদ, ১ জানুয়ারিঃ অধিনায়ক নির্বাচন নিয়ে ফের অশান্তি দেখা দিল পাকিস্তান ক্রিকেটে। বিশ্বকাপের পর পাকিস্তানের অধিনায়কের পদ ছেড়ে দিয়েছিলেন বাবর আজম। তিনটি ফরম্যাট থেকেই সরে গিয়েছিলেন তিনি। তার পরে টেস্টে শান মাসুদ এবং টি-টোয়েন্টিতে শাহিন আফ্রিদিকে অধিনায়ক করা হয়। সেই নিয়ে আবার পাকিস্তানের ক্রিকেটে ঝামেলা বাধল। একটিও ম্যাচে নেতৃত্ব দেওয়ার আগে শাহিনকে অধিনায়কত্ব থেকে সরানোর দাবি তুললেন তাঁরই শ্বশুর শাহিদ আফ্রিদি। পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক শাহিদ চান, মহম্মদ রিজওয়ানকে অধিনায়ক করা হোক। তিনি বলেছেন, ''রিজওয়ানের পরিশ্রম এবং ফোকাসকে আমি সমীহ করি। ওর সবচেয়ে ভাল গুণ হল, সব সময় নিজের খেলার উপরে মনোযোগ দেয়। বাকিরা কী করছে না করছে সেটা দেখে না। সত্যিকারের লড়াকু ক্রিকেটার বলতে যা বোঝায় সেটা ও-ই। আমি ওকেই টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়ক হিসেবে দেখতে চাই। শাহিনকে ভুল করে অধিনায়ক করে দেওয়া হয়েছে।'' একটি টিভি শোয়ে এ কথা বলার সময় শাহিন বসেছিলেন শাহিদের পিছনেই। তাঁর দিকে তাকিয়েই এই কথাগুলি বলেন শাহিদ। সব শুনে শাহিন হাসতে থাকেন। বিষয়টি মজার ছলে হলেও পাকিস্তানের সমর্থকেরা রেগে আগুন। তাঁদের দাবি, কেন প্রকাশ্যে এমন কথা বলবেন শাহিদের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটার? এতে কি দলের সংহতি ঠিকঠাক থাকবে? যেখানে একটাও ম্যাচে শাহিন নেতৃত্ব দেননি, সেখানে তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা কি ঠিক? আপাতত অবশ্য কোনও প্রশ্নের উত্তরই পাওয়া যায়নি।

প্রয়াত অমির কুমার সাহা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারিঃ প্রয়াত সিঁথি রাসবিহারি আদর্শ ব্যায়াম মন্দির-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং আইএফএ-এর প্রাক্তন বডি মেম্বার অমির কুমার সাহা (গোপাল দা)। আজ সকাল ১১টা ৪৫ নাগাদ সিঁথিতে নিজের বাড়িতেই পরলোকগমন করেন তিনি। অমির কুমার সাহা ওয়েস্ট বেঙ্গল জিমনস্টিক এসোসিয়েশন এর বিগত ৩৫ বছর কোষাধক্ষ ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে ছেড়ে দেন। ১৯৮২'র এশিয়াড এবং দিল্লিতে জিমনস্টিক-এ চিফ স্কোরার হিসাবে কাজ করেছিলেন। বেঙ্গল অলিম্পিক কমিটির প্রাক্তন এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বারও ছিলেন তিনি। দমদম, সিঁথি অঞ্চলের সকল ক্রীড়া সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন সকলের প্রিয় গোপাল দা। ফুটবলের উন্নতিতে অবদানের জন্য আইএফএ তাঁকে জীবন কৃতি সম্মানে ভূষিত করে।

দেহ উদ্ধার গাড়িতে!

অস্বাভাবিক মৃত্যু অলিম্পিক্সে অংশ নেওয়া ক্রীড়াবিদের

নাইরোবি, ১ জানুয়ারিঃ উগান্ডার ক্রীড়াবিদ বেঞ্জামিন কিপলাগাতের মৃতদেহ পাওয়া গেল কেনিয়ায়। পুলিশের দাবি, ছুরির আঘাতে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে কেনিয়ার পুলিশ। তাদের দাবি, এটি খুন। তবে প্রমাণ হাতে না আসা পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে জানাতে রাজি নয় তারা। তিন বার অলিম্পিক্সে অংশ নেওয়া ছাড়াও ছ'বার বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে উগান্ডার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, একটি গাড়িতে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়। বুকে এবং ঘাড়ে ছুরির আঘাতে তৈরি হওয়া ক্ষত দেখতে পাওয়া গিয়েছে। কেনিয়ার পশ্চিমের শহর এলডোরেটের পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। সেই এলাকার পুলিশ কমান্ডার স্টিফেন ওকাল বলেছেন, ''এটা খুন তা নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু খুনের কারণ খোঁজার চেষ্টা করছি।'' ২০১২-র লন্ডন অলিম্পিক্সে স্টিপলচেজের সেমিফাইনালে উঠেছিলেন কিপলাগাত। দেশের হয়ে একাধিক পদক জিতেছেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স সংস্থা এক বিবৃতিতে লিখেছে, 'বেঞ্জামিন কিপলাগাতের মৃত্যুর খবর পেয়ে আমরা অবাক এবং ব্যথিত। ওর বন্ধু, পরিবার এবং সতীর্থদের সান্ত্বনা। এই কঠিন সময়ে আমরা ওঁদের পাশে রয়েছি।'' শোকপ্রকাশ করেছেন উগান্ডার ক্রীড়ামন্ত্রী পিটার ওগওয়াংও। এক্স-এ তিনি লিখেছেন, 'আমাদের দেশের অন্যতম সেরা ক্রীড়াবিদ বেঞ্জামিন কিপলাগাতের মৃত্যুর খবরে আমরা ব্যথিত। শোনা যাচ্ছে ওকে খুন করা হয়েছে। ওর পরিবার, সমস্ত উগান্ডাবাসী এবং পূর্ব আফ্রিকার মানুষের প্রতি সমবেদনা। আন্তর্জাতিক মঞ্চে বহু বার উগান্ডার প্রতিনিধিত্ব করেছে ও।'

আক্রাম বলছেন, পিএসএল হচ্ছে 'মিনি' আইপিএল

মেলবোর্ন, ১ জানুয়ারিঃ আইপিএলের (ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ) সঙ্গে পিএসএলের (পাকিস্তান সুপার লিগ) কোনও তুলনাই চলে না-এমন উল্লেখ করে ওয়াসিম আক্রাম বলেছেন, পাকিস্তানের ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক লিগটি হচ্ছে 'মিনি আইপিএল'-এর মতো। ২০০৮ সালে শুরু হওয়া আইপিএল এরই মধ্যে বৈশ্বিক ক্রিকেটের কাঠামো বদলে দিতে বড় ভূমিকা রেখেছে। ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক লিগ এটিই। এখন এই লিগে খেলে ১০টি দল। সর্বশেষ 'মিনি' নিলামে আইপিএল নিলামের ইতিহাসের রেকর্ড ভেঙে অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ও ফাস্ট বোলার মিচেল স্টার্ককে কেনা হয়েছে। অন্যদিকে পিএসএল শুরু হয়েছে ২০১৬ সালে। ৬ দলের এই টুর্নামেন্ট পাকিস্তানে বেশ জনপ্রিয়ই। শুরুতে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী হলেও এই লিগ এখন পাকিস্তানেই হয়। ২০০৮ সালে আইপিএলের প্রথম আসরে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি ক্রিকেটার খেললেও দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে এরপর আর তাঁদের দেখা যায়নি। এমনকি মেয়েদের আইপিএলেও খেলেননি কোনও পাকিস্তান ক্রিকেটার। একসময় কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে কাজ করা আক্রামকে দুই লিগের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। আইপিএলের পর পিএসএলেও কাজ করা পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ভারতের স্পোর্টসকিড়া নামের ওয়েবসাইটকে এমন প্রশ্নের জবাবে বলেন, ''দুটিতেই কাজ করেছি। আইপিএল ও পিএসএলের আসলে তুলনা হয় না।'' এরপর আক্রাম যোগ করেন, ''আইপিএল বিশাল কিছু। পাকিস্তানেও পিএসএল নিঃসন্দেহে অনেক বড় কিছু। এটা পাকিস্তানে মিনি আইপিএলের মতো।'' কলকাতা নাইট রাইডার্স, নাকি করাচি কিংস-এ দুই দল থেকে অবশ্য একটি বেছে নিতে পারেননি আক্রাম। দুই দলের কথাই উল্লেখ করেছেন তিনি। তবে জাতীয় দলের কোচ হওয়ার প্রস্তাব থাকলে অস্ট্রেলিয়া না পাকিস্তানকে বেছে নেবেন-এমন একটি প্রশ্নের জবাবে আক্রাম বলেন, ''অস্ট্রেলিয়া''। তবে সেটি যে অস্ট্রেলিয়ান স্ত্রী শানেরিয়ার কারণে বলছেন না, তা-ও উল্লেখ করেছেন তিনি, ''না, আমার স্ত্রীর কারণে নয়। (কারণ, অস্ট্রেলিয়ায়) চাপ কম থাকবে। আমি আমার কাজ করতে পারব।'' আক্রামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল বিরাট কোহলি ও বাবর আজম প্রসঙ্গেও। দুজনের মধ্যে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ককেই বেছে নিয়েছেন আক্রাম, ''বিরাট কোহলি। বাবর ঠিক পথেই আছে। সে আধুনিক ক্রিকেটের সেরা একজন। তবে বিরাট কোহলি ইতিহাসে সোনার হরফে নিজের নাম লিখে ফেলেছে।'' অস্ট্রেলিয়ায় থাকা অক্রাম বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তানের টেস্ট সিরিজে ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করছেন।

৩৮ বছরের রোনাল্ডোর চাওয়া, ২৩-এর মতো ২৪

রিয়াধ, ১ জানুয়ারিঃ 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ'-ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর ক্যারিয়ারটা যেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া ছোট গল্পের এই সংজ্ঞার মতোই! কাতারে ২০২২ বিশ্বকাপে আশানুরূপ পারফরম্যান্স করতে না পারার পর অনেকেই ভেবেছিলেন, এই বুঝি শেষ রোনাল্ডোর ক্যারিয়ার। বিশ্বকাপের পর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে পর্তুগিজ তারকা সৌদি আরবের ফুটবলে নাম লেখানোর পর কেউ কেউ বলেছিলেন, আর কি রোনাল্ডোকে তাঁর সেরা রূপে দেখা যাবে! সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরের হয়ে প্রথম মরসুমে সত্যই রোনাল্ডো তাঁর সেরা সময়ের ধারেকাছেও যেতে পারেননি। অনেকেই তখন রোনাল্ডোর ক্যারিয়ারের সমাধিলিপি লিখে ফেলেছিলেন। কিন্তু নামটা যে তাঁর রোনাল্ডো, এত সহজে কি তিনি হার মানতে পারেন! তাই তো সৌদি আরবের ফুটবলের নতুন মরসুমে ৩৮ বছর বয়সী রোনাল্ডো যেন নতুন করে যৌবনপ্রাপ্ত হলেন। যাঁকে ২৫ বছরের টগবগে তরুণ কিলিয়ান এমবাপেও ছুঁতে পারেন না। আল নাসরের হয়ে এ বছরের শেষ ম্যাচেও কাল গোল পেয়েছেন রোনাল্ডো। আল তাউনের বিপক্ষে আল নাসরের ৪-১ ব্যবধানের জয়ে যোগ করা সময়ে দলের শেষ গোলটি করেছেন পর্তুগালের উইঙ্গার। এই লক্ষ্যভেদের পর এ বছর রোনাল্ডোর মোট গোল হয়েছে ৫৪টি। এ বছর এত গোল করতে পারেননি আর কেউ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫২ গোল করেছেন বায়ার্ন মিউনিখের ইংলিশ স্ট্রাইকার হ্যারি কেইন ও পিএসজির ফরাসি তারকা এমবাপে। কিন্তু ওই যে বলা হলো, নাম তাঁর রোনাল্ডো। আরও চাই-শব্দ দুটি যেন তাঁর রক্তে মিশে আছে। তাই তো বয়স কত হলো, সেদিকে না তাকিয়ে শনিবার ম্যাচ

শেষে ঘোষণা করলেন-আগামী বছরও একই রকম কিছু করতে চান। আল নাসরের জয়ের পর তিনি বলেছেন, ''আমি খুব আনন্দিত। ব্যক্তিগত আর দলীয়ভাবে আমার জন্য ভালো একটি বছর ছিল এটা। আমি অনেক গোল করেছি। আল নাসর ও জাতীয় দলের জন্য অনেক অবদান রেখেছি। আমার কাছে ভালো লাগছে এবং আগামী বছরও এটা করতে চাইব আমি।'' গতকালের জয়ের পর সৌদি প্রো লিগের শীর্ষে থাকা আল হিলালের সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধান কমাতে পেরেছে আল নাসর। ১৮ দলের লিগে ১৯ ম্যাচ শেষে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে আছে আল হিলাল। সমান ম্যাচে দ্বিতীয় স্থানে থাকা আল নাসরের পয়েন্ট ৪৬। ৪০ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে আল আহলি। রোনাল্ডো নতুন বছরে ছন্দটা ধরে রাখতে পারলে হয়তো এবার লিগ জিতলেও জিততে পারে আল নাসর।

একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন ওয়ার্নার

সিডনি, ১ জানুয়ারিঃ সিডনিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে ক্যারিয়ারের শেষ টেস্ট খেলার অপেক্ষায় থাকা ডেভিড ওয়ার্নার জানিয়েছেন, ওয়ানডে ক্রিকেটও আর খেলবেন না। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে শুধু টি-টোয়েন্টি চালিয়ে যাবেন। আজ সিডনিতে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই ঘোষণা করেন। তবে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) চাইলে ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলবেন বলে জানিয়েছেন ওয়ার্নার। নয়তো ক্যারিয়ারের বাকি সময় আন্তর্জাতিক ও ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন। বুধবার সিডনিতে শুরু হতে যাওয়া অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান সিরিজের তৃতীয় টেস্টই যে এই সংস্করণে তাঁর শেষ ম্যাচ, সেটি জানিয়েছিলেন আগেই। নতুন বছরের প্রথম দিন সিডনিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ওয়ার্নার শেষ বলে দিয়েছেন ৫০ ওভার ক্রিকেটকেও, ''অবশ্যই আমি ওয়ানডে থেকেও অবসর নিচ্ছি। ব্যাপারটা আমি বিশ্বকাপজুড়েই বলে আসছিলাম। এর মধ্যেই ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ জিতলাম, যেটা অনেক বড় অর্জন। সুতরাং, আজ আমি দুটি সংস্করণ থেকেই অবসরের সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, যা আমাকে বিশ্বজুড়ে লিগ খেলার এবং ওয়ানডে দলকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেবে। আমি জানি সামনে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আছে। সামনের দুই বছর আমি যদি ভালো ক্রিকেট খেলি এবং দলের কাউকে দরকার হয়, আমি থাকব।'' ২০২৫ সালে পাকিস্তানে হতে যাওয়া চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে যদি নাটকীয়ভাবে না ফেরেন, তাহলে ওয়ানডেতে ওয়ার্নারের সর্বশেষ ম্যাচ হয়ে থাকবে গত বছরের ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদের বিশ্বকাপ ফাইনাল। যে ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে

নিজেদের ইতিহাসে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ ট্রফি, ওয়ার্নার জিতেছেন দ্বিতীয়বার। ২০০৯ সালে ওয়ানডে ক্রিকেটে পা রাখা ওয়ার্নার এক যুগের বেশি সময়ে খেলেছেন ১৬১টি ওয়ানডে, যেখানে ৪৫.৩০ গড়ে করেছেন ৬ হাজার ৯৩২ রান। রানের দিক থেকে অস্ট্রেলিয়ার ষষ্ঠ সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক তিনি। এ সংস্করণে ২২টি শতক আছে তাঁর, এদিক থেকে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানদের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় (রিকি পন্টিংয়ের ৩০)। অবসর ঘোষণার আগেই আগামী মাসে অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজের তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজ থেকে সরে গিয়েছিলেন ওয়ার্নার। ৩৭ বছর বয়সী এই ওপেনারের ওই সময়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টিতে খেলার কথা। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে কমপক্ষে আগামী জুনে যুক্তরাষ্ট্র-ওয়েস্ট ইন্ডিজে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলে যাওয়ার কথাও জানিয়েছেন এরই মধ্যে।

মেসির সঙ্গে কি অবসরে যাবে তাঁর ১০ নম্বর জার্সিও

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

লিওনেল মেসি ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবেন কি না-এই প্রশ্নের উত্তর এখনো অজানা। আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনির কথা, যত দিন মেসি খেলার মতো ফিট থাকবেন, দলে তাঁর জায়গা পাকা। মেসি নিজেও যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো বিশ্বকাপে খেলার বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু এখনো বলেননি। আসলে মেসি আর্জেন্টিনা দলের হয়ে আর কত দিন খেলবেন, সেটাও নিশ্চিত নয়। বয়স হয়ে গেছে ৩৬ বছর। আর যে খুব বেশি দিন মেসি ফুটবল খেলবেন, তাও নয়। তা মেসি যখনই আর্জেন্টিনা দল থেকে অবসর নিন, জাতীয় দলকে বিদায় বলে দেওয়ার পর তাঁর জার্সিটা আর কাউকে পরতে দিতে চায় না আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। মেসির সঙ্গে তাঁর জার্সিকেও অবসরে পাঠানোর পরিকল্পনার কথা বলেছেন এএফএর প্রধান ক্লদিও তাপিয়া। আর্জেন্টিনার একটি পত্রিকাকে বলা তাপিয়ার কথা স্পেনের সংবাদমাধ্যম মার্কা উদ্ধৃত করেছে এভাবে, 'মেসি যখন জাতীয় দল থেকে অবসর নেবে, আমরা তার জার্সি আর কাউকে পরতে দেব না। তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই ১০ আজীবনের জন্য অবসরে থাকবে। আমরা তার জন্য এটা করতে চাই।' সচিন তেন্ডুলকরও ১০ নম্বর জার্সি পরেই

খেলতেন ক্রিকেট। তিনি অবসর নেওয়ার পর শার্দূল ঠাকুরকে বিসিসিআইয়ের তরফে দেওয়া হয়েছিল ওই ১০ নম্বর। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীরা এমন প্রতিবাদ করেন যে, তা বদলাতে বাধ্য হয় বোর্ড। পরে ১০ নম্বর জার্সিকে অবসরে পাঠিয়েছে বিসিসিআই। শুধু ১০ নম্বর নয়, ভারতকে জোড়া বিশ্বকাপ জেতানো মহেন্দ্র সিং ধোনির ৭ নম্বর জার্সিও অবসরে পাঠাতে চলেছে বোর্ড। ক্রিকেটে যা সম্ভব, ফুটবলে তা কি হতে পারে? ১০ নম্বর জার্সি অবসরে পাঠানোর উদ্যোগ এএফএর এটাই প্রথম নয়। আর্জেন্টিনাকে অধিনায়ক হিসেবে ১৯৮৬ বিশ্বকাপ জেতানো দিয়েগো মারাদোনার ১০ নম্বর জার্সিও অবসরে পাঠাতে চেয়েছিল তারা। ২০০২ বিশ্বকাপের আগে সেই সময়ের এএফএ প্রধান হুলিও গ্রোন্দনা এই ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ফিফার নিয়মের কারণে সেই সময় তা হয়ে ওঠেনি। ফিফার টুর্নামেন্ট বা তাদের আয়োজনে যেকোনো ম্যাচে দলগুলোর খেলোয়াড়দের ১ থেকে ২৩ নম্বর জার্সি পরার কথা বলা আছে নিয়মে। ২০০২ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার বিখ্যাত ১০ নম্বর জার্সিটি পরেছিলেন আরিয়েল ওর্তেগা। তবে মেসি আসার আগে মারাদোনার ১০ নম্বর জার্সির ভার সেভাবে বইতে পারেননি ওর্তেগা বা অন্য কেউ। মারাদোনার মতো মেসিও আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন অধিনায়ক হিসেবে। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ জয়ের আগে ২০২১ কোপা আমেরিকা ও ২০২২ সালে লা ফিনালিসিমা জিতেছেন আর্জেন্টিনার হয়ে ১৮০ ম্যাচ খেলে ১০৬ গোল করা মেসি। ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবেন কি না, তা নিশ্চিত না থাকলেও এ বছরের কোপা আমেরিকায় আর্জেন্টিনাকে নেতৃত্ব দেবেন মেসি। কে জানে আর্জেন্টিনাকে আরেকটা শিরোপা জিতিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানাবেন কি না মেসি! তাঁর বিদায়ের পর আর্জেন্টিনার বিখ্যাত ১০ নম্বর জার্সিটিকে এএফএ অবসরে পাঠাতে পারবে কি না, সেটাও নিশ্চিত নয়। কারণ ফিফার ১ থেকে ২৩ নম্বর জার্সি পরার আইনটা এখনো বহাল।

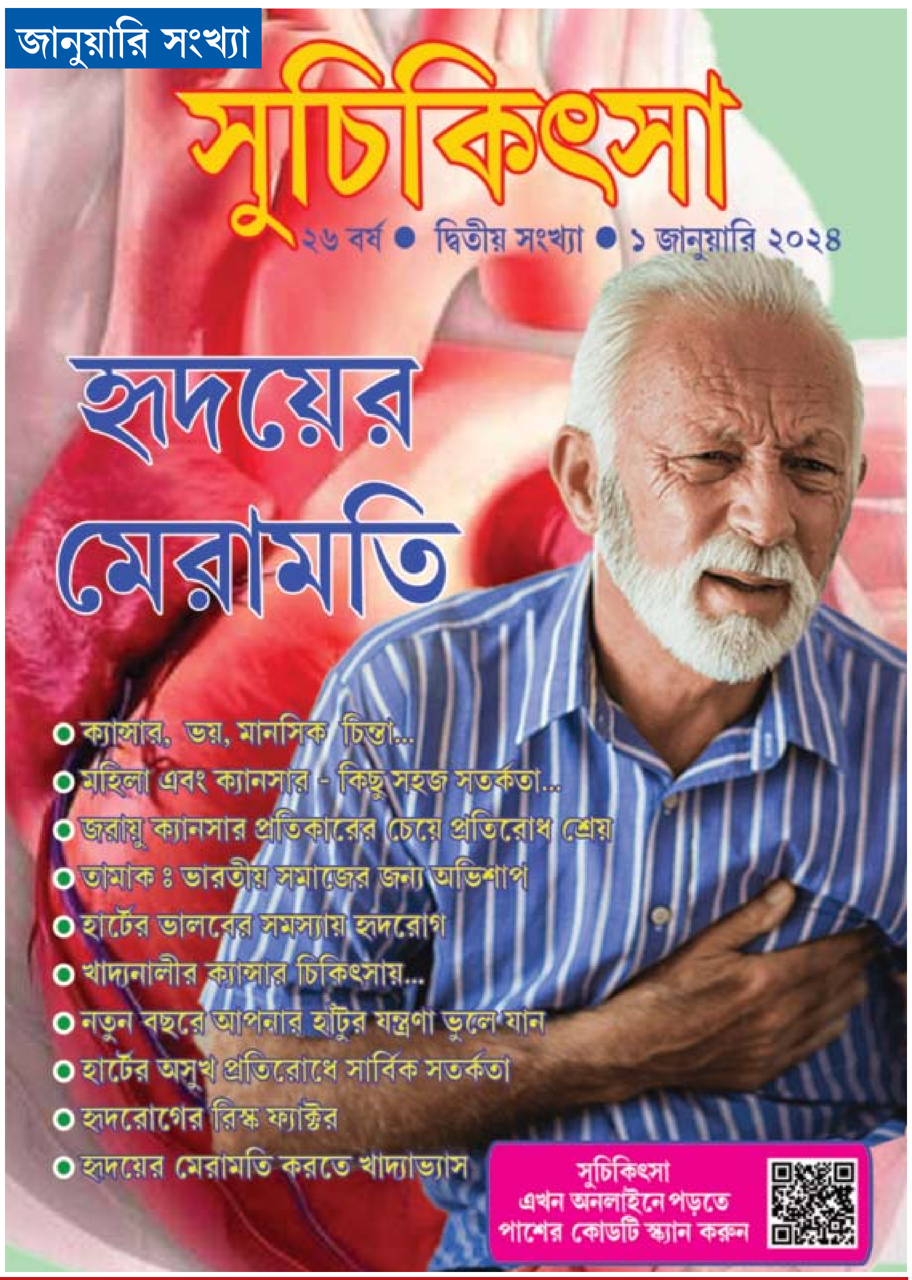

দুরন্ত বার্তা প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com